CENTRAL LIBRARY

হিন্দু
স্ত্রী-ধনাধিকার

CENTRAL LIBRARY

যোগেন্দ্র রিসার্চ প্রাইজ প্রবন্ধ

হিন্দু
স্ত্রী-ধনাধিকার

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভট্টপল্লী-নিবাসী
কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৯

Published by the University of Calcutta and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., 1, Ramanath Mazumder Street, Calcutta by Mr. S. N. Guha Ray, B.A.
March, 1939.

BCU 399(1)
G5720

সূচীপত্র

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবন্ধ পরিচয়	৴০
নিবন্ধ গ্রন্থের তালিকা	।৵০
কৌটিল্যের আবির্ভাব কাল	॥৶০
কৌটিল্যের মতে স্ত্রীধনাধিকার	॥৶০
মঙ্গলাচরণ	১
ভারতীয় ভাবধারা	১
দেশভেদে নিবন্ধ প্রণয়নের আবশ্যকতা	৩
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম	৬
বিবাহের প্রয়োজন	৯
বিবাহের প্রকার ভেদ	১৩
বর্ণ বিশেষে বিবাহের প্রশস্ততা	১৪
অষ্টপ্রকার বিবাহ লক্ষণ	১৭
নারীর কর্ত্তব্য	২০
সংসারে নারীর উপযোগিতা	২৩
স্ত্রীধন	২৪
অধ্যগ্নি	২৬
অধ্যাবাহনিক	,,
অন্বাধেয়	,,
প্রীতিদত্ত বা পাদবন্দনিক	২৭
যৌতক	২৭
অযৌতক	৩২
বৃত্তি	৩২
আভরণ	৩২
শুল্ক	৩৩
লাভ	৩৫
আধিবেদনিক	৩৫
সৌদায়িক	৩৬
অসৌদায়িক	৩৬
শিল্পার্জ্জিত ধন	৩৭
স্ত্রীধন বিষয়ে বিশেষকথা	৩৮
স্ত্রীধন সংক্ষেপ	৫৪
মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর	৫৭
মিতাক্ষরা মতে অধিকারিনির্ণয়	৭৩
মদনপারিজাত মতে ,,	৭৮
পরাশরমাধব মতে ,,	৭৯
বিবাদ চিন্তামণি মতে ,,	৮০
বিবাদ তাণ্ডব মতে ,,	৮১
ব্যবহার ময়ূখ মতে ,,	৮২
স্মৃতি চন্দ্রিকা মতে ,,	৮৮
সরস্বতী বিলাস মতে ,,	৯৩
বীর মিত্রোদয় মতে ,,	৯৬
বিবাদ রত্নাকর মতে ,,	১০১
অপরাদিত্য মেধাতিথি কুল্লূক ভট্ট সম্বন্ধে বক্তব্য	১০৩
সামুদায়িক ও প্রাদেশিক স্বত্ববাদের আলোচনা	১০৪

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
বঙ্গদেশে প্রচলিত মিশ্রিত মত	১০৯
যৌতক ধনের অধিকারিক্রম	১১১
অযৌতক ধনের "	১৩৩
দায়ভাগকার জীমূতবাহনের প্রকৃত মত	১৫২
ধন বিভাগ	১৭২
যৌতক ধনাধিকারিক্রম	১৭২
যৌতক অপ্রজ স্ত্রীধন	১৭৩
অযৌতক যন	১৭৫
পিতৃদত্ত মাতৃদত্ত শুল্ক ও অন্বাধেয় সংজ্ঞক স্ত্রীধন	১৭৬
পুত্রদত্ত, অসম্বন্ধিদত্ত ও শিল্পাদি দ্বারা নিজের অর্জ্জিত ধন	১৭৭
স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত দায়তত্ত্বে	১৭৭
রঘুনন্দন জীমূতবাহনের মতভেদ	১৭৮
দায়তত্ত্বোক্ত ক্রম	১৮৪
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত ও মতভেদ	১৮৫
দায়ক্রমসংগ্রহোক্ত ক্রম	১৮৯
যৌতকধন ও পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম	১৮৯
পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম	১৯০
পীতাম্বরসিদ্ধান্তবাগীশের ও দায়ভাগের মতের বিশেষ	১৯১
জীমূতবাহনসম্মত পিতৃদত্ত ধনবিষয়ে বিশেষ	১৯৩-৯৪
সপত্নীকন্যাদৌহিত্র সম্বন্ধে দায়-ভাগকারের বিশেষ মত	১৯৫
আসাম প্রদেশের পণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত "দায় কৌমুদী" গ্রন্থোক্ত স্ত্রীধন	১৯৭
ব্রাহ্মাদিপঞ্চ বিবাহকাললব্ধ ধনের অধিকারিক্রম	১৯৭
আসুরাদি বিবাহত্রয় কাললব্ধ ধনের অধিকারিক্রম	১৯৮
অযৌতক কুমারী ধনের অধিকারি ক্রম	১৯৮
পিতৃমাত্রাদিদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারি ক্রম	১৯৮
ব্যভিচারিণী নারীর ধনে অধিকারিক্রম	১৯৯
উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর স্বত্বাশ্রয় ধনে অধিকারী ও তাহার ক্রম	২০৭
উত্তরাধিকার সূত্রে নারীগত ধনে মিতাক্ষরাকারসম্মত অধিকারি ক্রম (এই বিষয়ে ময়ূখকারের বিশেষ মত—৵০ পৃষ্ঠা)	২১০
উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগত ধনে দায়ভাগকার সম্মত অধিকারিক্রম	২১১
নির্ঘণ্ট	২১৫
অশুদ্ধ শোধন সূচী	২২৫

CENTRAL LIBRARY

প্রবন্ধ পরিচয়

(Essay for the Jogendra Research Prize, 1934.)

"Proprietary rights of women under the ancient Hindu Law with special reference to changes introduced by Judicial decisions and British Indian Legislation."

ইহাই হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গের মনোনীত সদস্যগণের বিজ্ঞপ্তি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মতে স্ত্রীর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বিচার-বিভাগীয় মীমাংসা দ্বারা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় ব্যবস্থাপন দ্বারা কোনও পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে তাহার বিশেষ নজির সহ একটী প্রবন্ধ রচনার জন্য ইং ১৯৩৪ সালের "যোগেন্দ্র রিসার্চ্চ প্রাইজ" প্রদানের ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। তদনুসারে আমি কতিপয় হিতার্থীর অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমে ভারতীয় ভাবধারা যাহা অদ্যাপি ক্ষীণভাবে এদেশে প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশ ভেদে নিবন্ধ প্রণয়নের আবশ্যকতা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বিবাহের প্রয়োজন, বিবাহের প্রকার-ভেদ, বর্ণ বিশেষে বিবাহের প্রশস্ততা, অষ্টপ্রকার বিবাহ লক্ষণ, নারীর কর্ত্তব্য, সংসারে নারীর উপযোগিতা প্রভৃতি প্রদর্শনানন্তর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রাথমিক উপযোগী স্ত্রীধন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মতে কত প্রকার তাহা প্রমাণাদি সহ উপস্থাপিত করিয়াছি এবং বর্ত্তমান আইন পুস্তকে এসম্বন্ধে যাহা কিছু বিরোধ পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রদর্শন

করিয়াছি। ইহার পরে স্ত্রীধন-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত করিয়াছি। সেই স্থানে দেখাইয়াছি যে স্ত্রীধন স্থূলতঃ তিনটী ভাগের অন্তর্গত (১) আত্মীয় দত্ত (২) অনাত্মীয় দত্ত (৩) স্বার্জ্জিত। প্রসঙ্গাধীন যেগুলি স্ত্রীধন হয় না তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। কেবল একটী মাত্র উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি নাই। তাহা এস্থলে বলিতেছি, মোল্লাকৃত হিন্দু 'ল' গ্রন্থের (ষষ্ঠ সংস্করণ) ১৭০ ও ১৭১ ধারায় বর্ণিত আছে যে বোম্বাই প্রদেশে (১) বিধবা পত্নী, (২) কন্যা, (৩) মাতা, (৪) পিতামহী, (৫) প্রপিতামহী —এই পাঁচ জন স্ত্রীলোক সকল 'স্কুল' মতেই (স্ত্রীলোক হইলেও) উত্তরাধিকার-সূত্রে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত (১) যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহ সংস্কার দ্বারা নিজ গোত্রে আসে, এবং (২) যাহারা নিজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া গোত্রান্তরিত হয়, তাহারা ও তাহাদের কন্যাগণ পুরুষ বা স্ত্রীলোক হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাও স্ত্রীধন হইয়া থাকে। এই স্ত্রীধন মিতাক্ষরা নিয়মে (ক) ও ব্যবহারময়ূখ গ্রন্থোক্ত নিয়মে (খ) স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারীক্রমে অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্তধন যে পারিভাষিক স্ত্রীধন হয় এরূপ নির্দ্দেশ কিন্তু মিতাক্ষরা গ্রন্থে ও ব্যবহারময়ূখ গ্রন্থে কোথাও উক্ত নাই বরং বিরুদ্ধ লেখাই আছে। যথা, ব্যবহারময়ূখে ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "মাতৃস্বামিকধনমাত্রপরত্বে পরিভাষাবৈয়র্থ্যম্।" ইহার

(ক) পুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের স্ত্রীধনের নজির ১৭০ ধারা (1) Golappa *vs* Jayawa (1907) 31 Bom : 453 etc.,

(খ) স্ত্রীলোক হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের স্ত্রীধনের নজির ১৭১ ধারা (1) Gandhi Maganlal *vs* Baijadab (1900) 24 Bom : 192,

(মোল্লাকৃত হিন্দু 'ল' গ্রন্থ ষষ্ঠ সংস্করণ)

CENTRAL LIBRARY

তাৎপর্য্য এই যে মাতা (অর্থাৎ নারী সাধারণ) যেখানে ধনের অধিকারিণী হয় সেখানে সেই ধন স্ত্রীধন হয়, ইহা বলিলে স্ত্রীধনের অধ্যগ্নি প্রভৃতি পরিভাষা ব্যর্থ হয় এবং অপারিভাষিক স্ত্রীধনকে স্ত্রীধন বলিলে ঐ গ্রন্থকারের প্রদর্শিত পুং ধনাধিকারিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে ময়ূখকার যে অপারিভাষিক স্ত্রীধন বলিয়া পৃথক নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে পুংধনাধিকারিক্রমে অধিকারী নির্দ্দেশ থাকিলেও পিতার ধনে যেখানে কন্যা অধিকারিণী হয় সেখানে ঐ কন্যা (নারী হইলেও) তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব অর্থাৎ যথেচ্ছ দান বিক্রয়াদি ভোগের স্বত্ব হয় এবং ঐ ধনে স্বত্ববতী হইয়া মরিলে ঐ ধন মৃতার ভগিনীগত হয় না মূল ধনস্বামীর কন্যা না থাকিলে যেমন তাহার দৌহিত্রেরা প্রাপ্ত হইত সেইরূপ মূল ধনস্বামীর অপর কন্যা থাকিলেও ঐ মৃতা কন্যার পুত্রেরা (অর্থাৎ মূলধন-স্বামীর দৌহিত্রেরা) পাইবে। ইহা ময়ূখকারের মতের বিশেষ।

মিতাক্ষরা মতেও পুং ধনাধিকারিক্রম এবং স্ত্রীধনে স্ত্রী-ধনাধিকারিক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকায় "স্ত্রিয়াধনং স্ত্রীধনম্" এইরূপ যৌগিক শব্দ বাহ্যতঃ প্রতীত হইলেও উহা (স্ত্রীধন) বস্তুতঃ যোগরূঢ় শব্দ (অর্থাৎ পারিভাষিক), ইহা মিতাক্ষরার নিজ অভিপ্রায়ে ব্যক্ত আছে। তাই আমার মনে হয়, মিতাক্ষরামত যে সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে সেই সকল প্রদেশের মধ্যে মাত্র বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে শিষ্ট ব্যবহার পরম্পরায় ঐরূপ স্ত্রীধনের প্রচলন না থাকায় বোম্বাই প্রদেশে মাত্র প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া ঐরূপ স্ত্রীধনের বিষয় হিন্দু 'ল' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একারণ ঐ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি নাই।

তৎপরে নিবন্ধকারগণের পৌর্ব্বাপর্য্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত করিয়া প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা বহু ঋষিগণের বচন অবলম্বনে নিবদ্ধ মিতাক্ষরাদি নিবন্ধকারগণের পৃথক্ পৃথক্

CENTRAL LIBRARY

অভিমত উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐ প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে ব্রিটিশ ভারতীয় ধর্ম্মাধিকরণে বিচার মীমাংসায় প্রাচীন হিন্দু আইনের যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও D. F. Mullah-কৃত ষষ্ঠ সংস্করণ হিন্দু 'ল' গ্রন্থ হইতে যথাসম্ভব নজির সহ উপস্থাপিত করিয়াছি।

অধুনাতন কালে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাঁচটি স্কুল (বিভাগ) অনুসারে ধর্ম্মাধিকরণসমূহে বিচার মীমাংসা হইয়া থাকে। যথা, (১) বোম্বাই স্কুল, (২) বেনারস স্কুল, (৩) মাদ্রাজ স্কুল, (৪) মিথিলা স্কুল এবং (৫) দায়ভাগ স্কুল। উহার মধ্যে বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিয়দংশ ব্যতীত ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরা মতানুসারে আইন ও তাহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মনীষী বিজ্ঞানেশ্বর বিহার অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়া নানা ঋষিবচন পর্য্যালোচনায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার (প্রাচীন হিন্দু 'ল'-এর) মিতাক্ষরা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা হইলেও উহা নিবন্ধগ্রন্থবিশেষের ন্যায় আদৃত, কারণ উহাতে নিবন্ধের ন্যায় রচনা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মিতাক্ষরার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ। ইহার প্রায় সমসময়ে বঙ্গদেশেও মনীষী জীমূতবাহন দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। দায়ভাগ গ্রন্থের অনেক মুদ্রিত সংস্করণ থাকিলেও এই প্রবন্ধে যে দায়ভাগ ও তাহার টীকা হইতে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহা শকাব্দ ১৭৮৫, ইং ১৮৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত দায়ভাগ। দায়ভাগের এই সংস্করণ সুবিশুদ্ধ বলিয়া এবং উহাতে বহু টীকা দেওয়া আছে বলিয়া উহা হইতেই প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পি, ভি, কাণের সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY

ব্যবহারময়ূখ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছি। অবশিষ্ট গ্রন্থের বহু সংস্করণ নাই বলিয়া তাহার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম না। তবে মোটামুটি বলা চলে যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রঘুনন্দন ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ ব্যতীত অপর নিবন্ধকারগণ ঐ মিতাক্ষরার মতের অনুবর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেবল রঘুনন্দন ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ দায়ভাগের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় সকল নিবন্ধকারগণের একটী তালিকা প্রদান করিলাম।

নিবন্ধ গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম	স্থূলতঃ রচনাকাল	কোন্ স্কুল (বিভাগীয়)	ব্রিটিশ ভারতে কোন্ কোন্ প্রদেশে সমাদৃত।
১। মিতাক্ষরা	বিজ্ঞানেশ্বর	খৃঃ ১১শ শতাব্দী	বোম্বাই স্কুল	আসাম, বঙ্গদেশ এবং নেপালের কিয়দংশ ব্যতীত ব্রিটিশ ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর সর্ব্বত্র এবং দক্ষিণ বিহার, কাশী ও উড়িষ্যায় প্রধানভাবে প্রচলিত।
২। ব্যবহারময়ূখ (আধুনিক)	নীলকণ্ঠ ভট্ট ইনি স্মৃতি চন্দ্রিকাকারের রীতির অবলম্বনকারী	খৃঃ ১৭শ শতাব্দী	বোম্বাই স্কুল	বোম্বাই দ্বীপ, গুজরাট ও উত্তর কঙ্কন প্রদেশে প্রচলিত।
৩। মদন পারিজাত	বিশ্বেশ্বর ভট্ট ইনি মিতাক্ষরার অনু-বর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৪শ শতাব্দী	ইহা আইন পুস্তকে উল্লিখিত নাই	ইহার প্রচলন মিতাক্ষরার তুল্য।
৪। পরাশর মাধব	মাধবাচার্য্য মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৪শ শতাব্দী	মাদ্রাজ স্কুল	মাদ্রাজ প্রদেশে নামমাত্র প্রচলিত।
৫। স্মৃতিচন্দ্রিকা (অপেক্ষাকৃত প্রাচীন)	দেবণ ভট্ট মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১২শ শতাব্দী	ঐ	ঐ

নিবন্ধ রচয়িতার নাম	রচয়িতার নাম	স্থূলতঃ রচনাকাল	কোন্ স্থল (বিভাগীয়)	ব্রিটিশ ভারতে কোন্ কোন্ প্রদেশে সমাদৃত।
৬। সরস্বতী বিলাস	মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাদেব মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৬শ শতাব্দী	মাদ্রাজ স্থল	মাদ্রাজ প্রদেশে নামমাত্র প্রচলিত কিন্তু কার্য্যতঃ নহে। কার্য্যতঃ মিতাক্ষরাই প্রচলিত।
৭। বিবাদ চিন্তামণি	বাচস্পতি মিশ্র মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৫শ শতাব্দী	মিথিলা স্থল	উত্তর বিহারে সমাদৃত।
৮। বিবাদ তাণ্ডব আধুনিক	কমলাকর ভট্ট মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৭শ শতাব্দী	মিথিলা স্থল	উহার কোন কোন অংশ বিহার প্রদেশের কিয়দংশে প্রচলিত।
৯। বিবাদ রত্নাকর	চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর ইনি মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তন করিলেও স্থলবিশেষে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন।	খৃঃ ১৪শ শতাব্দী	মিথিলা স্থল	মিথিলাদি প্রদেশে (উত্তর বিহারে) প্রচলিত।
১০। বীর মিত্রোদয়	মিত্র মিশ্র মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৭শ শতাব্দী (আকবরের সময়)	বেনারস স্থল	কাশী প্রদেশে আদৃত হইলেও এই গ্রন্থের স্ত্রীধন প্রকরণ প্রচলিত নহে; এস্থলে মিতাক্ষরার মতই প্রচলিত।

নিবন্ধ গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম	স্থূলতঃ রচনাকাল	কোন্ স্কুল (বিভাগীয়)	ব্রিটিশ ভারতে কোন্ কোন্ প্রদেশে সমাদৃত।
১১। দায়ভাগ	জীমূতবাহন	খৃঃ ১১শ শতাব্দী	দায়ভাগ বা বেঙ্গল স্কুল	বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিয়দংশে প্রচলিত।
১২। দায়তত্ত্ব বা দায়ভাগ তত্ত্ব	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জীমূতবাহনের অনুবর্ত্তনকারী	খৃঃ ১৬শ শতাব্দী	ঐ	বঙ্গদেশে প্রচলিত।
১৩। বিবাদ কৌমুদীর অন্তর্গত দায়কৌমুদী	পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ জীমূতবাহনের অনুবর্ত্তনকারী।	খৃঃ ১৬শ শতাব্দী	ঐ	আসাম প্রদেশে প্রচলিত।

CENTRAL LIBRARY

উপর্য্যুক্ত স্থূলতঃ রচনাকালগুলির অধিকাংশ পি, ভি, কাণের ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। (মন্তব্য ঃ—মাদ্রাজ স্কুল বিভাগে পরাশর মাধব, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সরস্বতী বিলাস গ্রন্থ প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহাতে স্ত্রীধন ও তাহার অধিকারিক্রম একরূপ নহে বলিয়া মিতাক্ষরা মতই আইনরূপে পরিগৃহীত আছে এবং মাদ্রাজ প্রদেশে প্রধানভাবে প্রচলিত আছে)। এতদ্ভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অপর টীকাকার অপরার্ক, মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি, কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতির স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় পর্য্যালোচনায় নিবন্ধগ্রন্থের ন্যায় শৃঙ্খলা ও মীমাংসা নাই দেখিয়া তাহার আলোচনা এস্থলে পরিত্যাগ করিয়াছি। মদনপারিজাত গ্রন্থের প্রচলন কোথায় তাহা ইংরাজি আইন পুস্তকে লিখিত নাই ; তবে ইহা মিতাক্ষরার মতের তুল্য বলিয়া যেখানে মিতাক্ষরার প্রচলন সেইখানেই ইহার প্রচলন অনুমিত হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে স্ত্রীধনের অধিকারী ও তাহার ক্রম মিতাক্ষরাদি নিবন্ধকারগণের উল্লেখ অনুসারে সন্নিবেশিত করিয়া তৎপরে জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ ও রঘুনন্দন, শ্রীনাথ, রামভদ্র, অচ্যুতানন্দ, মহেশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত টীকা অবলম্বনে মিশ্রিত মত (যাহা ইংরাজাধিকৃত বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মাধিকরণে সমাদৃত তাহা) প্রদর্শন করিয়াছি এবং তৎপরে দায়ভাগের বিশুদ্ধ মত ও উহার সহিত রঘুনন্দনকৃত দায়ভাগতত্ত্ব বা দায়তত্ত্ব, তর্কালঙ্কারকৃত দায়ক্রম সংগ্রহ এবং পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশকৃত দায়কৌমুদীর পৃথক্ মতেও ক্রমপরিবর্ত্তন প্রদর্শন করিয়াছি। ফলতঃ ঐ স্থলে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছি যে দায়ভাগের বিশুদ্ধমত প্রথমে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পরিবর্ত্তন করেন, তৎপরে ঐ পরিবর্ত্তন অবলম্বনে ঋষিবচনের অনেক অংশ মান্য না করিয়া (যেমন যৌতক ও অযৌতকের অপ্রজস্ত্রীধনের ভেদ না মানিয়া) তর্কালঙ্কার মহাশয় দায়ক্রমসংগ্রহে দায়ভাগের বিশুদ্ধ মতের আরও পরিবর্ত্তন করিয়া যান এবং

CENTRAL LIBRARY

ইহারও কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান আইন গঠিত করা হইয়াছে। আসাম প্রদেশীয় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত দায়কৌমুদীর মত আইনরূপে পরিগৃহীত নহে। ইনি দায়ভাগের যৌতক ধন ঠিক রাখিয়া অযৌতক ধন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মতে অধিকারিক্রম প্রদর্শন করিয়া এই মত প্রাচীন হইলেও কখনও যাহা কেহ প্রকাশ করেন নাই সেইরূপ নূতন কথা সুধী-সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছি। ইহা দেখাইতে গিয়া মিতাক্ষরামতের সহিত তাহার বৈষম্য দেখাইয়াছি ও মিতাক্ষরা-কারের নিজেরই একই ধনের অধিকারিক্রম-কথনের বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি। যেমন, তিনি যে বচনের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে শুল্কধনে কন্যাদি থাকিতেও সহোদরের অধিকার বলিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী "বন্ধুদত্তং তথাশুল্কমন্বাধেয়কমেবচ। অতীতা-য়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ" এই বচনের ব্যাখ্যায় বান্ধব শব্দের অর্থ ভর্ত্তা করিয়াছেন এবং নারী অপ্রজা হইলে উক্ত শুল্কধনে ভর্ত্তার অধিকার বলিয়াছেন, অথচ পরবর্ত্তী বচনের ব্যাখ্যার সময়ে শুল্কধনে কন্যাদি থাকিতেও ভ্রাতার অধিকার নির্দ্দেশ করায় প্রজাদিগের অধিকার আসে নাই; তবে কি করিয়া অপ্রজা হইলে ভর্ত্তার অধিকার সম্ভব হয়? এইরূপ বৈষম্য দেখাইয়া এই প্রবন্ধের বিশেষ উপযোগিত্ব প্রদর্শন করিয়াছি।

তবে প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে এখানে উহার বিস্তৃত ভেদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। প্রবন্ধ মধ্যে উহা যথাস্থানে বিবৃত করা আছে। দায়ভাগের মিশ্রিত মতের স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারীর ক্রম-তালিকা পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত না করিলেও তর্কালঙ্কারকৃত ক্রমসংগ্রহের অধিকারিক্রম-তালিকা যাহা পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে উক্ত মিশ্রিত মতের তালিকা অবগত হওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন দায়ভাগের বিরুদ্ধ মতের ক্রম-তালিকা এবং রঘুনন্দন ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের অভিমত ক্রম-তালিকা পৃথক্

CENTRAL LIBRARY

পৃথক্ সন্নিবেশিত করিয়াছি। সর্ব্বশেষে ব্যভিচারিণী নারীর ধনের অধিকারী নিরূপণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছি। দুরূহ সংস্কৃত শব্দের অর্থপ্রকাশ দ্বারা যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা, যত্ন ও শ্রম করিয়াছি। ইংরাজি ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ও আইনশাস্ত্রাভিজ্ঞের নিকট হইতে (১) মোল্লা প্রণীত হিন্দু 'ল' (ষষ্ঠ সংস্করণ), (২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ম্যারেজ এণ্ড স্ত্রীধন, (৩) কোল্‌ব্রুক্‌স ডিজেষ্ট বুক, (৪) মেনের হিন্দু 'ল' এণ্ড ইউসেজ (নবম সংস্করণ)—এই চারিখানি আইন গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমতের সহিত বর্ত্তমানে প্রচলিত আইন গ্রন্থে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের যথাস্থানে প্রদর্শন করিয়াছি। কেবল কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র (পূর্ব্বে কোন সময়ে উহা আইন পরিগৃহীত থাকিলেও) বর্ত্তমানে আইন পরিগৃহীত না থাকায় তাহার উল্লেখ করি নাই। কৌটিল্যের আবির্ভাব কাল—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ বৎসর। ইহার বহুপরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। তাঁহার বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে আছে "(প্রতিহারী)—বিদিতমস্তু দেবপাদানাং ধনবৃদ্ধির্নাম বণিগ্ বারিপথোপজীবী নৌব্যসনেন বিপন্নঃ সচানপত্যস্তস্য চানেক কোটিসংখ্যং বসু তদিদানীং রাজস্বতামাপদ্যতে ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্। (রাজা)—বেত্রবতি মহাধনতয়া বহুপত্নীকেনানেন ভবিতব্যম্। তদন্বিষ্যতাং কাচিদাপন্নসত্ত্বা ন বেতি"। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবির সময়ে অপত্যরহিত মৃত ব্যক্তির ধনে তাহার পত্নী থাকিলেও তাহাতে রাজার স্বামিত্ব হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 'মৃত বণিকের কোন পত্নী অন্তঃসত্ত্বা আছেন কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হউক' ইত্যাদিরূপে মহাকবি যাহা রাজার উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা

প্রতীত হইতেছে যে তৎকালে অপত্য শব্দের "ন পততি কুলং যস্মাৎ" এই যোগার্থ গৃহীত হইত। তাই উক্ত প্রকার অপত্যের অভাবে মৃতের ধনে রাজার স্বত্ব হইবে এই ব্যবস্থা ছিল। অপত্য-শব্দের উক্তরূপ যোগার্থ অবলম্বন করিয়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রাদি কুলের ধারারক্ষক কেহ না থাকিলে পত্নীসত্বেও মৃতের ধনের উত্তরাধিকারী রাজা হইবেন ইহা ব্যক্ত আছে। "অদায়াদকং রাজা হরেৎ স্ত্রীবৃত্তিপ্রেতকার্য্যবর্জ্জমন্যত্র শ্রোত্রিয়দ্রব্যাৎ তৎ শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ।" (মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রিকৃত টীকা সহিত কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র ৩৪ পৃঃ দ্বিতীয় সম্পুট ৫ অধ্যায়) এই আইন কৌটিল্যের সময় হইতে কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়া অর্থশাস্ত্রে ও অভিজ্ঞানশকুন্তলে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা আইন পরিগৃহীত নহে।

আরও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ আইনে যে পতিপক্ষের প্রদত্ত স্ত্রীধন পুনর্ব্বার পত্যন্তর গ্রহণের সময় প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থার কথা লিখিত আছে তাহাও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। (ঐ ১৫ পৃষ্ঠা) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিনির্ণয় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান আইন-পরিগৃহীত উত্তরাধিকারিনির্ণয়ের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রদর্শনার্থ তাহার উল্লেখ করিতেছি :—

"জীবতি ভর্ত্তরি মৃতায়াঃ পুত্রা দুহিতরশ্চ স্ত্রীধনং বিভজেরন্। অপুত্রায়া দুহিতরঃ। তদভাবে ভর্ত্তা। শুল্কমন্বাধেয়মন্যদ্ বা বন্ধুভির্দত্তং বান্ধবা হরেয়ুঃ। ইতি স্ত্রীধনম্" (ঐ ১৬ পৃষ্ঠা) স্বামী বিদ্যমানে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে সেই মৃতার স্ত্রীধনে পুত্র এবং কন্যা উত্তরাধিকারী হইবে। পুত্র না থাকিলে কন্যার অধিকার। তাহাদের অভাবে ভর্ত্তা অধিকারী। শুল্ক, অন্বাধেয় ও অন্যপ্রকার

বন্ধুদত্তধনে বান্ধবের অধিকার। এস্থলে টীকাকার গণপতি শাস্ত্রী "বান্ধব" শব্দের অর্থ—"পিত্রাদয়ঃ" লিখিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার "বন্ধু" শব্দের অর্থ "ভ্রাত্রাদি" ও "বান্ধব" শব্দের অর্থ "ভর্ত্রাদি" করিয়াছেন। জীমূতবাহন বন্ধু শব্দে "পিতামাতা" লিখিয়াছেন এবং "বান্ধব" শব্দে "ভ্রাতা" বলিয়াছেন। এইরূপে বান্ধব শব্দের অর্থ নানাপ্রকার থাকায় উহার নিয়ত অর্থ প্রতীত হইতেছে না। এইভাবে কৌটিল্যের স্ত্রীধনাধিকার নিরূপণের সহিত মিতাক্ষরা-কারাদি নিবন্ধকারগণের স্ত্রীধনাধিকার নিরূপণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিবাহের যে যে প্রকার লিখিত আছে উহার সহিত মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহের তুল্যতা দৃষ্ট হয়। বিস্তার ভয়ে তাহা এস্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিলাম না। এই প্রবন্ধে নিবন্ধকারগণের বিভিন্ন মত যথাসম্ভব সংকলন করিয়া লিখিলাম। ইহা দ্বারা হিন্দু সমাজে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ প্রচারের সুযোগ ঘটিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

ভট্টপল্লী,
১৩৪২ সাল, ১৫ই শ্রাবণ
ইং ৩১শে জুলাই, ১৯৩৫

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য

মঙ্গলাচরণ

তস্মৈ নমো ভগবতে জগদীশ্বরায়
ধ্বান্তচ্ছিদে গুণময়ায় গুণোত্তরায়:
স্মৃত্বা শ্রুতীরুপদিশন্ প্রলয়াবসানে
মার্গং সনাতনমুপাদিশদত্র যোঽসৌ ॥

তৎপাদপদ্মপরিচিন্তনশুদ্ধবোধা
লব্ধ্বর্ষয়োঽপ্রতিহতপ্রতিভেক্ষণানি।
শ্রুত্যর্থসাররচিতস্মৃতিসংহিতা যে
তেভ্যো নমোঽস্তু জগতাং হিতকারকেভ্যঃ ॥
নিবন্ধবন্ধনায়াসধ্বংসিতাশেষসংশয়াঃ।
মীমাংসাপরমা যে বা তেভ্যোঽপ্যস্তু নমো মম ॥

যাঁহার অসীম করুণায় এই বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অপ্রতিহতস্মৃতি, যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে করুণা প্রকাশ করিয়া সৃষ্ট জীবসমূহের সকল প্রকার ক্লেশ দূর করিবার অভিপ্রায়ে অধ্যাত্মবিদ্যাদির নিদান পূর্ব্ব-পূর্ব্বকল্পীয় বেদের উপদেশ প্রদানে অন্তরের তমোনাশক জ্ঞানালোক লাভের উপায়-স্বরূপ প্রকৃত পথপ্রদর্শকরূপে বিরাজিত আছেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি-গণের সুবিদিত, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভূতভাবন ভগবানকে প্রণাম করি।

ভারতীয় ভাবধারা

ঋষিগণ সেই বেদময় জ্ঞানপ্রদীপপ্রভাবে অপ্রতিহতপ্রতিভ-জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা জগতের তাবৎ তত্ত্ব দর্শন করিয়া সকল জীবের হিত-সাধনের জন্য ও মনুষ্যগণের জন্ম-সাফল্য কামনায় গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র,

CENTRAL LIBRARY

সংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ রচনা দ্বারা নানা শাখাসুশোভিত বেদরূপ কল্পপাদপের ত্রিতাপনাশকতা খ্যাপন করতঃ মনুষ্যদিগকে চরম লক্ষ্য স্থির করিবার উপায় দেখাইয়াছেন। সেই সকল আর্য্য ঋষিরা আর্য্যাবর্ত্তে নিজেদের চরম লক্ষ্য পরম বস্তু ত্রিতাপনিবৃত্তির কামনায় বেদোদিত সাধনায় রত থাকিয়া জীবসমূহের হিত সাধনের জন্য সাধারণ ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির উপদেশ দিয়া সমাজসন্নিবেশ ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার মানসে লোভাদির বর্জ্জনীয়তা ও দূষকতা বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি উক্ত লোভাদির বশবর্ত্তিতা হেতু চৌর্য্যাদিরূপ অসৎ কার্য্য করিলেও তজ্জন্য দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দণ্ডদাতার প্রয়োজন বিধায় রাজশূন্য স্থানের নিন্দাদির দ্বারা রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহারই আনুকূল্য প্রজামণ্ডলের কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া রাজধর্ম্মও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পরে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী জনগণের সংযমকামনায় আর্য্য-সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ ইহকালের ও পরকালের হিতকারক ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বেদের ন্যায় তাহারও অধ্যাপনা ও তদনুসারে আচরণ এবং তাহার প্রচার দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় করিয়াছেন। একারণ বহু বিপ্লবাদিতেও আজিও তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। ছিন্নবৃক্ষের মূল হইতে উদীয়মান নিস্তেজ অঙ্কুরের ন্যায় এখনও যৎকিঞ্চিৎ আচার ব্যবহার লোকচক্ষুর গোচরে উপস্থিত রহিয়াছে।

যেটুকু বর্ণাশ্রমোচিত আচরণ প্রাচ্য সভ্যতার ব্যঞ্জকরূপে এখনও বিশ্ববিশ্রুত রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু বলা চলে যে, প্রতিবর্ণের ও অন্তরালবর্ণের প্রত্যেকের জীবিকা বিভাগ করিয়া কেহ কাহারও বৃত্তি অপহরণ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে "বৃত্তিচ্ছেদো হি তদ্বধঃ" বৃত্তিচ্ছেদকারীকে তাহার বধকারী বলিয়াছেন। আর হারীত ঋষি "অনুপায়গ্রহণাৎ" ইহা নির্দ্দেশ

CENTRAL LIBRARY

করিয়া অনুপায় গ্রহণকে (স্ববৃত্তি দ্বারা সম্ভব হইলে অন্য বৃত্তির অবলম্বনে ধনার্জ্জনকে) গৌণ চৌর্য্য বলিয়াছেন। ফলতঃ স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ সম্ভবপর হইলে অন্যের বৃত্তি গ্রহণ পাপজনক হইবে। সকল বিষয়ে এই প্রকার রীতি ও নীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ শান্তিধারায় আর্য্যাবর্ত্তকে আত্মভোগ-পরাঙ্মুখতা, পরদুঃখকাতরতা, আতিথেয়তা, বদান্যতা, ব্যসনশূন্যতা, অনলসতা, নীরোগতা ও দীর্ঘজীবিতাদি গুণগরিমায় ভূষিত করিয়া সমগ্র বিশ্বের নিকট পূত, স্নিগ্ধ, আদর্শ চরিত্রের বিকাশ করিয়াছেন, যাহা বস্তুতঃ অন্যত্র সুদুর্লভ।

অতীত ভারতের ঋষিমণ্ডলী জগতের হিত কামনায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধনের জন্য নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যেও ব্যবহার শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে।

ঐ সকল ঋষিগণের অন্তর্দ্ধানের পর মনীষিগণ তাঁহাদের বাক্যে আদর ও গৌরব পোষণ করিয়া এবং সেই সকল বাক্যের হিত-সাধনতা অনুভব করিয়া তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়া আসিতেছেন।

দেশভেদে নিবন্ধ প্রণয়নের আবশ্যকতা

মনীষিগণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও দেশভেদে সদাচারের স্বাতন্ত্র্য মনে মনে পোষণ করতঃ সেই সকল ঋষিবচনের দেশাত্মবোধানুরূপ অর্থানুসারে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক টীকা বা নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধের দোষ দর্শনে পরে পরে ক্রমশঃ অনেক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। যে দেশে যে নিবন্ধকারকে লোকে আদর করিয়াছে, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের সেই সকল আদৃত নিবন্ধ এখনও প্রচলিত আছে। দেশভেদে আচার-বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিবার জন্য ঋষিবাক্যের

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্বতোমুখী ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মতভেদই নিবন্ধ গ্রন্থের বাহুল্য হেতু হইয়াছে। "যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারকুল-স্থিতিঃ। তথৈব প্রতিপাল্যোঽসৌ।" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্য হইতে ইহাই বুঝা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গাধীন বিষয় না হইলেও একটি উদাহরণ দেখাইতেছি :—

দত্তকগ্রহণ বিষয়ে "ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ বা অন্যত্রা-ভ্যনুজ্ঞানাদ্ ভর্ত্তুঃ" এই একটী বশিষ্ঠ বচন অবলম্বনেই বিভিন্ন দেশে পৃথক পৃথক দত্তকপুত্রগ্রহণ—ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এস্থলে দেশবিশেষে ব্যবস্থা এই যে (ক) স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী, দত্তকপুত্রগ্রহণ বা অপরকে দত্তকরূপে নিজপুত্র দান করিতে পারিবে না। অতএব স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র দান বা গ্রহণ উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। (খ) এস্থলে কোনও দেশে "অপ্রতিষিদ্ধং পরমতমনুমতং ভবতি" এই যুক্তির প্রভাবে স্বামীর নিষেধ না থাকিলে স্ত্রী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারে। এজন্য অনুমতি না থাকিলেও নিষেধ না থাকায় স্ত্রী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আবার কোনও স্থানে (গ) মূল বচনে "স্ত্রী" শব্দের উল্লেখ থাকায় "পত্নী" শব্দের উল্লেখ না থাকায় স্ত্রীর দত্তকপুত্র গ্রহণে ভর্ত্তার অনুমতির আবশ্যকতা, কিন্তু পত্নীর দত্তকপুত্র গ্রহণে ভর্ত্তার অনুমতি অপেক্ষিত নহে এই ব্যবহার প্রচলিত আছে। তাঁহাদের যুক্তি "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই ব্যাকরণস্মৃতি সহযজ্ঞচারিণী স্ত্রীই পত্নীশব্দবাচ্য ইহা বোধ করাইতেছে। মনু বলিয়াছেন, সবর্ণা স্ত্রীই ধর্ম্মকার্য্যে সহচারিণী; যথা, "ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্ম-কার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্। স্বাস্বৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন।" এজন্য দায়ভাগকার "পরিণয়কনিষ্ঠাপি সবর্ণা জ্যেষ্ঠৈব তস্যা এব যজ্ঞাদিষু ব্যাপারাধিকারাৎ পত্নীত্বং" ইহা লিখিয়া পত্নী ও স্ত্রীর ভেদ

CENTRAL LIBRARY

দেখাইয়াছেন। এইস্থানে পত্নী শব্দ না থাকায় এবং স্ত্রী শব্দ থাকায় এই ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতেছে যে ভর্ত্তার অনুমতি না থাকিলেও পত্নী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে। অন্য কোনও স্থানে "ভর্ত্তৃ" শব্দের ভরণকারীরূপ যোগার্থ গ্রহণ করিয়া যে সকল উত্তরাধিকারীরা ভরণ করিবে তাহাদের অনুমতিতে দত্তক গ্রহণ হইবে, এইপ্রকার ব্যবহার আছে।

এইরূপ দেশভেদে একই বচনের ব্যাখ্যার ভেদবশে ব্যবস্থার ভেদ আছে এবং দেশবিশেষে পৃথক পৃথক নিবন্ধ গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সকল নিবন্ধকারেরই উপজীব্য ঋষিবাক্য।

যে দেশে যে সময়ে যেরূপ আচার প্রচলিত ছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তদানীন্তন নিবন্ধকারগণ ঋষিবাক্যের তদনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া নিবন্ধ গ্রন্থে ব্যবস্থার মীমাংসা করিয়াছেন। তত্তদ্দেশ-বাসিগণকেও সেই ব্যবহার অনুসরণে অভ্যস্ত দেখিয়া তত্তৎস্থানের রাজগণও প্রজার হিতার্থে লোকমত মান্য করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য ব্যবহারানুগত ব্যবহারশাস্ত্র অবলম্বনে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। আবার তৎপরবর্ত্তী কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ দেশাচারের পরিবর্ত্তন অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিবন্ধাদির দোষ উল্লেখে আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; উহা হইতে নিবন্ধ গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতীতি হয়।

ঐ সকল নিবন্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে ভারতীয়গণ ধর্ম্মবিষয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যবহার বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। এতদ্দর্শনে বর্ত্তমান মহামান্য ভারতাধীশ্বর মহোদয়ও প্রতীচ্য দেশ (ইংলণ্ড) বাসী হইলেও লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বরীতিরই প্রায় অনুসরণপূর্ব্বক দেশের শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিতেছেন।

সামান্যভাবে দেখিলে এই মহাদেশে ঋষিবাক্যই যে শাসক-রূপে বিরাজমান, তাহা ব্যবহারের অংশে এখনও লক্ষিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পরে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ ঋষিবাক্য অনুসারে করিয়া থাকেন। নিবন্ধ গ্রন্থের মূল স্মৃতি সংহিতাদিতে ও বৈদিকগ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ ও অনুষ্ঠান প্রকার লিপিবদ্ধ আছে। আশ্রম বিশেষে উহার বিশেষত্ব কথিত আছে। ঐ আশ্রম ব্রাহ্মণের পক্ষে চারি প্রকার। যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষাশ্রম বা সন্ন্যাস। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন প্রকার, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ। বৈশ্যের পক্ষে দুই প্রকার। যথা—ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য। শূদ্রের পক্ষে মাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম। ইহার প্রমাণ, যথা—

"চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়োমতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি॥
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং আশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥"

(ইতি পরাশর ভাষ্যে বামনপুরাণম্)।

কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে বর্ণবিশেষে আশ্রমবিশেষ-ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে তাহার এস্থলে উল্লেখ করা হইল না।

যদিও দ্বিজগণের পক্ষে দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য হইতেছে, তথাপি গার্হস্থ্য সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ; কারণ ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী বা ভিক্ষুক—ইহারা সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়াই আত্মরক্ষা করে। এই গৃহস্থাশ্রম দ্বিজাতির সমাবর্ত্তনের পর হইয়া থাকে। সমাবর্ত্তন ব্রহ্মচর্য্য-সমাপন স্নানরূপ, তাহার পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয়; প্রমাণ যথা—অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরি-

CENTRAL LIBRARY

গ্রহম্ (সম্বর্ত্তঃ)। এই গৃহ শব্দে ঋষিরা বলিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। (ভট্টভাষ্যে স্মৃতি)।

এই কারণে আর্য্যগণ রমণীসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া এবং নারীতে মমতা, তুষ্টি প্রভৃতি গুণ অনুভব করিয়া ব্রহ্মশক্তির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা মাতৃরূপা রমণীকে উপযুক্ত সম্মান ও অর্চ্চনা দ্বারা উচ্চাসন দিয়াছেন। বিধাতার রমণীসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুধ্যান করিয়া মানবসৃষ্টির পূর্ণতা অভিলাষে কঠোরস্বভাব পুরুষের অন্তর কোমলতা দ্বারা শান্তিময় করিবার জন্য দেবীস্বরূপা নারীর অবিচ্ছেদ সহযোগ—সাধন বিবাহবিধি দ্বারা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, রমণী হৃদয়ে যে মাধুর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ নিহিত আছে, তাহার সৌন্দর্য্য অপার্থিব। সন্তান-সৃষ্টির পরে স্নেহরূপ অমৃতধারায় আর্য্যহৃদয়া নারী ভগবদ্দত্ত মাধুর্য্যাদি গুণসমূহকে উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন করেন, তাই মাতৃত্বেই রমণীর পূর্ণ বিকাশ। পুরুষের কঠোরতাকে নিজ মাধুর্য্যে অভিভূত করিয়া সাংসারিক সকল কর্ম্মেই আশা ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত করেন। এই জন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয় রমণীকে আদ্যা-শক্তির অংশস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

হে দেবি! জগতে সকল বিদ্যা ও সমস্ত রমণীগণ তোমার মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র।

জগতে সৃষ্টির পূর্ণতাসম্পাদনমানসে বিবাহসংস্কার বিহিত হইয়াছে। ঋষিগণ যে সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এখন যে সকল বেদগ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে সকল বিধি লক্ষিত না

CENTRAL LIBRARY

হইলেও বিবাহ না হইলে যে গৃহস্থ হওয়া যায় না, ইহা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ৫৩ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দৃষ্ট হয়।

শতজপার সহিত স্বায়ম্ভুব মনুর এবং সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদ নিত্যবাক্য হইলেও ভগবদনুগ্রহে যে সময়ে উহা আর্য্যগণের জ্ঞানগম্য হইয়াছে, বিবাহসংস্কার সেই সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিবাহের কল্যাণ-সাধনতা অবগত হইয়া যে ভাবে বিবাহপরিপাটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে সপ্তপদীগমনে যে সকল বেদমন্ত্র আছে তাহা অপূর্ব্ব মিলনের পরিচায়ক।

প্রদর্শনার্থ এই স্থলে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল :—

"যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
মাংসৈ র্মাংসানি ত্বচা ত্বচং" ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য বর ও কন্যা পরস্পর বলিতেছে, আমার হৃদয় তোমার হউক ও তোমার হৃদয় আমার হউক; আমাদের পরস্পরের মাংসের সহিত মাংসের ও ত্বকের সহিত ত্বকের এখন হইতে মিশ্রণ হউক।

বিবাহের পর হইতে দম্পতি সকলকর্ম্ম সহযোগে করিবে। ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য পুণ্যে উভয়ের সমভাগিত্ব হইবে; ইহাই আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"পাণিগ্রহণাদ্ধি জায়াপত্যোঃ সহত্বং কর্ম্মসু। তথা পুণ্যফলেষুচ"। কেবল যে পুণ্যকর্ম্মেই ইহা বলিয়াছেন তাহা নহে, পত্নীর পাপানুষ্ঠান জন্য পতিকে নরকভাগী হইতে হয়, তাহাও হারীত স্মৃতিতে কথিত আছে। যথা—

"পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য ভার্য্যা যস্য সুরাং পিবেৎ। পতিতার্দ্ধ-শরীরস্য নিষ্কৃতি র্ন বিধীয়তে"॥

CENTRAL LIBRARY

যাহার পত্নী সুরাপান করে তাহার অর্দ্ধশরীর পতিত হয়, সেই পতিত পুরুষের নিষ্কৃতি নাই ; অর্থাৎ সেই পুরুষকে নিরয়-গামী হইতে হয়। এই জন্য ব্যাসদেব ভর্ত্তার মৃত্যুর পরেও পত্নীর অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা স্বামীর পারলৌকিক উপকার সাধিত হয় দেখাইয়াছেন। যথা :—

"লোকান্তরস্থং ভর্ত্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে।
তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা ॥"

বৈধব্যদশায় রমণী ধর্ম্মাচরণ করতঃ পরলোকস্থ পতিকে ও নিজেকে নরকাদি হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। স্বামীর ধনে প্রপৌত্রের পরে পত্নীর ধনাধিকার কথনপ্রসঙ্গে জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগে উক্ত আছে যে "ধনহীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ব্বতী পুণ্যা-পুণ্যসমফলত্বেন ভর্ত্তারমপি পাতয়তীতি তদর্থং তদ্ধনং পূর্ব্বস্বাম্যর্থ-মেব ভবতীতি যুক্তং পত্ন্যাঃ স্বাম্যম্।" ইহার অর্থ স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে স্বামীর ধনে পত্নী অধিকারিণী হইবে ; তাহা না হইলে পুণ্য পাপ দম্পতীর তুল্য হওয়ায় ধনের অভাবে যদি পত্নী অকার্য্য করে ভর্ত্তাকেও নরকগামী হইতে হয়। এই জন্যই ভর্ত্তার ধনে পত্নীর অধিকার যুক্তিযুক্ত।

অতএব আর্য্যদিগের নিকট পত্নী যে কামকিঙ্করীরূপে উপভোগ্যা নহেন ইহা চিরন্তন সাধুজনসেবিত সমীচীন সিদ্ধান্ত।

বিবাহের প্রয়োজন

শাস্ত্রে উক্ত আছে, মনুষ্য দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিনটী ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ।
ঋণবান্ জায়তে যস্মাত্তস্মান্মোক্ষে যতেৎ সদা ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)

CENTRAL LIBRARY

যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ঋষিঋণ এবং শ্রাদ্ধাদিরূপ ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধিত হইয়া থাকে।

দেবানামনৃণো জন্তুর্যজ্ঞৈর্ভবতি নারদ।
অল্পবিত্তস্তু পূজাভিরুপবাসত্রয়ৈস্তথা॥
শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ।
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসাপি বা॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)

এই পুত্রোৎপাদনের জন্য "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" অর্থাৎ ঋতু-কালে ভার্য্যাতে উপগত হইবে। "ঋতুকালাভিগমনং পুংসা কার্য্যং প্রযত্নতঃ।"—(ইতি বৃহস্পতিঃ) "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে" ইতি কূর্ম্মপুরাণম্। "ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।"—মনু। এই নিয়ম বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ বিন্দতি। তস্মাৎ জাতস্য পুত্রস্য পশ্যেচ্চ প্রথমং মুখম্"॥ এই বৃহস্পতির বচন হইতে বোধগম্য হইতেছে যে, পুত্রই অমৃতত্বের প্রাপক ও পিতৃঋণের শুদ্ধিহেতু। সেই পুত্ররূপ ফলের কারণস্বরূপ পত্নী বিলাসিতার দ্রব্য নহে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" আরও "পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্। মধুমাংসৈশ্চ শাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন চ। এষ নো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥" মনুঃ॥ এই সকল ঋষি-বাক্য হইতে পিতা প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষের প্রার্থনীয় পিণ্ডের দাতা যে পুত্র, তাহার উৎপত্তির কারণ হইয়া পত্নী পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধের অবিচ্ছেদের কারণ এবং নামসঙ্কীর্ত্তন ও বংশধারার অপর কারণ হইতেছে। মনু বলিয়াছেন,

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

CENTRAL LIBRARY

ইহার অর্থ সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তমরতি এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গলাভ পত্নী হইতে হইয়া থাকে।

এই জন্য লোকরক্ষার্থ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ ভগবান রামচন্দ্রও অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সীতাদেবীর অভাবে নিজের অপূর্ণতা বোধে সুবর্ণময়ী সীতাপ্রতিকৃতিকে সহযোগিনী করিয়া পত্নীর সহধর্ম্মিণীতা ও অর্দ্ধাঙ্গরূপতার শিক্ষা দিয়াছেন।

অতএব বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও স্বর্গের প্রধান কারণ এবং পিণ্ডরক্ষার মূল।

"পিণ্ডদোহংশহরশ্চৈষাং" ইত্যাদি বিধিবাক্য হইতে ঐ পিণ্ড-দানই ধনাধিকারের নিদান বুঝা যাইতেছে।

"লোকানন্ত্যংদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥"

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পত্নী পুত্রাদিদ্বারা লোকাদি নামক স্বর্গ-প্রাপ্তির নিদান বলিয়া তাহার সেবা, ভরণ ও রক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আরও বহ্বৃচব্রাহ্মণে উক্ত আছে :—

"পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ব্ভো ভূত্বেহমাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

অর্থাৎ পতি পত্নীগর্ব্ভে (শুক্ররূপে) প্রবিষ্ট হইয়া নূতন কলেবরে দশম মাসে উৎপন্ন হন, সেইজন্য পত্নীর অপর নাম জায়া।

মহর্ষি মনুও এই শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন :—

"পতির্জায়াং সম্প্রবিশ্য গর্ব্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

এই যে পতিপত্নীভাব-সম্বন্ধ ইহার মূল বিবাহ।

CENTRAL LIBRARY

এই বিবাহসংস্কারের আরম্ভ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ (ক) এবং পরিসমাপ্তি সপ্তপদীগমন (খ)—মনু ইহা বলিয়াছেন। উল্লিখিত সপ্তপদীগমনের পর এস্থলে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গোভিলগৃহ্য অনুসারে সামবেদীর পক্ষে সপ্তপদীগমনের পর পতির অভিবাদন পর্য্যন্ত এবং পারস্করগৃহ্য অনুসারে যজুর্ব্বেদীর পক্ষে ঐ সপ্তপদী গমনের পর প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণ ও অনড়ুৎচর্ম্মোপবেশন পর্য্যন্ত কর্ম্মকে বিবাহের পরিসমাপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (গ)

যে প্রকার গ্রহণ করিলে কন্যার ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় সেই গ্রহণই বিবাহ, ইহা স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন। (ঘ) এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণও উহাই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বক্ষ্যমাণ "আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ" ইত্যাদি মনুবচনস্থ দানশব্দই সম্প্রদান বাচ্যে দা-ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় গ্রহণার্থের বাচক হইয়াছে; কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত যমবচন (ঙ) দেখিয়া পাণিগ্রহণকেই বিবাহ বলিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গ্রহণকে বিবাহ বলিয়াও যদি পাণিগ্রহণাদির পূর্ব্বে গ্রহীতার অর্থাৎ বরের মৃত্যু ঘটে বা সপ্তপদী গমনান্ত-কার্য্যা-

---

(ক) আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া।
(রাঘবভট্টধৃত বিষ্ণুবচনম্)

(খ) "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে" ॥ (মনুঃ)

(গ) "এতৎ পত্যভিবাদনান্ত এব সামগানাং বিবাহঃ।
যজুর্ব্বেদিনান্ত প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণানড়ুচ্চর্ম্মোপবেশনান্তো বিবাহঃ"।
(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

(ঘ) "তেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ"। (রঘুনন্দনঃ)

(ঙ) "নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পতিরিষ্যতে।
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে" ॥ (যমঃ)

CENTRAL LIBRARY

নুষ্ঠানের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ কন্যা অপরকে দেওয়া যায়—"সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে" এই বচনস্থ "সকৃদ্দানবিধিঃ পাণি-গ্রহণযুক্তসংস্কারবিষয় এব" ইহা বলিয়াছেন। (উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

এই যে কন্যার একবারমাত্র দান হইবে ইহা বলা হইয়াছে, তাহা সেই স্থলে বুঝিতে হইবে যে স্থলে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত না হইলে দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার দান করা যায়। তবে ঐ কন্যা পুনর্ভূ হইবে ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।

কাশ্যপঃ—"সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনো-দত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা॥"
"উদকস্পর্শিতা উদকস্পর্শপূর্ব্বকং দত্তা" ইতি
স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যঃ

বিবাহের প্রকার-ভেদ

এই বিবাহ আট প্রকার। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকল মহর্ষি-গণেরই উক্তিতে তাহা প্রকাশিত আছে।

সকল নিবন্ধকারগণই মনুকে প্রধান আসন দিয়াছেন। "মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে" এই বৃহস্পতিবাক্য হইতেও মনুর প্রাধান্য অবগত হওয়া যাইতেছে। অন্যত্রও মনুর অত্যন্ত সমাদর দেখা যায়। "মনুর্যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকর। এই কারণে প্রধানতঃ মনুবচনই প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥"

CENTRAL LIBRARY

উক্ত আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে মহর্ষি মনু প্রথম চারিপ্রকার বিবাহকে বংশধারার বিশুদ্ধিরক্ষাকল্পে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছেন। গান্ধর্ব্বকে মধ্যম বলিয়াছেন এবং অবশিষ্ট তিনটি বিবাহকে (আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ) পাপজনক বলিয়াছেন। মহর্ষি নারদও উহাই বলিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায়ে (৫৮। ৫৯।৬০ শ্লোকে) প্রথম চারি প্রকার বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান উর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশধরগণের পবিত্রতার কারণ বলিয়া ঐ বিবাহগুলি যে প্রশস্ত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর চারিটীর কেবল স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রথম চারিটী প্রশস্ত ও অপর চারিটী অপ্রশস্ত ইহা প্রতীত হয়।

বর্ণ বিশেষে বিবাহের প্রশস্ততা

এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে বর্ণভেদে কোন কোন বিবাহের প্রাশস্ত্য ঋষিবচন হইতে পাওয়া যায়। যথা মনুঃ—

"চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

অর্থাৎ প্রথম চারিটী বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে, রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এবং আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত।

এই বচনে গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহের উল্লেখ নাই। মনু বচনান্তরে বলিয়াছেন—

"গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্মৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।"

অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মবিবাহ। মাধবাচার্য্য স্মৃত্যন্তরের যে প্রমাণ (ক) দিয়াছেন তাহাতে প্রথম চারিটী

(ক) চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাঃ শস্তা গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ।
রাজ্ঞস্তথাসুরো বৈশ্যে শূদ্রে চান্ত্যস্তু গর্হিতঃ॥
ইতি স্মৃত্যন্তরে মাধবাচার্য্যঃ।

CENTRAL LIBRARY

ব্রাহ্মণের পক্ষে, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত এবং অন্ত্য অর্থাৎ পৈশাচ-বিবাহ সকলের পক্ষেই নিন্দনীয়।

"স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোঽষ্টমঃ।"

এই রঘুনন্দনধৃত বচনেও পৈশাচবিবাহের নিন্দাশ্রুতি রহিয়াছে।

প্রচেতা বলিয়াছেন—"পৈশাচোঽসংস্কৃতপ্রসূতানাং প্রতিলোম-জাতানাঞ্চ।"

অর্থাৎ প্রতিলোমজাত (হীনবর্ণ পুরুষ দ্বারা উত্তমবর্ণ স্ত্রীতে উৎপন্ন) ব্যক্তিরা এবং বিবাহ না হইয়াও যথেচ্ছ পুরুষসংসর্গে উৎপন্ন ব্যক্তিরা ঐ পৈশাচবিবাহের অধিকারী।

বৌধায়ন বলিয়াছেন—"তেষাং চত্বারঃ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণস্য, তেষ্বপি পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্। উত্তরেষামুত্তরোত্তরঃ পাপীয়ান্ তত্র ষষ্ঠ সপ্তমৌ ক্ষত্রধর্ম্মানুগতৌ পঞ্চমাষ্টমৌ বৈশ্যশূদ্রাণাং। অযন্ত্রিত-কলত্রা হি বৈশ্যশূদ্রাঃ। গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম চারিটী বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশস্ত। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম নাই, সকল প্রকার বিবাহই বিহিত।

এই সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে, প্রবন্ধবিস্তারভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিলাম।

বর্ণবিশেষে বিবাহবিশেষের আদর নিবন্ধকারগণের মধ্যেও দেখা যায়। একটী মাত্র উদাহরণ দেখাইতেছি। ব্যবহারময়ূখকার অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনির্ণয় করিতে গিয়া প্রথম চারিটী বিবাহে অপ্রজস্ত্রীর স্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার, গান্ধর্ব্ববিবাহসংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর স্ত্রীধনে ক্ষত্রিয়ের মাত্র পতির অধিকার প্রদর্শন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের "ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি" ইত্যাদি বচনের সহিত "ব্রাহ্মদৈবর্ষি-গান্ধর্ব্ব

CENTRAL LIBRARY

প্রাজাপত্যেষু যদ্ধনং। অতীতায়ামপ্রজসি ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে" —এই মনুবচনের বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে চারিটী বিবাহের ও মনুবচনে পাঁচটী বিবাহের উল্লেখে ভর্ত্তার অধিকার বিধান আছে, সেজন্য ময়ূখকার গান্ধর্ব্ববিবাহ-সংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর স্ত্রীধনে কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভর্ত্তার অধিকার, অন্যবর্ণের মাতার পরে পিতার অধিকার বলিয়াছেন।

এই যে বিবাহপ্রকারে বর্ণবিশেষে প্রাশস্ত্য বা অপ্রাশস্ত্য কীর্ত্তন তাহা প্রশংসা বা নিন্দামাত্র। দৈববিবাহ ভিন্ন যে কোন প্রকার বিবাহই সকল বর্ণের ভার্য্যাত্বসম্পাদক হইবে। কোন বর্ণের পক্ষেই ঐসকল বিবাহ নিবারিত হয় নাই। ইহা বচনস্থ প্রশস্ত শব্দ হইতেই পাওয়া যায়। এজন্য ব্রাহ্মবিবাহ সকল-বর্ণের পক্ষে প্রশস্ততম। সকল নিবন্ধকারই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দৈববিবাহ মাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে, কারণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের আর্ত্বিজ্য নিষিদ্ধ আছে; ইহা বক্ষ্যমাণ বচনে পাওয়া যাইবে। যজ্ঞকারী ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান করিলে দৈব-বিবাহ হইয়া থাকে; কারণ যজ্ঞে ঋত্বিক্-কার্য্য মাত্র ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

"ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥" (মনুঃ)

দ্বিজাতি সামান্যের বেদাধিকার থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত হইবে—ইহা মনু বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের নিষেধ হওয়ায় তাহার অপেক্ষায় হীনবর্ণ বৈশ্যের নিবৃত্তি হইয়াছে। এরূপ রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই প্রশস্ত—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই কারণে চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজে ব্রাহ্মবিবাহ প্রধানতঃ চলিয়া আসিতেছে। সকলেরই অনিন্দ্যনীয় সন্তান কাম্য, কাজেই সাধু বিবাহ সমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

মনু বলিয়াছেন, যথা—

"ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

পূর্ব্বে যে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করা হইয়াছে এস্থলে তাহার স্বরূপগত ভেদ প্রমাণ সহ সন্নিবেশিত হইল।

অষ্টপ্রকার বিবাহলক্ষণ

প্রথম—ব্রাহ্মবিবাহ—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" মনুঃ
"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ

অর্থাৎ যে বিবাহে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সৎস্বভাবান্বিত পাত্রকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনাপুরঃসর অলঙ্কারবস্ত্রাদিদ্বারা শক্ত্যনুসারে ভূষিত কন্যাকে দান করা হয় সেই বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ।

দ্বিতীয়—দৈববিবাহ—

"যজ্ঞে তু বিততে সম্যক্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে"॥ মনুঃ॥
"যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈবঃ" ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

অর্থাৎ যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞে কর্ম্মানুষ্ঠানরত ঋত্বিক্‌কে সালঙ্কারা কন্যা দান করিলে দৈববিবাহ হয়।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয়—আর্ষবিবাহ—

"একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে" ॥ মনুঃ।

গোদ্বয়ং বরাদ্‌গৃহীত্বা তেনৈব সহ কন্যাদানমার্ষঃ, "সহ গোমিথুনেন চ" ইতি দেবলবচনাৎ। উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

"আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ।
অল্পোঽপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ।
যাসাং নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং তৎ কুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্ ॥" মনুঃ ॥

অর্থ—একটী বৃষ ও একটী গাভী গোমিথুন হয়। এইরূপ একটী গোমিথুন বা দুইটী গোমিথুন বরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ঐ গৃহীত গোমিথুনের সহিত বরকে কন্যাদান করিলে আর্ষবিবাহ অভিহিত হয়। মনু বলিয়াছেন, উহা কন্যার তৃপ্তির জন্য কন্যাপক্ষীয় গ্রহণ করেন, অতএব উহা শুল্ক নহে; ইহা কন্যাকেই পরে দেওয়া হয়; ইহা তাৎপর্য্যলভ্য।

চতুর্থ—প্রাজাপত্যবিবাহ—

"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ মনুঃ ॥
"ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ" (ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অর্থ—তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম আচরণ কর এই কথা বর ও কন্যাকে বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কন্যাদান করা হয় তাহার নাম প্রাজাপত্যবিবাহ।

পঞ্চম—গান্ধর্ব্ববিবাহ—

"ইচ্ছয়ান্যোঽন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥" মনুঃ ॥

CENTRAL LIBRARY

কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ অনুরাগ-বশতঃ যে মিলন হয় তাহাকে কামসম্ভূত গান্ধর্ব্ববিবাহ বলে।

ষষ্ঠ—রাক্ষসবিবাহ—

"হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥" (মনুঃ)

অর্থাৎ কন্যাপক্ষীয়গণকে হত্যা ও তাহাদের অবয়বাদির ছেদন এবং প্রাচীরাদির ধ্বংস সাধন করিয়া বলপূর্ব্বক রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিলে রাক্ষস বিবাহ হইয়া থাকে।

সপ্তম—আসুরবিবাহ—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (মনুঃ)

অর্থ—বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে কন্যার পিত্রাদিকে ও কন্যাকে শক্তি অনুসারে ধনাদি প্রদান করিয়া কন্যাগ্রহণ করিলে আসুর বিবাহ হইয়া থাকে। (ব্যবহার-ময়ূখকারাদি ঐ কন্যার ধনকে শুল্ক বলিয়া ভ্রাতার অধিকার দিয়াছেন)

ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, শাস্ত্রীয় কোনও নিয়ম না মানিয়া অর্থাৎ গোমিথুন বা গোমিথুনদ্বয় গ্রহণ যেরূপ আর্ষবিবাহে উক্ত আছে সেরূপ কোনও নিয়ম না রাখিয়া স্বেচ্ছায় ধন গ্রহণ করিয়া যে বিবাহে কন্যাদান করে তাহাকে আসুরবিবাহ বলে।

অষ্টম—পৈশাচবিবাহ—

"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥" (মনুঃ)

অর্থাৎ নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যাদি পানে বিহ্বলা কিম্বা অনবহিতা কন্যাকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাতে উপগত হইলে উহা পৈশাচবিবাহ নামে অভিহিত হয়। ইহা আট প্রকার বিবাহ মধ্যে পাপজনক বলিয়া অধম বিবাহ।

CENTRAL LIBRARY

আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই তিনটী নাম হইতে ইহার অপকর্ষ অন্য বিবাহ হইতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ বলেন, শেষ চারিটী বিবাহে কন্যাদানের আবশ্যকতা নাই; কেহ বলেন ঐরূপ অবস্থার পরেও দানপূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার করিতে হয়। প্রমাণে দানের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে "কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভিবর্ণৈঃ সময়েনাগ্নিসাক্ষিকঃ" এই দেবলবচনরূপ প্রমাণে অগ্নিসাক্ষী করিয়া পরে বিবাহের সংস্কাররূপতা সিদ্ধ কর্ত্তব্য—এইটুকু পাওয়া যায়।

এই যে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হইল, এই সকল বিবাহেই 'ভার্য্যাত্ব সম্পাদক গ্রহণ' আছে, কিন্তু উক্ত গ্রহণের হেতু —ভূত দানাদির প্রকার সকলস্থলে সমান নহে, তাহারই প্রকার-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইয়াছে। আর এই ভেদবশতই অপ্রজ-স্ত্রীধনে অধিকারীর ভেদ আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

নারীর কর্ত্তব্য

স্ত্রীলোকের বৈবাহিক বিধি দ্বিজাতির পুত্রের উপনয়নের ন্যায় প্রধান সংস্কার। (ক) এজন্য পতিসেবাই নারীর গুরুগৃহে বাস-স্বরূপ। যেমন নবোপনীত ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ অগ্নিসেবা, অর্থাৎ সায়ংপ্রাতর্হোমাদিকার্য্য করে, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিগৃহে থাকিয়া পতিসেবাপূর্ব্বক গৃহকার্য্যই গুরুসেবাপূর্ব্বক অগ্নিকার্য্যের তুল্য হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে দ্বিজাতি পুত্রের মাতৃগর্ভে উৎপত্তি প্রথম জন্ম ও উপনয়ন-সংস্কার দ্বিতীয় জন্ম হয়। সেইরূপ স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ-সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হয়। (খ)

(ক) "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥" (মনুঃ)

(খ) "মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে" ইত্যাদি (মনুঃ)
"স্ত্রিয়াঃ পাণিগ্রহণং দ্বিতীয়জন্ম।" (পরপৃষ্ঠার ফুটনোটে দ্রষ্টব্য)

BCU 399(1)

CENTRAL LIBRARY

পূর্ব্বে যে আট প্রকার বিবাহ উক্ত হইয়াছে, ঐ আট প্রকার বিবাহের অন্যতম যে কোন প্রকার বিবাহে সংস্কৃতা নববধূ ভর্ত্তৃগৃহে আসিলে ভবিষ্যৎ জীবনে সংসারের কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্য ও কি ভাবে অর্থ ব্যয় করা উচিত (যেহেতু অর্থাগম সকল সময়ে সমভাবে হয় না, অতএব মিতব্যয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্যে) অথচ পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও ক্লেশ না হয় এই ভাবে আয়-ব্যয়াদি পরিদর্শনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিতে ঋষিগণ বলিয়াছেন। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, সংসারের কর্ত্রীরূপে ঐ নববধূ সমাদৃতা হইলে সংসারের কার্য্যশৃঙ্খলা সম্যক্‌প্রকারে পরিরক্ষিত হইয়া চিরশান্তি স্থাপিত হইতে পারে। এই ভাবে রমণীগণকে অন্তঃপুরের শৃঙ্খলারক্ষণ কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু স্বেচ্ছায় যথেচ্ছগমন, যে কোনও পুরুষের সহিত স্বাধীনভাবে অবস্থান, পরগৃহাদিতে বসবাস প্রভৃতি বহিঃস্বাধীনতা সমস্ত রমণীর পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। (ক) ঐ নিষেধ রমণীগণ না মানিলে যথাসম্ভব তাড়ন করা উচিত, ইহাও ঋষিবাক্যে কথিত হইয়াছে। (খ)

বিদ্যাধরীবিলাস-কৃত্যচিন্তামণ্যোঃ—
"পাণিগ্রহণং নাম স্ত্রীণাং জন্ম দ্বিতীয়মিচ্ছন্তি।
পরিণেতুর্গোত্রমসৌ যস্মাদায়াতি তৎপ্রভৃতি।"

(ক) "অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণায্যস্য রক্ষণে॥" (মনুঃ)

"অর্থস্য সংগ্রহঃ—গণনাদিনা গ্রহণম্। ব্যয়ে—এতেনার্থেন ভক্তাদিকং গৃহস্থোপযোগি সম্পাদ্যতে ইত্যাদিরূপে। পারিণায্যং—শয্যাদি।"

"আয়ে ব্যয়েঽন্নসংস্কারে গৃহোপস্কররক্ষণে।
শৌচেঽগ্নিকার্য্যে সংযোজ্যা" ইত্যাদি। (বৃহস্পতিঃ)
"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগৃহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্॥" (মনুঃ)

(খ) লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা॥" (শঙ্খঃ)

G5720

CENTRAL LIBRARY

সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া পরিণাম-চিন্তা করেন না, ভাবপ্রবণতাই তাঁহাদের ঐ দুর্ব্বলতার কারণ। এইজন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যথাক্রমে পিতা, পতি ও পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। (গ)

আর্য্যগণ প্রায়শঃই স্ত্রীজাতির ঐ প্রকার দুর্ব্বলতার জন্য স্ত্রীলোকের সম্বন্ধাধীন প্রাপ্ত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনে কেবল মাত্র উপভোগের অধিকার দিয়াছেন (ঘ)। পুরুষের ন্যায় যথেচ্ছ দান-বিক্রয়াদির অধিকার দেন নাই। উহাতে তাঁহাদের দূরদর্শিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা নারীদের উপর অবিচার নহে।

স্ত্রীর পিত্রাদি সম্বন্ধিগণ যে ধন তাহাকে দিয়া থাকেন তাহার উপভোগাদিতে স্বেচ্ছাচারিত্ব রাখিবার অভিপ্রায়ে সেই ধনে স্বেচ্ছাক্রমে ব্যবহারযোগ্যতা থাকে বলিয়াছেন কিন্তু পতিদত্ত স্থাবরে থাকিবে না। ইহা হইতে প্রতীত হয় কি করিয়া সংসারে সুশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। যদি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরও পূর্ণ-স্বাধীনতা থাকিত এবং অসম্বন্ধীর নিকট হইতে অর্থলাভ করিয়া সেই ধন স্বাতন্ত্র্যবিনিয়োগ করিতে অধিকার পাইত তাহা হইলে এক সংসারের বহুকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন একই কার্য্যে মতবৈষম্যহেতু বিশৃঙ্খলা ঘটিত। আরও সহযোগের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া উচিত, সেই কর্ম্মে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য থাকিলে সহযোগ ঘটিতে পারিত না ও কর্ম্মে বৈগুণ্য হইত। যেমন "পত্ন্যবেক্ষিতং হবির্জুহোতি" এই স্থলে যজ্ঞকার্য্যে পত্নীদৃষ্ট হব্যের যে হোমাদিতে বিধান আছে তাহা না ঘটিতেও পারিত এবং

(গ) পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" (মনুঃ)

(ঘ) "স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ।" (দানধর্ম্মে)

CENTRAL LIBRARY

পত্নীকর্ত্তৃক যাগেও পতির কর্ত্তব্যপালন না হইতে পারিত। ইহাতে উভয়েরই কার্য্য নষ্ট হইত (ক)। এইরূপ সংসারের কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা ঘটিত। এই সকল বিবেচনায় স্ত্রীর পতি-পারতন্ত্র্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

সংসারে নারীর উপযোগিতা

যেমন রাজ্যের রাজা একজন হন এবং তিনিই মন্ত্রণাকার্য্যে ও কার্য্যান্তর সম্পাদনে কার্য্যবিভাগক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত রাখিয়া রাজকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন সেইরূপ পতি, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া সংসারের সকল ব্যবস্থাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেমন রাজার উগ্রতা থাকিলেও, রাজা ও প্রজার হিতকামী অমাত্যবর্গ যাহাতে উভয়ের হিত হয় সেই প্রকার কার্য্য করেন তেমনই সংসারেও পুরুষের উগ্রতাকে স্নেহ-মমতা-কারুণ্যের আধার জগন্মাতার অংশোৎপন্না নারী স্বীয় কোমল ব্যবহারে আচ্ছাদিত করিয়া সকলকে শান্তিদান করিয়া থাকেন। এই উগ্রতার ও কোমলতার, রুক্ষতার ও স্নিগ্ধতার সমন্বয়ই জগতের হিতকামী মনীষিগণের অন্তরে জাগরূক ছিল—ইহা প্রতীত হয়। বস্তুতঃ নারীর উপর কঠোর বা অন্যায় আচরণ ঋষিগণের উদ্দেশ্য নহে, ইহা আমি মনে করি। দুহিতা নিজ পুত্রের দ্বারা অলোকতা-নিবর্ত্তিকা এবং পুত্রের ন্যায় পিতামাতার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য তাহাকে বাল্যাদিকাল হইতেই পিতা প্রভৃতি স্বজনেরা আদর সহকারে তাহার সন্তোষের জন্য উপহার স্বরূপ ধনাদি দিয়া থাকেন। মহাভারতে গান্ধারী বাক্য হইতেও দৌহিত্রের দ্বারা উৎকৃষ্ট লোকের প্রাপ্তি হয়, ইহা জানা যায়। শতপুত্রের পরবর্ত্তিনী এই কন্যাই আমার এখন প্রধান হইতেছে।

(ক) আপোদেব কৃত ন্যায়প্রকাশে—অধিকারবিধি দ্রষ্টব্য।

উহার দ্বারা আমি দৌহিত্রজন্য লোক (স্বর্গাদি) প্রাপ্ত হইব। (ক)

স্ত্রীধন

কন্যাতে এই প্রকার উপকারকতা আছে বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মাতুল, মাতামহ, পতি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাহার উপর দয়াপরবশ হইয়া যাহা স্বেচ্ছায় ব্যয়াদির জন্য দিয়া থাকেন ঋষিগণ সেই ধনকে **স্ত্রীধন** বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মনু ও কাত্যায়ন বলিয়াছেন—অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, ভ্রাতা মাতা ও পিতার নিকট প্রাপ্ত, এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন। (খ)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—পিতা, মাতা, পতি ও ভ্রাতা যাহা নারীকে দিয়া থাকেন তাহা এবং অধ্যগ্নি ও আধিবেদনিক ধন স্ত্রীধন। (গ)

মিতাক্ষরাদি নিবন্ধকারগণ যাজ্ঞবল্ক্য বচনের "আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ" ইত্যাদি পাঠ ধরিয়া "আধিবেদনিকাদ্যং" এই শব্দের "আদ্য" পদের দ্বারা অন্য ঋষিবাক্যে যে যে ধনকে স্ত্রীধন হইবে বলা আছে (ঘ) তৎসমুদয় ধনও স্ত্রীধন হইবে বলিয়াছেন।

(ক) একা শতাধিকা বালা ভবিষ্যতি গরীয়সী।
তেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপ্স্যামিতি মে মতিঃ॥
(মহাভারতে গান্ধারীবাক্যম্)

(খ) অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃ-প্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥ (মনুকাত্যায়নৌ)

(গ) পিতৃ-মাতৃ-পতি-ভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকঞ্চৈব স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
(দায়ভাগধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্)

(ঘ) পিতৃ-মাতৃ·····। আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ
স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (মিতাক্ষরাদিনিবন্ধকারধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্।)

CENTRAL LIBRARY

দেবল বলিয়াছেন—বৃত্তি, আভরণ, শুল্ক ও লাভপ্রাপ্ত ধন স্ত্রীধন। (ক)

নারদ বলিয়াছেন—অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্ত্তা ভ্রাতা মাতা ও পিতার দত্ত ধন এই ছয় প্রকার ধনকে স্ত্রীধন কহে। (খ)

বিষ্ণু বলিয়াছেন—মাতা, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ রমণীকে যে ধন দান করেন এবং অধ্যগ্নিকালে প্রাপ্ত ও আধিবেদনিক, বন্ধুদত্ত (অর্থাৎ মাতুলাদি দত্ত) ধন এবং শুল্ক ও অন্বাধেয় ধনই স্ত্রীধন।• (গ)

মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন—দুই হাজার পর্য্যন্ত ধন স্ত্রীকে স্বামী (প্রতিবৎসর) স্বেচ্ছা-ব্যয়ের জন্য দিবেন, উহা স্ত্রীধন মধ্যে পরিগণিত হইবে। (ঘ)

কোনও কোনও নিবন্ধকার এই স্থলে প্রতিবর্ষে দুই হাজার পণ স্ত্রীকে দিবেন, তাহা স্ত্রীধন হইবে, ইহা বলিয়াছেন (ঙ)। ("তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ"—আশী রতি পরিমাণ তাম্রে এক পণ হয়)।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, অন্বাধেয় ও প্রীতিদত্ত ধন কাহাকে বলে তাহা কাত্যায়ন বিবৃত করিয়াছেন; যথা—বিবাহকালে

(ক) "বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।" (দেবলঃ)

(খ) "অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং ভর্ত্তৃদায়স্তথৈব চ।
ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥" (নারদঃ)

(গ) "পিতৃ-মাতৃ-সুত-ভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কান্বাধেয়কম্॥"—এই পাঠ দায়ভাগধৃত॥
(বিষ্ণুঃ)

(ঘ) "দ্বিসহস্রপরো দায়ঃ স্ত্রিয়ৈ দেয়ো ধনস্তু।
যচ্চ ভর্ত্রা ধনং দত্তং সা যথাকামমশ্নুয়াৎ॥" (ব্যাসঃ)

(ঙ) অত্র দ্বিসহস্র পণ ইতি পাঠঃ বীরমিত্রোদয়—ব্যবহারময়ূখাদৌ দৃশ্যতে। তত্রৈব প্রতিবর্ষং দেয়ং ইত্যুক্তঞ্চ।

CENTRAL LIBRARY

অগ্নিসন্নিধিতে নারীকে যে ধন দেওয়া হয় তাহাকে **অধ্যগ্নি ধন** কহে। (চ)

পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে নীয়মানা নারী পিতৃমাতৃকুল হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা **অধ্যাবাহনিক** নামে আখ্যাত। (ক)

বিবাহের পর নারী পিতা বা পিতৃকুল হইতে মাতা বা মাতৃ-কুল হইতে, ভর্ত্তা বা ভর্ত্তৃকুল হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাকে **অন্বাধেয়** ধন কহে। (খ)

এস্থলে ভর্ত্তৃকুললব্ধ ধনের অন্বাধেয়ত্ব যাহা বলা হইল তাহা সুতদত্তধন ব্যতিরেকে বুঝিতে হইবে। কারণ বিবাহের পরে ভর্ত্তৃকুলাদিপ্রাপ্ত ধনই অন্বাধেয় সংজ্ঞক হয়, পুত্রও বিবাহের পর হইয়া থাকে, তাহার প্রদত্ত ধনও যদি অন্বাধেয় সংজ্ঞক হইত তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্" ইত্যাদি বিষ্ণুবচনে (২৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট (গ) দ্রষ্টব্য) অন্বাধেয় ধন উক্ত থাকিলেও সুতদত্তধনের উল্লেখ পুনরুক্ততাদোষদুষ্ট হইয়া পড়িত। ইহা মাত্র দায়ভাগকারের মত। কিন্তু স্মৃতিচন্দ্রিকাকার, ব্যবহার ময়ূখকার এবং বীরমিত্রোদয়প্রণেতা প্রভৃতি মিতাক্ষরার মতের

(চ) "বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ।
তদধ্যগ্নি কৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (কাত্যায়নঃ)।

(ক) "যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি পৈতৃকাৎ।
অধ্যাবাহনিকং নাম তৎ স্ত্রীধনমুদাহৃতম্।" (কাত্যায়নঃ)

(খ) "বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎস্ত্রিয়া।
অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধুকুলাত্তথা॥"
"ঊর্দ্ধং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া।
ভর্ত্তুঃ পিত্রোঃ সকাশাদ্বা অন্বাধেয়ন্তু তদ্ভৃগুঃ।" (কাত্যায়নঃ)
"অন্বাধেয়ন্তু তৎ প্রোক্তংযল্লব্ধং স্বকুলাত্তথা" ইতি পাঠো ব্যবহারময়ূখে বীরমিত্রোদয়ে চ দৃশ্যতে। স্মৃতিচন্দ্রিকায়ান্তু লব্ধং পিতৃকুলাত্তথেতি পাঠঃ।

CENTRAL LIBRARY

অনুবর্ত্তনকারিগণের মতে বিবাহের পরে নারীর ভর্ত্তৃকুলও স্বকুল (পিতৃমাতৃকুল) হইতে লব্ধধন অন্বাধেয় বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। উহাদের মতে ভর্ত্তৃদত্তধন অন্বাধেয়ান্তর্গত নহে কিন্তু সুতদত্ত ধন অন্বাধেয়ান্তর্গত।

শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বধূর সেবায় প্রীত হইয়া যে ধন তাহাকে দান করেন তাহার নাম **প্রীতিদত্ত** ধন। ইহার অপর নাম **পাদ-বন্দনিক**। (গ) দায়ভাগকার জীমূতবাহন এই প্রীতিদত্ত ধনের বিষয় উল্লেখ করেন নাই।

যৌতকধন

ইতঃপূর্ব্বে যে অধ্যগ্নি ধনের কথা বলা হইয়াছে তাহা বক্ষ্যমাণ যৌতকধনেরই অন্তর্গত। কেন তাহা বলিতেছি। কাত্যায়নের পরিকীর্ত্তিত অধ্যগ্নিধননিরূপণবাক্যে "দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ" অর্থাৎ "অগ্নিসন্নিধানে দত্ত হয়" এই কথা উক্ত আছে কিন্তু সামান্যতঃ বিবাহকালে (নান্দীমুখশ্রাদ্ধারম্ভকাল হইতে সপ্তপদীগমনোত্তর-পত্যভিবাদনান্তাদিকাল মধ্যে) কন্যাকে বা তাহার স্বত্বোদ্দেশ্যে বরের হাতে যে ধন অর্পিত হয় তাহাও স্ত্রীধন হয়, ইহা কীর্ত্তিত থাকায় অধ্যগ্নি ধন বক্ষ্যমাণ (২৯ পৃঃ) ব্যাসোক্ত স্ত্রীধনেরই অন্তর্গত বুঝা যাইতেছে।

আবার স্ত্রীধনাধিকার প্রসঙ্গে "মাতুঃ পারিণায্যং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্" এই বশিষ্ঠবচনে মাতার পরিণয়কালে লব্ধধন স্ত্রীসকল (অর্থাৎ কন্যাগণ) ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ কথিত আছে। "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" এই মনুবচনেও মাতার ধনে কন্যার অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে ও সেই ধনকে বিবাহকালে লব্ধধন, ইহা না বলিয়া "যৌতক" সংজ্ঞায় অভিহিত

(গ) "প্রীত্যা দত্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্রূ বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকঞ্চৈব প্রীতিদত্তং তদুচ্যতে॥" (কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

করা হইয়াছে। অতএব ব্যাস ও বশিষ্ঠবচনে ঐ স্ত্রীধনে কন্যার ধনাধিকারগত সাম্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ ব্যাস ও বশিষ্ঠোক্ত বিবাহ-কালে লব্ধধনই মনূক্ত **যৌতকধন** ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অভিধানে উক্ত আছে যে "যৌতুকং যৌতকঞ্চ তৎ" এই যৌতুক ও যৌতক একার্থবাচক। "যৌতকং পরিণয়লব্ধম্ যু মিশ্রণে ইতি ধাতো র্যুত ইতি পদং মিশ্রতাবচনং মিশ্রতা চ স্ত্রীপুরুষয়োরেক শরীরতা বিবাহাচ্চ তদ্ভবতি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্ ইতি শ্রুতেঃ। অতো বিবাহকালে লব্ধং যৌতকম্" ইতি দায়ভাগঃ।

ইহার অর্থ এই যে ঃ—যৌতক বিবাহকালে লব্ধ ধন।—কারণ, যু ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয়ে—"যুত" পদ সিদ্ধ হইতেছে। এস্থলে মিশ্রতা স্ত্রী ও পুরুষের (মান্ত্রিক) একশরীরতা, বিবাহ হইতে তাহা হইয়া থাকে। "অস্থির সহিত অস্থির, মাংসের সহিত মাংসের, এবং ত্বকের সহিত ত্বকের মিশ্রণ হয়" ইহা শ্রুতিতে আছে। অতএব বিবাহকাল লব্ধ ধন যৌতক ধন। ইহাই দায় ভাগে আছে।

গোলাপ শাস্ত্রীর "হিন্দুল" গ্রন্থে উক্ত আছে যে বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইতে তাহার সমাপন পর্য্যন্ত কালের মধ্যে (অর্থাৎ গাত্রহরিদ্রা হইতে পাকস্পর্শ কাল পর্য্যন্ত) যে ধন কন্যা লাভ করে তাহাই যৌতক ধন। উক্ত রূপ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, বিবাহের পরদিন পতিগৃহে যাইবার সময় পিতা ঐ সময়ে কন্যাকে যাহা দেন তাহা অধ্যাবাহনিক হইলেও যৌতক। এবং ঐ সময়ে পতিও যদি সন্তোষের জন্য কিছু দেন তাহা শুল্ক হইলেও যৌতক। এতদ্ভিন্ন দ্বিরাগমনাদি কালে পিতৃদত্তধন অধ্যাবাহনিক ও পতিদত্ত ধন শুল্ক স্ত্রীধন হয়। ঋষিবচনে পূর্ব্বে অধ্যাবাহনিক ও শুল্ক ধনকে যৌতুকধন বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে উহা কোনও নিবন্ধকারের সন্দর্ভে দৃষ্ট হয় না। গোলাপ শাস্ত্রীর হিন্দুল

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থে উক্ত আছে, ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত—বিহার প্রভৃতি দেশে নহে, কারণ ঐ সকল প্রদেশে বিবাহের পরেই কন্যা পাঠান রীতি নাই। (ক)

কমলাকর ভট্ট ও বিবাদরত্নাকরপ্রণেতা চণ্ডেশ্বর ঠক্কুরও দায়ভাগের ন্যায় বলিয়াছেন। আসামপ্রদেশীয় বিবাদকৌমুদীকার ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত দায়কৌমুদী গ্রন্থে এবং বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও দায়ভাগের টীকায় দায়ভাগকারের ঐ উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণ ভট্ট (মাদ্রাজ প্রদেশে যাঁহার মত প্রচলিত আছে) বলিয়াছেন যে, বিবাহ সময়ে ও তদ্ভিন্ন সময়ে বরকন্যার একাসন স্থিতিকালে যে কোনও ব্যক্তি (সম্বন্ধী হউক বা অসম্বন্ধী হউক) কন্যাকে যে ধন দিয়া থাকেন তাহাই যৌতক ধন। তিনি "তদ্‌বধূবরয়োর্দেয়ং যুতয়োর্যৌতকং মতম্" এই নিঘণ্টুকারের বাক্যকে অবলম্বন করিয়া "যৌতকং সহাসনোপবেশন প্রত্যাসন্নয়োর্বধূবরয়োর্বিবাহাদৌ যেন কেনচিৎ সমর্পিতম্" ইহা লিখিয়া উক্ত অর্থ বিবৃত করিয়াছেন।

ইহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্ত পারিণায্য শব্দের পরিচ্ছদ, আদর্শ ও কঙ্কতিকা (চিরুণী প্রভৃতি) অর্থ করিয়াছেন।

বিবাদচিন্তামণিকার ও কল্পতরুকার পরিণায্য শব্দের এইরূপই অর্থ করিয়াছেন।

"বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে।
কন্যায়াস্তদ্ধনং সর্ব্বমবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ॥"

এই মহর্ষিব্যাসবচনে অগ্নিসন্নিধানে এইরূপে উক্ত না হইয়া 'বিবাহকালে' এইরূপ সামান্যতঃ উক্ত আছে। গুজরাট ও কঙ্কন

(ক) গোলাপশাস্ত্রিকৃতহিন্দু ল গ্রন্থের (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) ৫৮৩ পৃঃ ও ৫৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রদেশে প্রচলিত নীলকণ্ঠ ভট্টের ব্যবহারময়ূখ নামক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত নিঘণ্টুকারের বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বলা আছে যে বিবাহ ও তদিতর সময়ে স্বামীর সহিত একাসনস্থিতিকালে লব্ধধনই যৌতক ধন। কিন্তু ঐ স্থলে দেবণভট্টের গ্রন্থের ন্যায় "যেন কেনচিৎ সমর্পিতম্" এই অংশটুকুর উল্লেখ নাই। ["যৌতকং বিবাহাদি সময়ে পত্যোঃ সহৈকাসনে প্রাপ্তং যুতয়োর্যৌতুকমিতি নিঘণ্টূক্তেঃ" ইতি ব্যবহারময়ূখঃ]

মদনরত্নগ্রন্থকারও ঐ কথাই বলিয়াছেন। কাশী ও যুক্ত-প্রদেশে প্রচলিত মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়ে ঐ নিঘণ্টুর বাক্য অবলম্বন করা হইলেও ঐস্থলে এইটুকু ভেদ আছে যে বিবাহ সময়ে দম্পতির একাসন স্থিতিকালে বান্ধবেরা যাহা দিবেন তাহাই যৌতক ধন হইবে। ["যু মিশ্রণ ইতি ধাত্বনুসারাৎ বিবাহকালে একাসনোপবিষ্টয়োর্বধূবরয়োর্যদ্ বান্ধবৈর্দীয়তে তদ্ যুতয়োরিদং যৌতকমিতি ব্যুৎপত্ত্যা যৌতকমিত্যুচ্যতে" ইতি বীরমিত্রোদয়ঃ।]

মদনপারিজাতকার বিশ্বেশ্বর ভট্ট, বিবাদতাণ্ডবরচয়িতা কমলাকর ভট্ট এবং ইঁহাদের উপজীব্য মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যৌতক শব্দের কোন অর্থ প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাঁহারা সকলেই "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতম-বচনকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্রই স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার প্রতি-পাদন করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা যৌতক ও অযৌতক বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার অপরার্কও উঁহাদের ন্যায় যৌতক শব্দের অর্থ প্রকাশে উদাসীন।

পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য ঐ মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তী হইয়াও যৌতক শব্দে পিতৃগৃহলব্ধ ধন বলিয়াছেন; যথা "যৌতকং পিতৃগৃহ-লব্ধধনম্"।

কমলাকর ভট্ট যৌতক শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলেন

CENTRAL LIBRARY

নাই বটে কিন্তু স্ত্রীধনাধিকার প্রসঙ্গে মাধবাচার্য্য যৌতক শব্দের ঐরূপ অর্থ বলিয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

উল্লিখিত যৌতকধন বিষয়ে নিবন্ধকারগণের মতভেদ লক্ষিত হইলেও "বিবাহকালে যৎকিঞ্চিদ্ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে" ইত্যাদি ব্যাসবচন "মাতুঃ পারিণায্যং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্" এই বশিষ্ঠবচন এবং "মাতুশ্চ যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" এই মনুবচনের তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এক হওয়ায় ঐ বচনগুলির একবাক্যতা কল্পনা করিয়া ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে বিবাহকালে অর্থাৎ নান্দীমুখশ্রাদ্ধারম্ভকাল হইতে সপ্তপদীগমনোত্তরপত্যভি-বাদনান্তাদিকালমধ্যে সম্বন্ধী বা অসম্বন্ধী যে কোন ব্যক্তি কন্যাকে যাহা দিয়া থাকেন তৎসমুদয়ই যৌতুকসংজ্ঞক স্ত্রীধন হইবে। কারণ—"বিবাহকালে যৎকিঞ্চিদ্ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে" এই পূর্ব্বোক্ত ব্যাসবচনে বিবাহকালে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বরের নিকট যাহা কিছু দেওয়া হইবে, ইহা সামান্যভাবে উল্লিখিত আছে। আর পূর্ব্বোক্ত মাতুঃ পারিণায্যং ইত্যাদি বশিষ্ঠবচন হইতে মাতার পরিণয়নকালে প্রাপ্ত যে ধন তাহা স্ত্রীগণ অর্থাৎ কন্যাগণ ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ যে অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা ঐ বিবাহকালীন লব্ধধনে কন্যার অধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। আবার পূর্ব্বোক্ত "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ" ইত্যাদি মনুবচন হইতে মাতার যৌতুক ধন যাহা হইবে তাহাতে কুমারীগণেরই সর্ব্বাগ্রে অধিকার হইবে' এইরূপ যাহা অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা কুমারীগণের বিভাজ্যধনে যৌতকসংজ্ঞা রহিয়াছে। আর মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'যুত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের বিবাহদ্বারা একশরীরত্বরূপ মিশ্রণ সিদ্ধ হয়। সেইরূপ মিশ্রণসম্বন্ধীয় বলিয়া উক্ত মনুবচনস্থ যৌতক পদ বিবাহকালে লব্ধধনের পরিচায়ক হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

আবার "প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্‌বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ। ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্" এই কাত্যায়ন-বচনের "অন্যতঃ" ও "ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং" এই দুইটী পদ হইতে অসম্বন্ধীর নিকট প্রাপ্ত ধনে ভর্ত্তার স্বামিত্ব হইবে ইহা জ্ঞাত হওয়ায় ভর্ত্তৃরহিতা কন্যার অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ হয় নাই সেই কন্যার অথবা মৃতভর্ত্তৃকার অসম্বন্ধিপ্রাপ্তধন এবং বিবাহকার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জায়াপতিত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় বিবাহকাললব্ধ অসম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কন্যার ধনও ফলবলে স্ত্রীধনসংজ্ঞক হইবে, ইহা বুঝা যাইতেছে। আর এই শেষোক্ত বিবাহকাললব্ধধন বচনান্তর দ্বারা যৌতক সংজ্ঞান্বিত হওয়ায় উহাই যৌতক স্ত্রীধন ইহাও বলিতে হইতেছে।

অতএব বিবাহকালে অসম্বন্ধী ও সম্বন্ধী ব্যক্তি কন্যাকে যাহা দেন তৎসমুদয়ই যৌতকসংজ্ঞক স্ত্রীধন হইবে ইহা সিদ্ধ হইল। ইহাই দায়ভাগকারের মত। এই যৌতকধন ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ সকল প্রকার স্ত্রীধনই **অযৌতক**।

বৃত্তি—বৃত্তিঃ, বর্ত্তনং অর্থাৎ জীবিকা।

রমণীকে তাহার জীবিকার জন্য অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ব্যয়ের জন্য যে ধন তাহার সম্বন্ধিগণ প্রদান করেন তাহাকে **বৃত্তিধন** কহে।

আভরণ—নারীকে তাহার স্বেচ্ছায় ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ যখনই তাহার ইচ্ছা হইবে তখনই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য দিয়া যে অলঙ্কারাদি তাহাকে সম্বন্ধিগণ দান করেন, সেই আভরণই এই **আভরণ**সংজ্ঞক স্ত্রীধন। এই বিষয়ে কতিপয় নিবন্ধকার বিশদরূপে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে উক্তরূপ অর্থ পাওয়া যায়। যথা—"যত্তু সোপধিকং দত্তং যচ্চ যোগবশেন বা। পিত্রা ভ্রাত্রাঽথবা পত্যা ন তৎ স্ত্রীধনমুচ্যতে" কাত্যায়নের এই বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণ ভট্ট, ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠ ভট্ট ও বীরমিত্রোদয়প্রণেতা মিত্রমিশ্র মহোদয় তাঁহাদের

CENTRAL LIBRARY

স্ব স্ব গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন "যত্তু উৎসবাদাবেব ধার্য্যমিত্যুপধিনা অলঙ্কারাদিকং দত্তম্। যচ্চ দায়াদিবঞ্চনার্থং দত্তং তৎ স্ত্রীধনং ন ভবতি" অর্থাৎ যে অলঙ্কারাদি ধন আত্মমর্য্যাদারক্ষাকল্পে নারীকে সাময়িক উৎসবাদি কার্য্যে ধারণ করিবার জন্য তাহার নিকট রাখা হয় অর্থাৎ যাহা তাহাকে দেওয়া নহে, এইরূপ ধন এবং যাহা অপরকে বঞ্চনা করিবার জন্য স্ত্রীর নিকট রক্ষিত হয় (বা স্ত্রীর নামে বেনামী করা হয়) সেইরূপ ধনও স্ত্রীধন নহে।

এই স্থলে পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যও উক্ত কাত্যায়ন বচন উদ্ধৃত করিয়া কেবলমাত্র "উৎসবাদৌ ধারণার্থং দত্তমলঙ্কারাদিকং সোপধিদত্তম্" ইহা লিখিয়াছেন।

দায়ভাগকার ঐ কাত্যায়নবচন বা তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টীর উল্লেখ করেন নাই কারণ স্ত্রীকে উৎসবাদিকার্য্যে কেবলমাত্র ধারণের জন্য যাহা দেওয়া হয়, যাহা তাহাকে দান করা হয় নাই তাহাতে স্বামীর স্বত্বনাশ ঘটে না বলিয়া সেই ধনে স্ত্রীধন এই আশঙ্কাই উঠিতে পারে না।

শুল্ক

ঋষিগণ এই ধনকে চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম—গৃহাদিশিল্পকার্য্যে (ঘরামি বা মিস্ত্রীর অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যে), গৃহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের নির্ম্মাণ কার্য্যে, অশ্বাদি বাহনের শিক্ষাকার্য্যে, গোমহিষাদির দোহনকার্য্যে, কিম্বা আভরণ-রচনাদি কার্য্যে নিপুণতম ব্যক্তিকে নিজকার্য্যে নিয়োজিত করিবার মানসে গৃহস্থগণ বা তত্তৎকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা (কণ্ট্রাক্টারেরা) ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তনার জন্য উক্তকার্য্যে নিপুণতম ব্যক্তির আত্মীয়া নারীকে যে উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দেয় সেই ধনকে **শুল্কধন** কহে।(ক)

(ক) গৃহোপস্করবাহানাং দোহাভরণকর্ম্মিণাম্।
মূল্যং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ শুল্কং তৎপরিকীর্ত্তিতম্॥ কাত্যায়নঃ।
(ব্যবহারময়ূখে—"দোহাভরণকর্ম্মণাম্" ইতি পাঠান্তরম্)

CENTRAL LIBRARY

দায়ভাগকার কাত্যায়নবচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণ ভট্ট ঐ কাত্যায়ন বচনের "মূল্য" শব্দ দেখিয়া কন্যার পিতা বা তাহার অভিভাবকেরা বর বা বরপক্ষীয়গণের নিকট হইতে গৃহ বা গৃহস্থোপযোগী দ্রব্যের জন্য অথবা বাহনাদির নিমিত্ত কিম্বা গোমহিষাদিক্রয়মানসে অথবা আভরণাদির জন্য মূল্যস্বরূপ যে ধন গ্রহণ করেন তাহাকে শুল্কধন বলিয়াছেন। সরস্বতীবিলাসকার ঐ দেবণ ভট্টের নামোল্লেখ করিয়া এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। বীরমিত্রোদয়ে মদনরত্নের ব্যাখ্যায় ঐরূপ উল্লেখ আছে কিন্তু ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠ ভট্ট ঐস্থলে গৃহ এবং গৃহস্থোপযোগী পাত্র ও বাহনাদির মূল্যস্বরূপ কন্যাদান-কালে কন্যাকে যাহা দেওয়া হয় তাহাই শুল্কধন বলিয়াছেন। এখানে বর বা অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ না থাকায় যে কোন ব্যক্তির নিকট ঐ অভিপ্রায়ে উহা পাওয়া যাইলেই তাহা শুল্কধন হইবে এইটুকু মাত্র বিশেষ হইতেছে।

দ্বিতীয়—পতি তাহার স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে নিজের আলয়ে আনিবার কালে যাহাতে সেই স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে আসে সেইজন্য যে ধন প্রদান করে তাহাকে শুল্কধন কহে। (ক) ইহা দায়ভাগকারসম্মত।

তৃতীয়—(আসুর বিবাহে) বর বা বরপক্ষীয় কন্যাকে ও কন্যার অভিভাবককে যে ধন দ্বারা প্রলোভিত করিয়া বিবাহ করে সে স্থলে কন্যাকে প্রদত্ত ঐ ধন এবং কন্যার অভিভাবক নিজে অপত্যবিক্রয় জন্য প্রত্যবায় ভয়ে বরপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত ধন নিজে না লইয়া উহাও যদি কন্যাকে অর্পণ করে এই উভয় ধনই শুল্কসংজ্ঞক স্ত্রীধন। ইহা মিতাক্ষরাকার ও তদনুবর্ত্তিগণের মত। (খ)

(ক) যদা নেতুং ভর্ত্তৃগৃহে শুল্কং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্। (ব্যাসঃ)

(খ) জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ইত্যাদি মনুবচনং

CENTRAL LIBRARY

দায়ভাগকার এই তৃতীয় দফায় উক্ত ধনকে স্ত্রীধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যথা—"তস্য স্ত্রীধনত্বাভাবাচ্চ পিত্রাদি-গৃহীতধনস্য চ শুল্কত্বেন কীর্ত্তনাৎ।" পিত্রাদি সেই ধন গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব উহা স্ত্রীধন নহে—ইহাই তাৎপর্য্য।

চতুর্থ—বাগ্‌দানের পরে বা বাগ্‌দানকালে কন্যাকে পাত্র পক্ষীয়গণ বা পাত্র যে ধন দিয়া থাকেন, বিবাহের পূর্ব্বে ঐ বাগ্‌দত্তা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে সেই ধনে পাত্রের অধিকার হয়। এই অধিকারজ্ঞাপক গৌতমবচনে (গ) শুল্ক বলিয়া উল্লেখ থাকায় উহাও শুল্ক মধ্যে পরিগণিত। ইহা সর্ব্বনিবন্ধকার সম্মত। কেবল জীমূতবাহন ইহার উল্লেখ করেন নাই।

লাভ—অসম্ভাবিত উপায়ে স্ত্রীলোকে যাহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুড়াইয়া পায় তাহাই লাভসংজ্ঞক স্ত্রীধন। তবে ব্যবহার-ময়ূখকার "লাভ" শব্দের অর্থ "বৃদ্ধি" করিয়াছেন। "বৃদ্ধি" শব্দে "কুসীদ" অর্থাৎ "সুদ"। বীরমিত্রোদয়কার "লাভো গৌর্য্যাদি প্রীত্যর্থং যল্লভ্যতে কুতশ্চিৎ" ইহা লিখিয়া কুমারী পূজায় বা সধবা পূজায় স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাও লাভরূপ স্ত্রীধন বলিয়াছেন।

আধিবেদনিক—পূর্ব্বে আধিবেদনিক নামে যে স্ত্রীধন বলা হইয়াছে তাহার স্বরূপ এই—দারান্তরগ্রহণে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বপত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে যে ধন দেওয়া হয় তাহাই আধিবেদনিকসংজ্ঞক স্ত্রীধন। (ঘ) ইহা দায়ভাগকার বলিয়াছেন যথা—"যচ্চ দ্বিতীয়স্ত্রীবিবাহার্থিনা পূর্ব্বস্ত্রিয়ৈ পারিতোষিকং ধনং

আসুরবিবাহনিরূপণাবসরে প্রদর্শিতম্। সরস্বতীবিলাসে কন্যাশুল্কত্বেন মাত্রা গৃহীতস্য স্ত্রীধনত্বমিত্যুক্তম্।

(গ) স্বঞ্চ শুল্কং বোঢ়া (গৌতমঃ)

(ঘ) অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দেয়মাধিবেদনিকং সমম্ ॥ মনুঃ ॥

CENTRAL LIBRARY

দত্তং তদাধিবেদনিকম্। অধিকস্ত্রীলাভার্থত্বাৎ তস্য"। এই নানাসংজ্ঞায় অভিহিত যে সকল স্ত্রীধন ঋষিবাক্য হইতে প্রদর্শিত হইল ঐ সকল ধনের মধ্যে যে সকল ধন আত্মীয়গণের দানে স্ত্রীধন হইয়াছে, তাহাকে কাত্যায়ন **সৌদায়িক**সংজ্ঞা দিয়াছেন। যথা—

"উঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধং **সৌদায়িকং** স্মৃতম্" ॥

(ইতি কাত্যায়নঃ)

এই সৌদায়িক শব্দের জীমূতবাহনকৃত অর্থ "সুদায়সম্বন্ধিভ্যো লব্ধম্"। ঐ সৌদায়িক শব্দটির বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় যে— সু শোভনো দায়ো ধনং যেষাং তে সুদায়াঃ তাদৃশা যে সম্বন্ধিন স্তেভ্যো লব্ধম্। অর্থাৎ কাত্যায়নের অন্বাধেয়াদি ধননিরূপক বচন হইতে তাৎপর্য্যতঃ পাওয়া যায় যে শোণিত সম্পর্ক ও বিবাহ সম্বন্ধ ধরিয়া যাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মীয়ের নিকট হইতে রমণী যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই ধন **সৌদায়িক**। ইহা ভিন্ন নারীর যে ধন তাহা সুতরাং **অসৌদায়িক** হইতেছে।

নিম্নোক্ত কাত্যায়নবচনের দ্বারাও ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে নারীর শিল্প দ্বারা নিজের অর্জ্জিত এবং প্রীতিপ্রযুক্ত অন্য ব্যক্তি হইতে অর্থাৎ অসম্বন্ধী হইতে প্রাপ্ত ধন ভর্ত্তার হইবে। প্রমাণ—

"প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্‌বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্ ॥"

(ইতি কাত্যায়নঃ)

এই দুই প্রকার ধন ভিন্ন নারীর কুমারী অবস্থায় অর্থাৎ সপ্তপদীগমনের পরে পত্যভিবাদনান্তাদি কার্য্য সিদ্ধ হইবার পূর্ব্ব-কালের মধ্যে এবং বিধবা অবস্থায় অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধন ও স্বার্জ্জিত যে ধন তাহা **অসৌদায়িক** স্ত্রীধন হইতেছে। কারণ এই বচনে "ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং" এই যে কথাটী আছে তাহা হইতে জীবিতভর্ত্তৃকা নারীর

CENTRAL LIBRARY

শিল্পার্জ্জিত ধনে এবং অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধনে ভর্ত্তার স্বামিত্ব হইবে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ভর্ত্তৃপদ থাকায় বিবাহিতার এবং ভর্ত্তার স্বামিত্ব হইবে বলায় স্বামীর জীবনকালেরও উপস্থিতি হইতেছে। (যেহেতু মৃতের স্বত্ব হয় না)। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইল যে বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ কুমারীকালে ও বিবাহের পরে বৈধব্যাবস্থায় নারীর শিল্পোপার্জ্জিত ও অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধনও স্ত্রীধন হইবে। এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে—যে ধন অসম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রীতিপ্রযুক্ত প্রাপ্ত নহে উহাও স্ত্রীধন হইবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত শুল্কধনের ১ম প্রকার ও লাভধনের সধবা-পূজালব্ধ ধন।

কাত্যায়নবচনোক্ত ঐ শিল্পশব্দ হইতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, কারুকার্য্য ও সূচীকার্য্য প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যারূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে সুতরাং স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ঐ সকল বিদ্যার দ্বারা অর্জ্জিত ধনও স্ত্রীধন হইবে ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

অমরসিংহ প্রভৃতি শিল্পকর্ম্মকে কলা (ক) বলিয়াছেন। কলা শব্দ চতুঃষষ্টিপ্রকার বিদ্যার বাচক। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামিমহোদয় তাঁহার ভাগবতীয় টীকায় ঐ শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যার প্রকার—গীতম্, বাদ্যম্, নৃত্যম্, নাট্যম্, আলেখ্যম্, বিশেষক-চ্ছেদ্যম্, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারাঃ, পুষ্পাস্তরণম্, দশনবসনাঙ্গরাগাঃ ইত্যাদি সমুদায় দেখাইয়াছেন।

কেবলমাত্র শিল্পগতভেদ ধরিয়া "শিল্পৈঃ" এই বহুবচনের সার্থক্য রক্ষা করা উচিত হয় না, যেহেতু শিল্প শব্দই যখন শিল্পগত সমুদয় প্রকারেরই বোধক, তখন তাহাতে বহুবচন দেওয়া নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব এখানে শিল্পশব্দের বহুবচন দ্বারা শিল্পকার্য্য ভিন্ন নিখিল বিদ্যারই গ্রহণ ইহা বলিতে হইবে।

(ক) "শিল্পং কর্ম্ম কলাদিকম্" ইতি শূদ্রবর্গে অমরঃ।

CENTRAL LIBRARY

বহুবচন যে স্বজাতীয়ের গ্রাহক তাহার প্রদর্শনার্থ একটী উদাহরণ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—জীমূতবাহন দায়ভাগগ্রন্থে "পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ। এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ" এই অধিকারিক্রমনির্ণায়ক ঋষিবাক্যস্থ "ভ্রাতরঃ" "দুহিতরঃ" এই সকল পদের বহুবচনের সার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন "ভ্রাতরঃ" পদে বহুবচন থাকায় সহোদর ভ্রাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রভৃতির গ্রহণ ও "দুহিতরঃ" পদে কন্যার গ্রহণ ও পিণ্ডদানরূপ উপকার করে বলিয়া দৌহিত্রের গ্রহণ যুক্তিযুক্ত। শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা—"ইত্যাদিবহুবচনান্তা গণস্য সংসূচকাঃ" অর্থাৎ "ইতি" "আদি" ও বহুবচন যে সকল শব্দের পরে থাকিবে সেই সকল শব্দ স্বজাতীয়বহুত্বের গ্রাহক হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শিল্প বিদ্যাবিশেষ ; কিন্তু কাত্যায়নবচনে সেই শিল্পশব্দের উত্তর বহুবচন রহিয়াছে সুতরাং শিল্পশব্দের বহুবচন দ্বারা সমুদয় বিদ্যালব্ধ ধনই স্ত্রীধন বলিতে হইতেছে। অতএব নারীর অধ্যাপনাদির দ্বারা ও ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা এবং নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধনও **শিল্পার্জ্জিত ধন** হইবে। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এই স্ত্রীধন শব্দের অর্থ করিয়াছেন "স্ত্রিয়া ধনং স্ত্রীধনম্"। ইহাতে স্ত্রীধন শব্দটি যৌগিকরূপে প্রতীত হইলেও পুংধনাধিকারকথনপ্রসঙ্গে যেখানে পত্নী প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোকেরও অধিকার দিয়াছেন সেইখানে পুংধনে স্ত্রীলোকের স্বত্ব বিধান থাকায় সেই ধন "স্ত্রিয়া ধনং" অর্থাৎ স্ত্রীর ধন এই অর্থানুসারে স্ত্রীধন শব্দ বাচ্য হয়। কিন্তু ঐ স্থলে স্ত্রীধনের যে অধিকারিক্রম লিখিত আছে সেই ক্রমে অধিকার না লিখিয়া পুংধনের বিশেষ অভিহিত অধিকারিক্রম লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রীধন শব্দ পঙ্কজাদিশব্দের ন্যায় যোগরূঢ় ইহা বিজ্ঞানেশ্বরেরও সম্মত।

CENTRAL LIBRARY

ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠ ভট্ট স্ত্রীধনকে পারিভাষিক স্ত্রীধন ও অপারিভাষিক স্ত্রীধন বলিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি ও গৌতমাদির বচনে যাহাতে স্ত্রীধন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাকে পারিভাষিক বলিয়াছেন, আর যে সকল বচনে স্ত্রীধন শব্দের উল্লেখ নাই অথচ উক্ত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনার্থের সহিত তাহার একার্থতা আছে সেই সকল মন্বাদি বচনের তাৎপর্য্য লভ্য স্ত্রীধনও পারিভাষিক বলিয়াছেন। ইহারা ইহাও বলিয়াছেন যে ইহা ভিন্ন স্ত্রীধন অপারিভাষিক। ইহাতে অধিকারের ক্রমভেদ বলিয়াছেন।

দায়ভাগকার বলিয়াছেন—"তদেব চ স্ত্রীধনং যত্র ভর্ত্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ দানবিক্রয়ভোগান্ কর্ত্তুমধিকরোতি"॥ অর্থাৎ রমণী স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া যাহা নিজে যথেচ্ছ দান, বিক্রয় এবং ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই স্ত্রীধন।

অতএব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তধনে স্ত্রীলোকের ভোগ ব্যতীত দানবিক্রয়াদিরূপ যথেষ্ট বিনিয়োগের অধিকার না থাকায় উহা স্ত্রীধন হয় না। (ক)

"সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
বিক্রয়ে চৈব দানে চ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি॥"

এই কাত্যায়ন বচনানুসারে সৌদায়িক স্ত্রীধনে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য এবং স্থাবরেও যথেচ্ছ ব্যবহার আছে, কিন্তু নারদ বচনানুসারে স্বামিদত্ত-স্থাবরে স্ত্রীলোকের যথেচ্ছ ব্যবহার নাই ইহা দৃষ্ট হয়। (খ)। জীমূতবাহন দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ১৮ হইতে

(ক) "অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী গুরৌ স্থিতা।
ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ॥ (কাত্যায়নঃ)

(খ) ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ।
সা যথাকামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্ বা স্থাবরাদৃতে॥ (নারদঃ)

(মোল্লার হিন্দুল ১২৬ ধারায় স্বামিদত্ত স্থাবর স্ত্রীধন নহে উহা উক্ত আছে)

CENTRAL LIBRARY

২৩ স্তবকের মধ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ভর্ত্তৃদত্তস্থাবর ধন স্ত্রীধন হইবে না ইহাই তাঁহার অভিমত এইরূপ মনে হয়। তিনি উক্ত স্থলে প্রথমে "তদেব চ স্ত্রীধনং যত্র ভর্ত্তৃতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ দান-বিক্রয়-ভোগান্ কর্ত্তুমধিকরোতি" এইরূপে স্ত্রীধনের লক্ষণ করিয়া পরে শিল্পার্জ্জিত ধন ও অসম্বন্ধীর নিকট প্রাপ্তধন স্ত্রীধন হয় না বলিয়াছেন, কারণ উহাতে স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই। সম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্তধনই স্ত্রীধন, কারণ সেই ধনে "যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি" ইত্যন্ত কাত্যায়নবচন দ্বারা দানবিক্রয়াদির যোগ্যতা আছে ইহা বলিয়াছেন এবং ঐ ধনকেই কাত্যায়নবচনানুসারে সৌদায়িক সংজ্ঞা দিয়া নারদবচন উপন্যাসপূর্ব্বক ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরে স্ত্রীলোকের দানবিক্রয়াদির (ক) অধিকার নাই, তদ্ভিন্ন স্থাবরে উক্ত অধিকার আছে, ইহা লিখিয়াছেন। মিতাক্ষরা মতে উহা স্ত্রীধন, কারণ "স্ত্রিয়া ধনং স্ত্রীধনং" অর্থাৎ স্ত্রীর ধন হইলে স্ত্রীধন হয়। মিতাক্ষরায় পতিদত্ত ধনে অধিকার বিশেষরূপে বলা নাই। ময়ূখকার মতে বচনে পতিদত্ত ধনের উল্লেখ থাকায় উহা পারিভাষিক স্ত্রীধন।

এই যে স্বামিদত্ত স্থাবরে সধবা স্ত্রীলোকের অসম্বন্ধিপ্রাপ্তধনে এবং শিল্পাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধনে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই, ঋষিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হইল, তাহার সহিত বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত আইন-পুস্তকপ্রণেতৃগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (খ)

ঋষিগণ স্ত্রীধন বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঐ ধন পিতা হউন বা পতি হউন বা ভ্রাতা হউন কিম্বা পুত্রই হউন না কেন,

---

(ক) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ম্যারেজ এণ্ড স্ত্রীধন" পুস্তকের ৫ম সংস্করণের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় "ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর বোধ হয় স্ত্রীধন নহে উহা সন্দিগ্ধ বিষয়" এইরূপ উক্ত আছে।

(খ) কোলব্রুক ডিজেষ্ট্ বুক্ ৫এর ১১৫ নিবন্ধ, ২য় ভল্ম্, ৬২৬ পৃষ্ঠা (ম্যাগনটনের হিন্দুল গ্রন্থে) স্বামিদত্ত স্থাবর স্ত্রীধন হইবে ইহা বলা আছে।

CENTRAL LIBRARY

কোন ব্যক্তিই ধনস্বামিনীর অনুমতি ব্যতিরেকে উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি চোরের ন্যায় দণ্ডার্হ হইবেন এবং গৃহীত সকল অর্থই বৃদ্ধির (অর্থাৎ সুদের) সহিত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। (ক)

তবে এস্থলে বিশেষ এই যে, দুর্ভিক্ষ হইলে, ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইলে, রোগ হইলে অথবা ঋণদাতা ঋণ আদায় করিবার জন্য স্বামীর স্নানভোজনাদির অবরোধ করিলে স্বামিকর্ত্তৃক গৃহীত স্ত্রীধন প্রত্যর্পণ না করিলেও চলিবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। (খ) দেবলও বলিয়াছেন, কেবল পতির ব্যাধির জন্য নহে, পুত্রের ব্যাধির জন্যও স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারিবে। (গ)

চন্দ্রিকাকার যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে কেবল ব্যাধিপদ থাকায় দেবল বচনস্থ পুত্র পদকে উপলক্ষণ করিয়া কুটুম্বসাধারণই গ্রহণ করিয়াছেন। (ঘ)

দেবল বলিয়াছেন যে, বৃত্তি, আভরণ, শুল্ক ও লাভ এই সকল স্ত্রীধন আপৎকাল ভিন্ন পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না, ইহা হইতে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে, পতি আপৎকালে স্বেচ্ছায় ঐ স্ত্রীধন

(ক) "ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ ॥
যদি হ্যেকতরস্তেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্ বলাৎ ;
সবৃদ্ধিকং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডঞ্চৈব সমাপ্নুয়াৎ ॥ (কাত্যায়নঃ)
(স বৃদ্ধিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাদিতি দায়ভাগধৃতপাঠঃ)

(খ) "দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

(গ) "পুত্রার্ত্তিহরণেবাপি স্ত্রীধনং ভোক্তুমর্হতি।" (দেবলঃ)

(ঘ) "পুত্রগ্রহণং স্বকুটুম্বোপলক্ষণার্থম্……"
(স্মৃতিচন্দ্রিকা—মহীশূর মুদ্রিত ৬৫৭ পৃষ্ঠা)

CENTRAL LIBRARY

গ্রহণ করিতে পারেন।(ক) এস্থলে আরও বিশেষ এই যে ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায়, অন্য কোন প্রকারে বিপন্ন হওয়ায় বা ঋণদাতা কর্ত্তৃক স্বামী উৎপীড়িত হইতেছে জানিয়া স্ত্রী যদি প্রীতিপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বেচ্ছায় পতিকে নিজের স্ত্রীধন প্রদান করেন তাহা হইলে সেই ধন স্বামী যখন ইচ্ছা করিবেন তখন প্রত্যর্পণ করিবেন ইহা কাত্যায়ন বলিয়াছেন। (খ)

কিন্তু ঐ স্থলে স্বামীর যদি অন্য পত্নী থাকে এবং স্বেচ্ছায় ধনদায়িনী পত্নীর নিকট হইতে যে কোন অবস্থায় স্ত্রীধন প্রাপ্ত হইয়া যদি সেই পত্নীকে ভজনা না করেন তাহা হইলে সেই স্ত্রী উক্ত স্বামীর নিকট হইতে ঐ স্ত্রীধন বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতে পারিবে। (গ)

আভরণসংজ্ঞক স্ত্রীধনের কথা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার সর্ব্বাংশের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে করিলাম না। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে "যত্তু সোপধিকং দত্তং যচ্চ যোগবশেন বা। পিত্রা ভ্রাত্রাঽথবা পত্যা ন তৎ স্ত্রীধন-মুচ্যতে"॥ এই কাত্যায়ন বচনকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণভট্ট, ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠভট্ট প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ এই আভরণ সংজ্ঞক স্ত্রীধনের দুইটী নিষিদ্ধ স্থল দেখাইয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে, যে সকল আভরণ (স্বর্ণালঙ্কারাদি) স্ত্রীলোককে তাহার যথেষ্ট ব্যবহার্য্যরূপে দান করা হয় নাই, কেবল মাত্র গৃহস্বামীর সম্ভ্রমরক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসবের

(ক) "বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।
ভোক্ত্রী তৎ স্বয়মেবেদং পতির্নার্হত্যনাপদি॥" (দেবলঃ)

(খ) "ব্যাধিতং ব্যসনস্থঞ্চ ধনিকৈর্বোপপীড়িতং।
জ্ঞাত্বা নিসৃষ্টং যৎ প্রীত্যা দদ্যাদাত্মেচ্ছয়াতু সঃ।" (কাত্যায়নঃ)

(গ) "অথ চেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যান্ন চ তাং ভজতে পুনঃ।
প্রীত্যা নিসৃষ্টমপি চেৎ প্রতিদাপ্যঃ স তদ্বলাৎ॥" (কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

সময় (নিমন্ত্রণাদি ব্যাপারে) ও নারী জনসমাজে গমন করিবার সময় পরিধান করিতে পারিবে এই উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যে আভরণ রাখা হয় সেই আভরণ স্ত্রীধন হইবে না।

দ্বিতীয়টী এই যে, অপর অধিকারীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যে আভরণাদি স্ত্রীকে দেওয়া হয় তাহাও স্ত্রীধন হইবে না। দায়ভাগকার কিন্তু ঐ দুইটা নিষিদ্ধ স্ত্রীধন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়নবচনের উল্লেখ করেন নাই এবং ঐ ভাবে কিছু বলেন নাই। তবে দায়ভাগকারের স্থানান্তরে লিখিত যুক্তি হইতে এই অভিপ্রায় বুঝা যায় যে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দফায় উল্লিখিত আভরণ রূপ ধন স্ত্রীকে যখন দান করা হয় নাই তখন তাহাতে রমণীর স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না অতএব উহা স্ত্রীধন হইবে না। আর দ্বিতীয় দফায় উল্লিখিত আভরণাদিরূপ ধন অপর অধিকারীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীকে দান করিলে ঐ আভরণরূপ ধন স্ত্রীধন হইবে তবে অধিকারীকে বঞ্চনা জন্য দাতা প্রত্যবায়ী হইবে মাত্র, তাহাতে দান সিদ্ধ না হইবার কারণ নাই। দায়ভাগকারের এই মতানুসারেই বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যে, "ধনস্বামী যদি পত্নীকে বা কন্যাকে বা পুত্রবধূকে মৃত্যুর পর অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান তাহাতে পুত্রাদি (স্বাভাবিক) উত্তরাধিকারীর কোন আপত্তিই প্রতিবন্ধক হইবে না। যেহেতু দাতার অভিসন্ধিই স্বত্বের কারণ। (তবে ঐরূপ কার্য্য কাহাকেও বঞ্চনার উদ্দেশ্যে করা হইলে তাহা পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত আছে।)

এজন্য ঋষিগণ যে ধনকে বিবাহকালে দেওয়া যায় বলিয়া যৌতুক সংজ্ঞা দিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাস সেই ধনকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—বিবাহের সময়ে কন্যার স্বত্ব হইবার অভিপ্রায়ে বরের হাতে যে ধন সমর্পিত হয় তৎসমুদয় ধনই কন্যার হইবে, বন্ধুবর্গ তাহা ভাগ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রমাণ— "বিবাহকালে যৎকিঞ্চিদ্ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে। কন্যায়াস্তদ্ধনং

CENTRAL LIBRARY

সর্ব্বমবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ" ॥ (ব্যাসঃ) এই ব্যাস বচনস্থ "উদ্দিশ্য" এই পদ হইতে কন্যার স্বত্বের উদ্দেশ্যে দান ইহাই প্রতীত হইতেছে। তাহা না হইলে 'উদ্দিশ্য' এই পদের স্বার্থকতা থাকিত না, 'বরায় দীয়তে' এই চতুর্থী বিভক্তির অর্থ হইতেই বরের উদ্দেশ্যে দান সিদ্ধ হইত। অতএব ঐ ব্যাসবচন হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে দাতার অভিসন্ধিই স্বত্বের কারণ এবং ঐ কারণেই বরের হস্তে সমর্পণ করিলেও কন্যার স্বত্ব হইবে এইরূপ অভিসন্ধি দাতার রহিয়াছে বলিয়াই বরের না হইয়া কন্যার স্বত্বোৎপত্তির কারণ হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যাহারই হাতে ধন দেওয়া হউক না কেন যে স্থানে নারীর স্বেচ্ছায় ব্যয়াদির জন্য দেওয়া হয় তাহাই স্ত্রীধন।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বসন, ভূষণ ও আহার্য্যাদির দ্বারা নারীকে পূজা করিতে বলিয়াছেন। (ক)

ঐ পূজাপ্রাপ্ত ধনও স্ত্রীধন হয়। উপরে লিখিত নানা ঋষিবাক্যে স্ত্রীধনে স্ত্রীর স্বত্ব হয় ইহা কীর্ত্তিত থাকিলেও কাত্যায়নবচনানুসারে বুঝা যায় যে অতিতুষ্টা স্ত্রী শালীনতা বর্জ্জিত হইয়া কুলের কলঙ্ক-হেতু বা অর্থক্ষয়কারিণী অথবা ব্যভিচারিণী হইলে তাহার স্ত্রীধনে কোনও প্রকার অধিকার থাকিবে না। (খ)

প্রায় সকল নিবন্ধকারগণই ঐ কথাই বলিয়াছেন কিন্তু জীমূত-বাহনের দায়ভাগে উহার স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও পুংধনে

(ক) "তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ"
(মনুঃ)

"ভ্রাতৃভর্ত্তৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

(খ) "অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জার্থবিনাশিকা।
ব্যভিচাররতা যা চ স্ত্রীধনং ন চ সার্হতি ॥
(কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

অব্যভিচারিণী স্ত্রীর অধিকার বিধান হইতে ঐ অভিপ্রায় বুঝা যায়। অধুনাতন রাজ-প্রবর্ত্তিত আইনে একবার অধিকার হইলে তাহা নষ্ট হয় না বলিয়া ঐ প্রকার দুষ্টা স্ত্রীরও স্ত্রীধনে স্বত্ব থাকে। (ক) প্রসঙ্গাধীন পুনরায় দেখাইতেছি এই যে ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে ভর্ত্তৃধনে উত্তরাধিকারসূত্রে পত্নীর অধিকার আসিলে তাহা স্ত্রীধন হইবে কি না ইহা স্পষ্টতঃ কোন ঋষিবাক্যে উল্লিখিত নাই, তবে যে সকল ঋষিবাক্যে স্ত্রীধনের কথা কীর্ত্তিত আছে তাহার মধ্যে ঐ ধনকে স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত না করায় তাৎপর্য্যতঃ উহা স্ত্রীধন হইবে না, ইহাই নিবন্ধকারগণের মত বুঝা যায়, সেইজন্যই ঐ ধনের অধিকারিক্রম নিবন্ধকারেরা পৃথকভাবে লিখিয়াছেন। দায়ভাগ গ্রন্থে পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া মরিলে ঐ ধনে স্ত্রীধনাধিকারীদের অধিকার হইবে না। (খ) এবং কন্যা পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া অপুত্রা অবস্থায় মারা যাইলে পিতার উত্তরাধিকারিগণই সেই ধন গ্রহণ করিবে, দুহিতার অধিকারীরা অর্থাৎ স্ত্রীধনাধিকারীরা ঐ ধন পাইবে না। (গ)

(ক) "ইহা মেনের হিন্দু ল ৯ম সংস্করণ ৪৫৬ ধারা, মোল্লার হিন্দু ল ১৩৯ ধারায় আছে।"

(1) Ganga *V.* Ghasita (1875) 1 All. 46.

(2) Nagendra *V.* Benoy Krishno (1903) 30 Cal. 521.

(3) Angammal *V.* Venkata (1903) 26 Mad. 509.

(খ) "নাপি স্ত্রীধনাধিকারিণো গৃহ্লীয়ুস্তেষাং স্ত্রীধনবিষয়ত্বাৎ। স্ত্রীধনাধিকারিণাং বচনান্তরৈরুক্তত্বাৎ"

(দায়ভাগঃ ১১ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৮ স্তবক)

(গ) "এবঞ্চ দুহিতুরপ্যধিকারে জাতে তস্যাং মৃতায়াং তদভাবোক্তাঃ পিতৃধনাধিকারিণো গৃহ্লীয়ুর্ন তু দুহিতৃধনাধিকারিণঃ।"

(দায়ভাগঃ ১১ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ ৬৫ স্তবক)

CENTRAL LIBRARY

ইহা পত্নীধনাধিকার প্রসঙ্গে জীমূতবাহন বলিয়াছেন। এই কারণে মাতার মৃত্যুর পরে কন্যা (বা দৌহিত্রী মিতাক্ষরাসম্মত) উক্ত মৃতার ধনে উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাও স্ত্রীধন হইবে না, ইহাও সিদ্ধ ব্যবস্থা। আরও মিতাক্ষরার সিদ্ধান্ত হইতে দেখাইতেছি যে স্থলে মাতার ধন উত্তরাধিকারসূত্রে অদত্তা কন্যা ও পুত্র প্রাপ্ত হন সেই স্থলে বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে সম্মানের জন্য যে ধন প্রদত্ত হয় (ক) তাহা স্ত্রীধন হইবে এবং যেস্থলে মাতার ধন অধিকারসূত্রে কন্যা প্রাপ্ত হয় সেস্থলে ঐ কন্যা তাহার নিজের কন্যাকে বা ভগিনীর কন্যাকে অর্থাৎ মূলধনস্বামিনীর দৌহিত্রীকে যে ধন প্রীতিবশতঃ দান করে (খ) উহাও স্ত্রীধন হইবে। কারণ ঐ দুই প্রকার ধনই দানপ্রাপ্ত ধন, স্বেচ্ছায় ব্যবহারের জন্যই তাহা দেওয়া হইয়াছে, এজন্য উহাও স্ত্রীধন।

"যদি কুর্য্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা॥"

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে পাওয়া যাইতেছে যে পুত্রদিগকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার কালে যে সকল পত্নীকে স্ত্রীধন দেওয়া হয় নাই তাহাদিগকে পুত্রদিগের তুল্যাংশ ধনস্বামীর প্রদান করিতে হইবে। পত্নীকে দত্ত সেই অংশ স্ত্রীধন হইবে ইহাই মিতাক্ষরার মত, কারণ বিজ্ঞানেশ্বর ঐ পত্নীর প্রাপ্ত অংশে পত্নীর

(ক) "স্ত্রীধনং স্যাদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু লভতে মানমাত্রকম্।"
(মিতাক্ষরাধৃত মনুঃ)

(খ) "যাস্তাসাং স্যাদ্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্॥"
(মিতাক্ষরাধৃত কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

অভাবে তাহার কন্যার অধিকার বলিয়াছেন (ক)। আরও "মাতরঃ পুত্রভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ, অনূঢ়া দুহিতরশ্চ" এই বিষ্ণুবচন হইতে অনূঢ়া কন্যারও অংশভাগিত্ব আছে জানা যায়। ঐ স্থলে ঐ অনূঢ়া কন্যার লব্ধ অংশ একত্র দৃষ্ট ন্যায়ানুসারে স্ত্রীধন হইবে। পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের "ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং" এই অংশ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে সকল রমণীকে স্বামী বা শ্বশুর তাহার যথেচ্ছ ব্যয়ের জন্য স্ত্রীধন দেন নাই, কেবলমাত্র সেই সকল রমণীকে যদি উপর্য্যুক্ত বিভাগের সময় পুত্রদিগের তুল্যাংশ স্বামিকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা স্ত্রীধন হইবে। কারণ ঐ রমণীর স্ত্রীধন না থাকায় ঐ বিভক্ত অংশ স্ত্রীধন স্বরূপে তাহারই যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। অতএব স্থির হইতেছে যে পুত্র বা পৌত্র তাহাদের সম্পত্তিবিভাগকালে মাতা বা পিতামহীকে অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিবে তাহা স্ত্রীধন হইবে আর ঐরূপ উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনাদিতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যাহা তাহাদিগকে দিবে তাহা স্ত্রীধন হইবে না। পূর্ব্বে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধনে নারীর যথেচ্ছ বিনিযোজ্যত্ব না থাকায় স্ত্রীধন হইবে না ইহা নিবন্ধকারগণের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে বিধবা নারীর যে যে কার্য্যে ভর্ত্তার ধন ব্যয় করিবার অধিকার আছে তাহা মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য হইতে লিখিতেছি— মহর্ষি ব্যাস বিধবার কর্ত্তব্য উপদেশ প্রদান মুখে বলিয়াছেন— বিধবা নারী স্নান করিয়া স্বামী, শ্বশুর ও আর্য্য শ্বশুরকে প্রত্যহ তিলযুক্ত জলদান করিবে, দেবপূজায় নিরত থাকিবে, পতি-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত দান করিবে,

---

(ক) "পিত্রোরূর্দ্ধং তয়োরংশং লভতে ইত্যর্থঃ
মাতৃভাগং সত্যাং দুহিতরি মাতুর্দুহিতরঃ শেষমিত্যুক্তত্বাৎ ॥"
(বর্দ্ধমান রাজমুদ্রিত যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহারাধ্যায় ১২৩ শ্লোক মিতাক্ষরা টীকা)

CENTRAL LIBRARY

শাস্ত্রবিহিত বিবিধ উপবাসাদির আচরণ করিবে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা সতত ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ভর্ত্তাকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। (ক) উক্ত ব্যাস বচনে পুণ্যবৃদ্ধির জন্য ঐ ধন বিধবা দান করিতে পারেন ইহা উপদিষ্ট হওয়ায় নারী স্নেহাদিপ্রযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রাদিকে উহা দান করিতে পারিবেন না ইহা সূচিত হইতেছে কারণ সেরূপ করিলে দেবরাদিরূপ প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চনা করা হইবে।

দায়ভাগকারও পূর্ব্বোক্ত "স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃস্মৃতঃ" এই দানধর্ম্মবচনস্থ উপভোগ শব্দকে শরীর ধারণের উপযুক্ত উপভোগই শাস্ত্রবিহিত ইহা বলিয়াছেন। সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির পরিধানাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর উপভোগের বিধান ঋষিগণের উদ্দেশ্য নহে ইহা বিবৃত করিয়াছেন আর দানাদিও ভর্ত্তার পারলৌকিক হিতার্থে কর্ত্তব্য ইহার অনুমোদন করিয়া উত্তরাধিকারীর বঞ্চনার উদ্দেশ্যে অপরকে দান করিলে তাহা চৌর্য্য হইবে ইহা ঋষিবাক্য হইতে

(ক) "মৃতেভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতেস্থিতা।
স্নাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্॥
কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা॥
দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎ পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে।
উপবাসাংশ্চ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে॥"
(দায়ভাগধৃত—ব্যাসঃ)

"লোকান্তরস্থং ভর্ত্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে।
তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥
বিষ্ণোরারাধনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা॥"
(শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়াং শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ)

CENTRAL LIBRARY

দেখাইয়াছেন ; যথা—"উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিনা। কিন্তু শরীরধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতো-পভোগাভ্যনুজ্ঞানম্। এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিক-মপ্যনুমতম্। অতএব নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহারবচনম্। অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি"॥ (দায়ভাগ ১১শ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ ৬১ স্তবক)। বৃহস্পতিও বিধবা নারীকে উক্ত সম্বন্ধাধীন প্রাপ্ত ধনদ্বারা কেবলমাত্র ধর্ম্মকৃত্য করিতে ও মৃতপতির তৃপ্তিজনক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন এবং ঐ ধর্ম্মকার্য্যের প্রতিবন্ধককারীকে বা ঐ ধনের অপহরণকারীকে দণ্ডার্হ বলিয়াছেন। (ক)

উক্ত ব্যাসাদির বচন হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে ঋষিগণ ঐ ধন দ্বারা বিধবার মাত্র ধর্ম্মকৃত্যকরণের অধিকার দিয়াছেন এবং তাহার দেহধারণোপযোগী উপভোগ ভিন্ন অন্য প্রকারে স্বেচ্ছায় ব্যয়ের অধিকার প্রদান করেন নাই। দানধর্ম্মেও ঐরূপ উক্ত আছে। (খ) ঐ সকল প্রমাণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে পত্নী পতিধনে সম্বন্ধাধীন অধিকারিণী হইলে বৈধব্যাবস্থায় ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারক যে যে কর্ম্ম করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে ব্যাসাদিবচনোল্লেখে

(ক) "জঙ্গমং স্থাবরং হেম কুপ্যং ধান্যং রসাম্বরং।
আদায় দাপয়েৎ শ্রাদ্ধং মাসষাণ্মাসিকাদিকম্॥
পিতৃব্যগুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বশ্রীয়মাতুলান্।
পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ॥
তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ।
হিংস্যুর্ধনানি তান্ রাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ।" (বৃহস্পতিঃ)

(খ) "স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥"
(দানধর্ম্মে)

CENTRAL LIBRARY

বিবৃত করিয়াছি, সেই সকল পরিগণিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনরূপ কর্ম্মের জন্য ঐ ধন ব্যয় করিবার অধিকার পত্নীর নাই এমন কি বিধবার নিজদেহ, বৈধ উপবাসাদি ও ভর্ত্তার তৃপ্তিকর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদির সম্পাদক বলিয়া ভর্ত্তার উপকারকত্বরূপেই ঐ দেহ-ধারণার্থ গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয়ে নারীর অধিকার দেওয়া আছে ইহা ঋষিবচনের তাৎপর্য্য হইতে প্রতীত হয়। এইজন্য ঐ সম্পত্তি বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনাদির অনুপযুক্ত হইলে নিজ শরীরধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনাদিনির্ব্বাহের জন্য তিনি বন্ধক বা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারেন ইহা দায়ভাগে বলা আছে। (ক)

আরও ঐ ধন হইতে যদি স্নেহের পাত্রকে নারী কিছু দিতে ইচ্ছা করেন তাহাও তাঁহার মৃত্যুর পরে স্বামীর ধনে যাহারা উত্তরাধিকারী হইবেন তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দিতে পারেন। দায়ভাগকার ঋষিবাক্যের অভিপ্রায়মূলক এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন (খ)। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বক্তব্য যে "ঋক্থভাজ ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ" এই গৌতমবচনদ্বারা ধনাধিকারীর পক্ষে মৃতধনস্বামীর অর্থ হইতে তাহার কৃত ঋণ অবশ্যপরিশোধনীয় বলিয়া যাহা উপদিষ্ট আছে তাহাও মৃতের উপকারকতার জন্য বুঝা যায়। অতএব বিধবা পত্নীর পক্ষে অধিকারাগত স্বামীর ধন দ্বারা স্বামীর কৃত ঋণ পরিশোধ বিষয়ে তাহার অধিকার অব্যাহত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে বিধবার সম্বন্ধাধীনপ্রাপ্ত পতিধনে সর্ত্তাধীন স্বত্ব হয় ঐ সর্ত্তসকল ব্যাস,

---

(ক) "অতএব বর্ত্তনাশক্তৌ আধানমপ্যনুমতম্
তত্রাপ্যশক্তৌ বিক্রয়ণমপি ॥"
(দায়ভাগ ১১শ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ ৬২ স্তবক)

(খ) তদনুমত্যা তু স্বপিতৃমাতৃকুলেভ্যোঽপি দদ্যাৎ ॥
(দায়ভাগ ১১ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ ৬৪ স্তবক)

CENTRAL LIBRARY

বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষি বচনে উক্ত আছে, যদি তিনি সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্যে অর্থাৎ স্বামীর পারলৌকিক হিতকর বিহিত ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে উহার উপযুক্ত ব্যয় না করিয়া (অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য করিয়া) স্বামীর সম্পত্তির আয় হইতে টাকা বাঁচাইয়া উহা সঞ্চয় করেন বা সঞ্চিত ধনদ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন, তাহাতে স্বামীর মূল সম্পত্তি নষ্ট না হইলেও ঐ সঞ্চিত ধন বা সম্পত্তি স্ত্রীধন হইবে না। তাহার যুক্তি এই যে ঐ স্থলে বিধবা নিজের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সঞ্চয় কার্য্য করিতেই পারেন না, কারণ তাহা ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ বিধবার কর্ত্তব্যনির্ণয়প্রসঙ্গে বলেন নাই, সুতরাং সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কার্য্য করিলে তাহার যে অবস্থা হওয়া উচিত এ স্থলে তাহাই হইবে অর্থাৎ ঐ সঞ্চিত ধন স্বামীর সম্পত্তির আয় হইতে উদ্ভূত হওয়ায় উহা স্বামীর সম্পত্তি হইবে, স্ত্রীধন হইবে না। এই বিধবার মৃত্যুর পরে স্বামীর ধনের উত্তরাধিকারীই ঐ ধন প্রাপ্ত হইবেন। অতএব উক্ত প্রকারে স্বামীর ধন হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঞ্চিত অর্থ বা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করার অবশিষ্ট অর্থ বা ঐ ধনের সাহায্যে যে কোনও প্রকারে অর্জ্জিত অর্থ স্ত্রীধন হইতে পারে না—ইহা শাস্ত্রাভিপ্রায় বুঝা যায়। এই যে পত্নীকৃত ধর্ম্মকার্য্যের ব্যয়ের অবশিষ্ট অর্থ স্ত্রীধন হইবে না বলিলাম, তাহাতে একটী ব্যবহারিক যুক্তিও দেখাইতেছি ; যথা—কোনও ধনী কোনও কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিবার জন্য কোনও ব্যক্তির হস্তে হাজার টাকা অর্পণ করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ঐ কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পাঁচশত টাকায় সেই কার্য্য সমাধা করিয়া আসেন তাহা হইলে সেইস্থলে উদ্বৃত্ত পাঁচশত টাকা যেমন প্রেরক ধনীরই হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই, তেমনি এ স্থলে ঐ যুক্তি দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে ভর্ত্তার পারলৌকিক হিতকর কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই পত্নী সেই ধনের তথাকথিত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ কার্য্য

CENTRAL LIBRARY

যথাসম্ভব ব্যয়ের দ্বারা নিষ্পাদিত হইবার পরে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা স্বামীর ধন বলিয়া পরিগণিত হইবে, অতএব ঐ ধন পত্নীর পরবর্ত্তী উক্ত মৃতের উত্তরাধিকারিগণের অধিকারে আসিবে। উপরে যে সকল বিষয় বিবৃত করিলাম তাহার মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তির আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তি ক্রয়াদি দ্বারা যে ধন পত্নী বর্দ্ধিত করেন সেই ধন বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে সেই নারীর ইচ্ছানুসারে স্ত্রীধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা মৎপ্রদর্শিত প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল। (ক)

তবে এস্থলে বিশেষ এই যে ধনস্বামীর উত্তরাধিকারিগণ অর্থাৎ পত্নীর অভাবে যাহারা অধিকারী হইবে তাহারা যদি স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার বিধবা পত্নীকে ব্যয়াদি করিবার জন্য মাসহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া ঐ পত্নীর অধিকারলব্ধ সম্পত্তি গ্রহণ করে সেই স্থলে তাহাদের প্রদত্ত মাসহারা "বৃত্তি" বলিয়া স্ত্রীধন হইবে: অতএব ঐ স্ত্রীধন মিত ব্যয় করিয়া যদি বিধবা সঞ্চয় করিতে পারে বা ঐ সঞ্চিত ধন দ্বারা নিজে সম্পত্তি করিতে পারে তাহাও স্ত্রীধন হইবে।

(ক) মোল্লার হিন্দু ল ১৭৭ ধারা।
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যারেজ এণ্ড স্ত্রীধন ৫ম সংস্করণ ৩৬৬।৩৬৭ পৃষ্ঠা।
মেনের হিন্দু ল এণ্ড ইউসেজ ৬২৬।৬২৭।৬২৮ ধারা দ্রষ্টব্য।
Ref. (Mulla's Hindu Law, 6th Edition 177 act, 167 Page)
(1) Hurrydas *V.* Sreemuthy Uppoornath (1856) 6 M. 1A.433
(2) Biswanath *V.* Khantamani (1871) 6 Beng. L.R. 747
(3) Grose *V.* Amiratamayi (1869) 4 Beng. L.R.O.C.I. 40-41
(4) Saratchandra *V.* Charusila (1928) 55 Cal. 918

CENTRAL LIBRARY

প্রসঙ্গাধীন আর একটী বিষয় এস্থানে উপস্থাপিত করিতেছি—বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে বিধবাবিবাহের আইনে দৃষ্ট হয় যে বিধবা হইয়া রমণী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে তখন তাহার পতি বা পতিপক্ষীয় দত্ত স্ত্রীধনে অধিকার থাকিবে না, তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া রমণীকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় সম্পুটের দ্বিতীয় অধ্যায়েও উল্লিখিত আছে। কিন্তু ঐ স্থলে রমণী যদি পত্যন্তর গ্রহণ না করিয়া ব্যভিচারিণী অর্থাৎ বহুপুরুষ সংসর্গকারিণী হয় তাহা হইলে তাহার স্ত্রীধনে স্বত্ব নাশ হয় না। (ক)

প্রকাশ্য ব্যভিচার অবৈধ হইলেও সে স্থলে স্ত্রীরধনে স্বত্বনাশ না হওয়ায় বর্ত্তমানে ঐ আইন অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্যভিচারিণী হইলে নারীর পূর্ব্বসিদ্ধ স্ত্রীধনে তাহার স্বামিত্ব নষ্ট হয়—পূর্ব্বেই (৪৪ পৃঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে ব্যভিচারিণী হওয়ার পর যদি নারী শিল্পাদি দ্বারা কিম্বা অসদ্‌বৃত্তিদ্বারা যাহা অর্জ্জন করে অথবা অন্যের নিকট হইতে প্রীতিবশতঃ যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা স্ত্রীধন হইবে, কারণ উহা স্বার্জ্জিত হইতেছে। এই যে নারীর স্বার্জ্জিত ধন স্ত্রীধন বলিয়া উল্লিখিত হইল তাহার মূল হইতেছে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত "প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্ বিত্তমিত্যাদি" কাত্যায়ন বচন ও

"ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্॥"

(মনুঃ ৮ম অধ্যায় ৪১৬ শ্লোক)

এই বচনের অর্থ হইতেছে এই যে ভার্য্যা পুত্র ও দাস যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে উহাদের অধিকার থাকিবে না; যাহার ভার্য্যা, যাহার পুত্র, যাহার দাস তাহারই অর্থাৎ পতি পিতা ও প্রভুর

(ক) হিন্দু উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট ২ ধারা

CENTRAL LIBRARY

স্বাতন্ত্র্য হইবে। এই বচনের ভার্য্যা শব্দ পরিণীতা স্ত্রী এই অর্থ বুঝাইতেছে। আর 'সমধিগচ্ছন্তি' এই পদের প্রতিশব্দ 'অর্জ্জয়ন্তি'। মেধাতিথি-কুল্লূকভট্ট-জীমূতবাহন-প্রভৃতি মনীষিগণ উহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জন শব্দ হইতে স্বামিত্বের হেতুভূত ব্যাপার বুঝা যায়। এই জন্য ঐ সকল শব্দার্থ হইতে সুস্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে যে নারীর পতি না থাকিলে বা না হইলে কিম্বা পতিপারতন্ত্র্য না থাকিলে অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা নারীর অর্জ্জিত ধনে তাহারই স্বত্ব হইয়া থাকে বলিয়া উহাও স্ত্রীধন হয়। সর্ব্বস্মৃতির প্রধান মনুস্মৃতিতে আরও পাওয়া যায় যে স্বামীর বশগা হইয়া থাকিলেও যেখানে স্বামী ভার্য্যার বৃত্তিবিধান বা ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া বিদেশস্থ হন, সেখানে নারী অগর্হিত শিল্পাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। সেইস্থলে নারীর শিল্পার্জ্জিত ধনে ব্যয়ের অধিকার রহিয়াছে অতএব উহা স্ত্রীধন হইতেছে। (ক)

স্ত্রীধন সংক্ষেপ।

ঐ সকল স্ত্রীধন কীর্ত্তন পর নানা ঋষিবচন হইতে সার সঙ্কলন করিলে পাওয়া যায় যে স্ত্রীধন মোট ১৫ প্রকার :—(১) পিতৃদত্ত (২) মাতৃদত্ত (৩) ভ্রাতৃদত্ত (৪) বন্ধু (মাতুলাদি) দত্ত (৫) ভর্ত্তৃদত্ত (৬) সুতদত্ত (৭) যৌতক (৮) অধ্যাবাহনিক (৯) প্রীতিদত্ত অর্থাৎ পাদবন্দনিক (১০) শুল্ক (১১) লাভ (১২) শিল্পাদিদ্বারা অর্জ্জিত (১৩) অন্বাধেয় (১৪) আধিবেদনিক (১৫) অন্যদত্ত অর্থাৎ অসম্বন্ধি-দত্ত। ঐ গুলি স্থূলতঃ তিনটী বিভাগের অন্তর্গত। (১) আত্মীয়দত্ত (২) অনাত্মীয়দত্ত এবং (৩) স্বার্জ্জিত। এই তিন প্রকার ধনই

(ক) "বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥" (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রীধন। উহা নারীর অবস্থাগত কালভেদে উক্ত প্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা মনু-বিষ্ণু-প্রভৃতির বাক্য হইতে বুঝা যায়। নারীর অবস্থাগত কালভেদ পাঁচ প্রকার, যথা—(১) কন্যাকাল (২) বিবাহকাল (৩) সধবাকাল (৪) বৈধব্যাবস্থা (৫) উচ্ছৃঙ্খল-অবস্থা অর্থাৎ সধবা কিম্বা বিধবাবস্থায় পারতন্ত্র্যবিহীনাবস্থাকাল। এ স্থলে কাত্যায়ন বলিয়াছেন, সম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধন সৌদায়িক, তদ্ভিন্ন ধন অসৌদায়িক। এক্ষণে কোন্ অবস্থায় কোন্ প্রয়োজনে ঐ সকল সংজ্ঞা হইয়াছে তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কন্যাকালে সম্বন্ধী ও অসম্বন্ধী হইতে লব্ধ ও শিল্পলাভাদি দ্বারা নিজের অর্জ্জিত ধন কন্যাধন নামে অভিহিত। ইহা যদিও পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই তথাপি বিবাহের পর সম্বন্ধিদত্ত ধনসামান্য অন্বাধেয় সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বন্ধুদত্ত ধনের পৃথক উল্লেখের আবশ্যকতা থাকিত না; এজন্য ঐ সকল ধন তাৎপর্য্যতঃ কন্যাধনেরও উপস্থাপক বুঝা যাইতেছে বলিয়া ঐ সকল পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বন্ধুদত্ত ধনের সংজ্ঞার উল্লেখের সার্থক্য দেখা যাইতেছে এবং কন্যাধনও সিদ্ধ হইতেছে। এস্থলে এইটুকু বিশেষ এই যে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার শুল্কধনের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার শুল্ক কন্যাধনেরও অন্তর্গত হইবে। মনুবাক্য (ক) ও তদনুগত কাত্যায়নবাক্য (খ) হইতে শিল্পাদি দ্বারা স্বার্জ্জিত ও অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধন যাহার ভার্য্যা তাহারই ধন হইবে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ভর্ত্তা না থাকায় ঐ ধন কন্যারই হইয়া থাকে; এই কারণেই কন্যাকালে সম্বন্ধী, অসম্বন্ধী ও শিল্পাদি দ্বারা স্বোপার্জ্জিত ত্রিবিধ ধনই কন্যাধন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(ক) ভার্য্যাপুত্রশ্চ ইত্যাদি·····

(খ) প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু ইত্যাদি·····

CENTRAL LIBRARY

বিবাহকালে সম্বন্ধী বা অসম্বন্ধিদত্ত সামান্য ধনই যৌতক ধন। অধ্যগ্নি ধন উহার অন্তর্গত। বিবাহের পরই সধবাবস্থা। ঐ কালে পুত্র ভিন্ন সম্বন্ধিসামান্যের নিকট লব্ধধন অন্বাধেয় হয়। এ স্থলে বিশেষ এই যে পতি নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য স্ত্রীকে যে ধন প্রদান করেন তাহা অন্বাধেয় সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও উহা দ্বিতীয় প্রকার শুল্কধন (৩৪ পৃঃ) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধ্যা-বাহনিক ও আধিবেদনিক পৃথক্ সংজ্ঞায় অভিহিত থাকিলেও উহা অন্বাধেয় ধনের অন্তর্গত। দায়ভাগের টীকাকার শ্রীনাথ, রামভদ্র, রঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার মহোদয়গণের মতে সুতদত্ত ধন অন্বাধেয় নহে, কারণ বিবাহের পর সম্বন্ধিদত্ত ধনসামান্যই অন্বাধেয় সংজ্ঞায় অভিহিত করা থাকিলেও বিষ্ণুবচনে অন্বাধেয় ধন ও সুতদত্ত ধনের পৃথক নির্দ্দেশ থাকায় সুতদত্ত ধন অন্বাধেয় ধন হইতে পৃথক বুঝা যাইতেছে।

পতি পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার সময় প্রলুব্ধ করিবার জন্য যাহা তাহাকে প্রদান করে তাহা শুল্কধন হইলেও অন্বাধেয়ান্তর্গত। যৌতক ধনে যেমন কন্যার অধিকার আছে পিতৃদত্ত স্ত্রীধনেও সেইরূপ অধিকার দেখিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত ব্যবহার গ্রন্থে (মোল্লার হিন্দু ল' গ্রন্থে ১৫৬ ধারা) অধ্যাবাহনিকাদি পিতৃ-দত্ত ধনের ও যৌতক ধনের অধিকারক্রম কথিত আছে, ইহা প্রাচীন দায়ভাগাদি ব্যবস্থারবিরুদ্ধ হইতেছে। কারণ অধ্যাবাহনিক অন্বাধেয় ধনের অন্তর্গত। এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে দায়ভাগকার কয়েকটী সংজ্ঞার প্রয়োজন দেখাইয়াছেন। মিতাক্ষরাকার সামান্যতঃ স্ত্রীধন নির্দ্দেশ করিয়া নানা সংজ্ঞায় ঋষিবাক্যে স্ত্রীধন কীর্ত্তিত থাকিলেও সংজ্ঞার কোনও সার্থক্য লইয়া বিশেষ কোন অধিকারিগত বৈলক্ষণ্য দেখান নাই। কেবল শুল্কধনে ভ্রাতার অধিকার দেখাইয়াছেন এবং পিতৃদত্তের পৃথক্ নির্দ্দেশের ফল হীনবর্ণা

CENTRAL LIBRARY

বিমাতার পিতৃদত্ত ধনে উত্তমবর্ণা সপত্নীর কন্যা ও দৌহিত্র অধিকারী হইবে বলিয়াছেন—এই মাত্র বিশেষ।

স্মৃতিচন্দ্রিকাকার ও মিত্রমিশ্র কমলাকরভট্ট ও ব্যবহার ময়ূখকারের মত আলোচনা করিলে অন্বাধেয়, শুল্ক, বন্ধুদত্ত, যৌতক ও পতিপ্রীতিদত্ত এই কয়প্রকার স্ত্রীধনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মদনপারিজাতকার বিশ্বেশ্বরভট্ট, পরাশরভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও অপরার্ক, মিতাক্ষরাকারাদির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। পূর্ব্বে যেসকল নিবন্ধকারগণের নাম উল্লেখ করিয়াছি এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের আবির্ভাবকাল, পরিচয় ও মতবাদ সংক্ষেপে উপস্থাপন করিতেছি।

১। **মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর**—মিতাক্ষরায় জীমূতবাহনের নামোল্লেখ করেন নাই। এবং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ গ্রন্থেও মিতাক্ষরা বা বিজ্ঞানেশ্বরের নামোল্লেখ নাই। অথচ দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্থানে স্থানে ইহাও বলিয়াছেন যে "জীমূতবাহন মিতাক্ষরাকারের মত নিরাকরণ করিতেছেন"। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐরূপ বলিলেও বিশেষ পর্য্যালোচনায় আমার মনে হয় যে সামুদায়িক স্বত্ববাদ ও জন্মস্বত্ববাদ এবং ধনাধিকার-ক্রমবিষয়ে প্রাচীন যে মত প্রচলিত ছিল তাহাকেই বিজ্ঞানেশ্বর যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পুংধনাধিকার প্রকরণে "এতদপি আচার্য্যো নানুমন্যতে" এই লিপি দ্বারা তিনি যে আচার্য্যের মতের অনুসরণ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় দায়ভাগ প্রকরণের অন্যান্য স্থানেও ঐপ্রকার আচার্য্যের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে নারদস্মৃতির টীকাকার অসহায়, মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি, নিবন্ধকার বিশ্বরূপ, শ্রীকর ও ভোজদেব এই সকলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের সকলের কাহার কি মত তাহা সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না বটে, কিন্তু মেধাতিথির মত

CENTRAL LIBRARY

মনুর টীকায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। ধারা নাম্নী নগরীর অধিপতি বলিয়া ভোজদেবকে ধারেশ্বর নামে নিবন্ধকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। পুংধনাধিকার প্রকরণে (বর্দ্ধমানে মুদ্রিত মিতাক্ষরা সহিত যাজ্ঞবল্ক্য পুস্তকে ১৩৭।১৩৮।১৩৯ সংখ্যক বচনের ব্যাখ্যা দেখিলে) শ্রীকর, ধারেশ্বর এবং আচার্য্য এই কয়জনকে পাওয়া যায়। অন্য নিবন্ধকারের যে নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহাও নানা স্থানে আছে. অপ্রাসঙ্গিক বিস্তারভয়ে তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এই সকল নিবন্ধাদি ও অন্যান্য মত যাহা তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহা হইতে জন্মস্বত্ববাদ, সামুদায়িক স্বত্ববাদ, বিভাগের দেশবিশেষে (অংশবিশেষে) স্বত্বব্যবস্থাপকতাবাদ দেখা যায়। মিতাক্ষরার দায়ভাগ প্রকরণের উপক্রমণিকায় স্বত্ব লোকসিদ্ধ বস্তু অলৌকিক বস্তু নহে ইহা দেখা যায়। "লোকসিদ্ধমেব স্বত্বমিত্যুক্তম্। লোকে চ পুত্রাদীনাং জন্মনৈব স্বত্বং প্রসিদ্ধং নাপহ্নোতুমর্হতি"। অর্থাৎ স্বত্ব লোকসিদ্ধবস্তু অলৌকিক বস্তু নহে। আহবনীয়াদি অগ্নির নাম যেমন বৈদিক কার্য্যে উপযোগী এবং শাস্ত্রই যেমন সেই আহবনীয়ত্বের সিদ্ধির কারণ সত্ব সেই রূপ নহে, এবং শাস্ত্রমাত্র বেদ্যও নহে ইহা বলা আছে সেইরূপ পুত্রাদির স্বত্বও জগতে জন্মজন্যই হইয়া থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধই আছে; ইহা অপলাপ করিবার নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়া পিতার স্বেচ্ছায় দানাদি কার্য্য ঋষি বচনে আছে ইহা দেখিয়া বিধিবাক্যের বলেই উহা হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়াছেন এবং জন্মস্বত্ববাদও স্বত্ব লোকসিদ্ধবস্তু ইহা স্থাপন করিয়াছেন।

এই বিভাগ-লক্ষণ বলিবার সময়ে সামুদায়িক স্বত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিভাগবশতঃই সেই স্বত্ব বিভক্ত প্রত্যেক অংশে স্থাপিত হয় ইহাও বলিয়াছেন। যথা—

"বিভাগো নাম দ্রব্যসমুদায়বিষয়াণামনেকস্বাম্যানাং তদেক-দেশেষু ব্যবস্থাপনম্"।

CENTRAL LIBRARY

ইহার অর্থ—সমুদায় দ্রব্যে যে অনেকের স্বামিত্ব ছিল দ্রব্যের একদেশে তাহার স্থাপন যাহার দ্বারা হয় তাহাকে বিভাগ বলে। মিতাক্ষরার এই লেখা হইতে প্রথমে সমুদায় ধনে স্বত্ব থাকায় সামুদায়িক স্বত্ব বলা হইয়াছে। বিভাগের পরে এক এক দেশে অর্থাৎ এক এক অংশে এক একজনের স্বত্ব হয় বলিয়া পূর্ব্বস্বত্ব সঙ্কুচিত হইয়া দেশবিশেষে (অংশবিশেষে) হয়। অথবা বিভাগ জন্য সমুদায় ধনে স্থিত স্বত্ব নষ্ট হইয়া অংশক্রমে অর্থাৎ দেশবিশেষে স্বত্ব উৎপন্ন হয় ইহা বলিতে হইবে। কারণ বিভাগ, সমুদায় ধনবর্ত্তী স্বত্বকে সঙ্কোচ করিয়া এক দেশে আনিতে পারে না, এই জন্য বিভাগ পূর্ব্বস্থিত সামুদায়িক স্বত্বকে নাশ করিয়া একদেশে অর্থাৎ অংশক্রমে নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দেয়; ইহাই স্বীকার করেন। যে সকল নিবন্ধকার এই মত স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতানুবর্ত্তী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাদেশিক স্বত্বই উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিভাগ তাহারই প্রকাশক এই মতের উপর দোষ দিয়াছেন ও ঐ প্রকার সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা বলিয়াছেন যে স্ত্রীধনে পতিপুত্রাদির স্বেচ্ছাচারিতা নাই, যেহেতু স্ত্রীর ধন তাহার অমতে ব্যয় করিলে দণ্ডার্হ হইবে ইহা বচনে উক্ত আছে। অতএব পিতৃধনে যেমন পিতার জীবনকালেও বিভাগ আছে স্ত্রীধনে তাহা নাই, এইজন্য স্ত্রীধনে জন্মস্বত্ববাদও নাই ইহা বলিয়াছেন এবং কেহ সপ্রতিবন্ধদায় ও অপ্রতিবন্ধদায় বলিয়া স্ত্রীধনেও জন্মস্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপভাবে অংশগত কিছু কিছু মতের পার্থক্য প্রকাশ থাকিলেও স্থূলতঃ যে সেই মিতাক্ষরার অবলম্বনে নিবন্ধ রচনা হইয়াছে এবং মিতাক্ষরারই উহা প্রকার-ভেদমাত্র, তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আসাম, নেপালের কিছু অংশ ও বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সর্ব্বত্রই এই মিতাক্ষরার মত চলিয়া

CENTRAL LIBRARY

আসিতেছে। দক্ষিণ বিহার, কাশী প্রদেশ ও উড়িষ্যায় মিতাক্ষরাই প্রধানভাবে প্রচলিত আছে। মাদ্রাজ প্রদেশে দেবণভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা ও মাধবাচার্যকৃত পরাশরসংহিতার টীকার (পরাশর-মাধব নামে যাহা বিখ্যাত তাহার) মত লোকে নামে মাত্র অনুসরণ করে। স্মৃতিচন্দ্রিকাকার খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর লোক বলিয়া কেহ কেহ (ক) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্যকে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া সকলে জানেন। এই দুখানির ভিত্তি মিতাক্ষরার উপরে স্থাপিত।

বোম্বাই দ্বীপ, গুজরাট ও উত্তর কঙ্কণে নীলকণ্ঠভট্টের নিবন্ধ ব্যবহারময়ূখের মত অবলম্বনে লোকে দায়ব্যবহার মানিয়া চলে, এই নীলকণ্ঠই দক্ষিণ দেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহারও উপজীব্য মিতাক্ষরা। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দীর লোক।

উত্তর-বিহারে চণ্ডেশ্বরঠক্কুরের নিবন্ধ বিবাদরত্নাকরের এবং বাচস্পতিমিশ্রকৃত বিবাদচিন্তামণির মতানুসারে ধনাধিকার প্রচলিত আছে। উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের আবির্ভাবসময়ের ব্যবধান আছে। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। বিবাদ-চিন্তামণিকার বাচস্পতিমিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীয়। ইহারাও মিতাক্ষরাকেই আশ্রয় করিয়া স্থানে স্থানে অধিকারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়নামকনিবন্ধ অনুসারে সংযুক্ত প্রদেশ চালিত হইয়া থাকে। মিত্রমিশ্র খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। বীরসিংহ রাজার রাজ্যে সুশৃঙ্খলার ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিলেন।

মদন পারিজাত নামক নিবন্ধরচয়িতা বিশ্বেশ্বরভট্ট খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি। ইনি হেমাদ্রি অপরার্ক স্মৃতিচন্দ্রিকাদি নিবন্ধ অবলম্বনে ঐ নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কমলাকরভট্টকৃত নিবন্ধ

(ক) পি, ভি, কাণের ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস।

CENTRAL LIBRARY

বিবাদ-তাণ্ডব, ঐ গ্রন্থও ভারতের স্থানবিশেষে প্রচলিত আছে। এই বিরাদতাণ্ডব গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত বীরমিত্রোদয় এই দুইখানি নিবন্ধ একপ্রকার, কারণ উহাতে অধিকারাদি কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়া মিতাক্ষরা এইস্থানে এইরূপ বলিয়াছেন ও ব্যবহারময়ূখকার ও স্মৃতিচিন্তামণিকার এবং জীমূতবাহন ইঁহারা কোন্ স্থানে কি যুক্তির বলে কাহার অধিকার বলিয়াছেন তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই মিতাক্ষরাই উপজীব্য। এইজন্য জীমূতবাহনের মতখণ্ডনই যেন প্রধান লক্ষ্যের বিষয়, ইহা মনে হয়। কিন্তু দায়ভাগগ্রন্থে যে যুক্তির বলে অধিকারিবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে অনেকস্থলে তাহাও গৃহীত হইয়াছে, তখন জীমূতবাহনের নামও উল্লেখ করেন নাই।

মাধবাচার্য্য ধনস্বামীর সহিত সম্বন্ধ জন্যই অন্যের স্বত্ব যে ধনে হয় তাহাকে দায় বলিয়াছেন। ঐ দায় দুইপ্রকার—অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রতিবন্ধ। (ক) স্বত্ব লৌকিক—উহা লৌকিকপ্রয়োজন সমাধা করিয়া থাকে, যেমন ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্য। তিনি আরও বলিয়াছেন —জন্মই স্বত্বের কারণ। তাহা হইলেও পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রগণ সেই ধন ভাগ করিতে পারে না।

স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণভট্ট নির্ঘণ্টুকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিভাগযোগ্য যে ধন, পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধীকে দ্বার করিয়া আসে তাহাকে বৃদ্ধরা দায় বলিয়াছেন। (খ) নির্দ্দোষ

(ক) "স দায়ো নাম যদ্ধনং স্বামিসম্বন্ধদেবান্যস্য স্বং ভবতি। স চ অপ্রতিবন্ধঃ সপ্রতিবন্ধশ্চ। যদ্যপি জন্মানন্তরমেব পুত্রাঃ পিতৃধননিমিত্তং প্রতিপন্নাস্তথাপি পিতরি জীবতি তদ্ধনং ন বিভজেরন্। লৌকিকমেব স্বত্বং লৌকিকার্থক্রিয়াকারিত্বাদ্ ব্রীহ্যাদিবৎ।" (পরাশরমাধবঃ)

(খ) "বিভক্তব্যং পিতুর্দ্রব্যং দায়মাহুর্মনীষিণঃ।
বিভাগার্হে পিত্রাদিদ্বারাগতে দ্রব্যে
বৃদ্ধাঃ দায়শব্দমাহুঃ॥" (স্মৃতিচন্দ্রিকা)

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ পাতিত্যাদি দোষবর্জ্জিত পিতা থাকিলেও পিতার দ্রব্যে পুত্রদিগের জন্ম-জন্য স্বামিত্ব হইয়া থাকে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। উৎপত্তি দ্বারাই ঐ অর্থে স্বামিত্ব লাভ হয়; এইরূপ অর্থের বোধক গৌতমসূত্রও দেখাইয়াছেন। (ক)

এই সকল বচন হইতে স্বত্ব লৌকিক ইহাও প্রকারান্তরে নিজমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বত্ব অলৌকিক ইহা ধারেশ্বরের মত তাহা উত্থাপন করিয়া পরে অন্য নিবন্ধকারের "বিদ্যতে যস্য যদ্ধস্তে" এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি স্বত্ব অলৌকিক না হয়—যাহার হস্তে যে ধন পড়িবে তাহারই সেই ধনে স্বত্ব হইয়া যায় অতএব সেই সময়ে সেই ধনের যথেচ্ছ ব্যবহার সেই ব্যক্তি করিতে পারে, এই অলৌকিক স্বত্ববাদী আর একজনের মত দেখাইয়া ইহাও নিরাকৃত হইল ইহা বলিয়াছেন। স্পষ্ট করিয়া সামুদায়িক স্বত্ব না বলিলেও অবিভক্ত ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠকৃত ধর্ম্মকার্য্যের ফল পাইয়া থাকে, কারণ জ্যেষ্ঠ যে ধন ব্যয় করিতেছেন তাহাতে কনিষ্ঠদিগের স্বত্ব আছে। ইহা যদিও প্রাদেশিক স্বত্ববাদীর মতেও হইতে পারে তথাপি ইহা বলিতে পারা যায় যে তাহাতে জ্যেষ্ঠ যে ধন ব্যয় করিতেছেন তাহাতে তাহার স্বত্ব আছে ইহা না লিখিয়া অংশ আছে ইহা লিখিতেন। ফলতঃ বিজ্ঞানেশ্বরসম্মত স্বত্ব লৌকিক ও ঐ স্বত্ব সামুদায়িক অতএব বিভাগ জন্য তাহার সঙ্কোচ বা সামুদায়িক স্বত্বনাশ ও বিভাগ জন্য প্রাদেশিক স্বত্বের

(ক) "নির্দ্দোষে পিতরি স্থিতেঽপি
পিতৃধনে পুত্রাণাং জন্মনা
স্বাম্যস্য লোকসিদ্ধত্বাৎ, উৎপত্ত্যৈবার্থং
স্বামিত্বাল্লভেতেত্যার্য্যাঃ"।

(ইতি গৌতমসূত্রম্)

CENTRAL LIBRARY

উৎপত্তি এবং জন্মই স্বত্বের কারণ ইত্যাদি স্মৃতিচন্দ্রিকারের লেখা হইতে পাওয়া যায়। (ক)

গুজরাট ও কঙ্কণ প্রদেশে ব্যবহারময়ূখ নামে যে নিবন্ধ প্রচলিত আছে তাহার রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্ট মিতক্ষরাকারের অনেক স্থানে অনুবর্ত্তন করিলেও আত্মবিবেকের বহু স্থানে পরিচয় দিয়াছেন। কোনও স্থানে মিতক্ষরা সন্দর্ভকে স্বাভিমত অর্থের প্রকাশকরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা ধনাধিকার কথনের সময়ে প্রদর্শিত হইবে। এবিষয়ে মিতক্ষরার সহিত নীলকণ্ঠের মতভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্ববাদী ; নীলকণ্ঠ তাহা নহেন, কারণ দায়নির্ণয়প্রকরণে বিভাগদ্বারা স্বত্ব ব্যবস্থাপিত হয় ইহা বলিয়া সামুদায়িক স্বত্ব ও বিভাগদ্বারা সমুদয়দ্রব্যে পূর্ব্বে উৎপন্ন স্বত্বনাশ ও ঐ দ্রব্যের অংশগত প্রতিব্যক্তির দানবিক্রয়াদিস্বরূপ-স্বেচ্ছাব্যবহারহেতু বিলক্ষণস্বত্ব উৎপন্ন হয় ইহা কেহ বলিয়া থাকেন। ইহা লিখিয় পরে ঐ মতে অস্বরসতা দেখাইয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ অস্বরসতা এই,—পূর্ব্বে সমুদয় দ্রব্যে যে স্বত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল বিভাগদ্বারা তাহার নাশ এবং দেশবিশেষে ব্যক্তিভেদে অপর একটি করিয়া স্বত্বের উৎপত্তি এইরূপ গৌরব হয়। এইজন্য সামুদায়িকস্বত্ব না বলিয়া এক এক ব্যক্তির এক এক অংশেই পূর্ব্বে স্বত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, বিভাগ তাহার নির্ণায়ক মাত্র হইয়া থাকে এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত এই কথা বলিয়াছেন। (খ)

(ক) "ততশ্চাবিভক্তানমপি স্বত্বমস্তীতি
স্বাধ্যায়াগ্নিহোত্রাদিজন্যো ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে এব।" (ইতি স্মৃতিচন্দ্রিকা)

(খ) "বিভাগেন সমুদিতদ্রব্যগতপূর্ব্বস্বত্বনাশেন তদেকদেশে বিলক্ষণং তদুৎপদ্যতে ইতি কেচিৎ। যুক্তন্তু পূর্ব্বস্বত্বনাশস্বত্বান্তরোৎপত্তিকল্পনাগৌরবাৎ পূর্ব্বমেকদেশস্থিতমেবোৎপন্নং বিভাগেন পদার্থবিশেষনিষ্ঠতয়া জ্ঞাপ্যতে।" ইতি নীলকণ্ঠঃ।

ধারেশ্বরও স্মৃতিসংগ্রহকারের—বিভাগ পিতার জীবনকালে সমুৎপন্ন পুত্রাদির স্বত্বকে নাশ না করিয়া নূতন স্বত্বরূপে উৎপাদন করে। (ক) এই মতের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব-নাশদ্বারা যাহা নিজের হয় তাহাতে ঋক্থ অর্থাৎ নিজের ধন এই শব্দ প্রয়োগ করে এইরূপ লিখিয়া পিতার জীবনকালে পুত্রের স্বত্ববাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। (খ)

মিতাক্ষরায় ও ব্যবহারময়ূখে ধারেশ্বরাদির এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত আছে এবং অধিকারনিরূপণেও অনেকস্থানে এই উভয়ের সাম্য লক্ষিত হয়, অতএব নীলকণ্ঠের মিতাক্ষরাই অবলম্বন জানা যাইতেছে। এই প্রকার বিবাদচিন্তামণিকার কল্পদ্রুম পারিজাত ও রত্নাকরাদি গ্রন্থ দেখিয়া স্বমত লিখিতেছি বলায় এবং বিবাদ-রত্নাকরকার চণ্ডেশ্বরঠক্কুরও ঐভাবে আত্মপরিচয় দেওয়ায় গৃহস্থ-রত্নাকরে শরীরাবয়ব জন্য সাপিণ্ড্য যাহা মিতাক্ষরাসম্মত তাহাই স্বীকার করায় ইঁহারাও যে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রদর্শিত পথের পথিক তাহা বুঝা যায়।

বীরমিত্রোদয় (মিত্রমিশ্রকৃত) কমলাকরভট্টবিরচিত বিবাদ-তাণ্ডব ও বিশ্বেশ্বরভট্টনিবদ্ধ মদনপারিজাত গ্রন্থে এক গৌতম বচন অবলম্বনে জন্মই স্বত্বের কারণ স্বত্ব লৌকিক এইরূপে প্রকারান্তরে দেখাইলে পুনরাবৃত্তি হয়, পূর্ব্বেও যাহা দেখাইয়াছি তাহাতেও পুনরুক্তি আছে ; তথাপি উহা দেখাইয়াছি। একই যুক্তি সকলের অবলম্বন, অতএব মিতাক্ষরাই সকলের উপজীব্য। পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, সেইজন্য ইহাদের লেখা উদ্ধৃত

(ক) "পিতরি জীবতি দ্রব্যে পুত্রাদীনাং সমুৎপন্নমেব স্বত্বং বিভাগেন জন্যতে" ইতিস্মৃতিসংগ্রহঃ।

(খ) "স্বামিস্বত্বংধ্বংসমাত্রেণ যৎ স্বস্য ভবতি তস্মিন্ ঋক্থমিতি প্রযুঞ্জতে লোকাঃ" ইতি ধারেশ্বরঃ।

CENTRAL LIBRARY

করিলাম না। ইঁহারাও যে মিতাক্ষরার আশ্রিত তাহা পূর্ব্বেও যেমন সাধারণতঃ বলা হইয়াছে এখনও তাহাই বলা হইল।

বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে এবং নেপালের কিয়দংশে জীমূত-বাহনের দায়ভাগগ্রন্থ প্রচলিত আছে। এই জীমূতবাহন প্রাদেশিক স্বত্ববাদী অর্থাৎ তুল্য সম্বন্ধীয় স্বত্ব নিজ নিজ প্রাপ্য অংশেই উৎপন্ন হয়, বিভাগ তাহার জ্ঞাপক। কোন্ ব্যাক্তির কোন্ অংশে স্বত্ব হইয়াছে বিভাগ দ্বারা তাহা জানা যায় এবং ঐ স্বত্বও যাহার পরে যাহার হইতেছে পূর্ব্বস্বামীর মরণাদিকালীন তাহার জীবনই স্বত্বের হেতু, জন্ম স্বত্বের কারণ নহে। তবে গৌতম বচনে যে জন্মকে স্বত্বের কারণ বলিয়াছেন ঐ জন্মই সম্বন্ধের হেতু। সেই সম্বন্ধই পূর্ব্ব স্বামীর মরণাদি জন্য স্বত্ব নাশ কালে স্বত্বের হেতু হইয়া থাকে। উপকারকতাই স্বত্বের প্রকৃত কারণ। এই উপকারকতা পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্ব। পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্ব অংশে অবশ্য-দেয়ত্ব দেখিয়া পুত্রাদির অধিক-উপকারকতা আর দৌহিত্রের পিতৃশ্রাদ্ধের অধীন মাতামহপক্ষীয়শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য হয় বলিয়া অল্প উপকারিতা। এইরূপে পিণ্ডলেপাদিদাতৃক্রমের অনুসরণ করিয়া ধনাধিকার নিরূপিত হইয়াছে। কেবল মাত্র পত্নী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর, ঋষি বাক্যে অধিকার বলায় বাচনিক অধিকার হয়, কারণ স্ত্রীলোকের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। এইজন্য বিশেষরূপে যে যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার উক্ত হয় নাই তাহার অধিকার কোন ধনেই হয় না। ইহা দায়ভাগকার জীমূত-বাহনের মত।

ঐ গ্রন্থে তিনি সাতজন নিবন্ধকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বিশ্বরূপ, শ্রীকর, দীক্ষিত, ভোজরাজ, গোবিন্দরাজ, জিতেন্দ্রিয়, বালক এই সাতজন। আমরা ঐ সকল নিবন্ধকারকৃত নিবন্ধের মধ্যে কোন নিবন্ধই দেখিতে পাই না। অন্যান্য নিবন্ধকারের লেখা হইতে ভোজদেব ও শ্রীকরের সংবাদ পাইয়া থাকি,

CENTRAL LIBRARY

ভোজরাজই ধারেশ্বর। মিতাক্ষরাকার ধারেশ্বর ও শ্রীকরের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নিবন্ধকারের মধ্যে ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠ জন্মাধীন পিত্রাদি দ্রব্যে স্বত্ব হয় এই মত স্থাপন করিতে গিয়া পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশই পরবর্ত্তীর স্বত্বের হেতু এই ধারেশ্বরের অভিপ্রেতার্থ ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (ক)

সেই সকল নিবন্ধের মধ্যে কোন নিবন্ধই এখন প্রচলিত নাই, এমন কি তাহাদের অস্তিত্ব আছে কি না তাহাও জানা নাই। এই জন্য কোন্ নিবন্ধ আশ্রয় করিয়া জীমূতবাহন দায়ভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা বলিতে পারিলাম না। বাচনিক অধিকার বলিলে যে সকল দোষ হয় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলে অপ্রাসঙ্গিক বহু বিস্তার হয় বলিয়া বিরত হইলাম।

ফলতঃ দায়ভাগগ্রন্থে যুক্তিপ্রমাণাদিমূলক সন্দর্ভদর্শনে সূক্ষ্মার্থ-গ্রাহকতা ও ভূয়োদর্শন অনুভব করিয়া আমরা জীমূতবাহনের বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণে শক্তি ও বুদ্ধি (প্রতিভা) অনন্যসাধারণ বলিয়া মনে করি, এবং তাঁহারই প্রদর্শিত ঋষি-বাক্যের তাৎপর্য্য অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই।

ইহার পরে বঙ্গদেশে পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে হইয়াছিলেন। তিনি দায়তত্ত্ব নামে দায়ভাগ বিষয়ে গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ-অবলম্বনে নিবদ্ধ। এবং তাহাতে অধিকারাদি সকল-বিষয় জীমূতবাহনসম্মত যুক্তি প্রমান ও রীতির আশ্রয়ে লিখিত, ইহা দেখা যায়। কেবল ইনি সামুদায়িক স্বত্ববাদী। ঐ সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকার করিলেই বিভাগ জন্য সেই স্বত্বের নাশ ও প্রদেশে স্বত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। তাহা জানিয়াও

(ক) "স্বামিত্বধ্বংসমাত্রেণ যৎ স্বস্য
ভবতি তস্মিন্ রিক্থমিতি
প্রযুঞ্জতে লোকাঃ" ইতি ধারেশ্বর।

CENTRAL LIBRARY

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য যে সামুদায়িক স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কারণ,—

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্ বাহনায়ুধম্।
শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ।
তস্য ভাগদ্বয়ং দেয়ং শেষাস্তু সমভাগিনঃ॥"

এই দায়ভাগধৃত ব্যাসবচন হইতে সাধারণ অর্থাৎ অবিভক্ত বাহনের (অশ্বাদির) বা আয়ুধের (অস্ত্রাদির) সাহায্যে শৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন অর্জ্জিত হইবে, তাহাতে অর্জ্জকের ভ্রাতৃগণ সাধারণ বাহন বা অস্ত্রাদি দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া অংশভাগী হইবেন, এই অর্থ স্পষ্ট প্রকাশ থাকায় এবং উক্তরূপে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের অর্জ্জকত্বনিবন্ধন দুই ভাগ ও অপর ভ্রাতাদিগের এক এক ভাগ হইবে, ইহা ঐ বচনে কথিত থাকায় এবং প্রাদেশিক স্বত্ববাদী জীমূতবাহন তাহাই স্বীকার করায় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন, সাধারণ অশ্বাদি দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া উহার অংশ সকল ভ্রাতাই লইবে ইহা প্রাদেশিক-স্বত্ববাদী বলিতে পারেন না। যেহেতু পিত্রাদির মরণকালীন পুত্রাদির জীবন, প্রদেশে অর্থাৎ যে যে অংশে যাহার স্বত্ব বিভাগ দ্বারা পরে নির্ণীত হইবে, সেই সেই অংশেই তাহার স্বত্ব জন্মাইয়া থাকে, পিত্রাদির সমুদায় ধনে নহে। তাহা হইলে বিভাগের পূর্ব্বে যে অশ্বাদি বা আয়ুধ লইয়া শৌর্য্যাদিদ্বারা এক ভ্রাতা ধন অর্জ্জন করিল, সেই অশ্বাদি যদি তাহারই অংশে পড়ে, তাহা হইলে বিভাগের পূর্ব্বেও কেবল তাহারই সেই অশ্বাদিতে স্বত্ব থাকায়, এবং শারীরব্যাপার কেবল তাহারই থাকায় তাহার শারীর-ব্যাপার ও তাহারই অশ্বাদির ব্যাপার দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া অর্জ্জিত সমুদায় ধন সেই অর্জ্জকেরই হউক। আর যদি অপরের অংশে সেই অশ্বাদি পড়ে, তাহা হইলে যাহার অশ্বাদি সেই ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি কায়িকব্যাপারাদি দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছে, সেই

CENTRAL LIBRARY

অর্জ্জক এই দুইজনে মাত্র সমভাবে ঐ ধন বিভাগ করিয়া লউক,—কারণ ঐ অর্জ্জনে একজনের অশ্বাদির ব্যাপার হইতেছে ও অপরের শারীরব্যাপার হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যাহাদের শারীরব্যাপার নাই বা অশ্বাদির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় অশ্বাদিব্যাপারকে দ্বার করিয়াও ধনার্জ্জনে কোন সম্বন্ধ নাই, সেই ভ্রাতারা অংশভাগী হইতে পারে না। অথচ ঐ বচনে সকল ভ্রাতার অংশভাগিতা কথিত থাকায় সামুদায়িক স্বত্বই যে আর্ষাভিপ্রায়সিদ্ধ ইহা প্রতীত হইতেছে। অতএব সামুদায়িক স্বত্বই স্বীকার্য্য।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, উক্ত "সাধারণং সমাশ্রিত্য" ইত্যাদি বচনে অবিভক্ত দ্রব্যকে সাধারণ বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়া প্রাদেশিক স্বত্ব হইলেও অবিভক্ত দ্রব্য সাধারণই হইবে, কারণ বাচনিক অর্থে যুক্তির অবতারণা হইতে পারে না ; অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য প্রদর্শিত উদাহরণ দোষাবহ নহে, ইহা তাৎপর্য্যতঃ সূচনা করিয়া স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য প্রদর্শিত প্রাদেশিক স্বত্ববাদের উপর দোষ উপেক্ষার যোগ্য ইহা ভঙ্গ্যন্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বাচনিক বলিয়া বিধ্যন্তর স্বীকার করিলে গৌরব হয়, অর্থাৎ যাহাদের অর্জ্জনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগকেও অর্জ্জিত ধনের অংশ দিতে হইবে এইরূপ অপূর্ব্ব বিধি স্বীকার করিতে হয়।

তর্কালঙ্কার মহোদয় ঐভাবে সামুদায়িকস্বত্ববাদী স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের প্রদর্শিত দোষকে পরিহার করিলেও যেস্থলে বিভাগের পরে কোন অংশীর নিকট হইতে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে প্রচ্ছাদিত ধন সাধারণ বলিয়া প্রকাশ পায় তখন তাহার বিভাগ কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। সেইস্থলে প্রচ্ছাদিত ধনের যাহা তখন পাওয়া যাইতেছে সেই ধনের অংশ সেই ধনপ্রচ্ছাদনকারীকেও দিবার কথা উক্ত আছে। অথচ ব্রাহ্মণসন্তান সুবর্ণ প্রচ্ছাদন করিলে অপর ভ্রাতার প্রাপ্য সুবর্ণও প্রচ্ছাদিত সুবর্ণের মধ্যে থাকায় ঐ প্রচ্ছাদনকারীর ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণের অপহরণ হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

অতএব সেই প্রচ্ছাদক সুবর্ণ-স্তেয়কারী বলিয়া যখন পতিত হয় তখন সেই ব্যক্তি অংশভাগী হইতে পারে না এই আশঙ্কা পরিহারের উপায়ান্তর না পাওয়ায় "ইদঞ্চ সামুদায়িকস্বত্ববাদিমত-মাশ্রিত্য সমাহিতম্, স্বমতে তু স্বত্বস্য প্রাদেশিকত্বাদেতাবতা প্রয়াসেনাপ্যত্র স্তেয়নিষ্পত্তির্দুর্বারৈব পরমাত্র-স্বত্ববদ্দ্রব্যস্যাপহৃত-সমুদায়মধ্যে সত্ত্বাদিতি বোধ্যম্" (দায়ভাগ ১৩শ অধ্যায় ১৪শ স্তবক শ্রীকৃষ্ণকৃতটীকা) এই সন্দর্ভ দ্বারা সামুদায়িকস্বত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ সকল দেখিয়া মনে হয়, কেবল "সাধারণং সমাশ্রিত্য" ইত্যাদি ব্যাসবচনই যে অবিভক্ত ধনাদিকে সাধারণরূপে নির্দ্দেশ করায় সামুদায়িক স্বত্বের জ্ঞাপন করিয়াছে তাহা নহে। অবিভক্ত ধনপ্রচ্ছাদন করার পরে ঐ ধন প্রচ্ছাদিত হইয়াছিল ইহা প্রকাশ পাইলে সেই সাধারণধনপ্রচ্ছাদনকারীকে উক্ত অপরাধের জন্য বঞ্চিত করা হয় নাই। এমন কি ঐ প্রচ্ছাদিত ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। অধিক কি, প্রচ্ছাদিত ধন হইতে যদি প্রচ্ছাদনকারী ভোগদ্বারা আংশিক ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাও গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া সাধারণ ধনে সামুদায়িকস্বত্ব আছে বলিয়াই চৌর্য্যদোষ হইতেছে না, ইহাই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন (ক) তাৎপর্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য সামুদায়িকস্বত্ব

(ক) ঋণে ধনে চ সর্ব্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি।
পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎকিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং সমতাং নয়েৎ॥ (ইতি মনুঃ)

অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং বিভক্তৈর্যত্র দৃশ্যতে।
তৎপুনস্তে সমৈরংশৈর্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ॥ (ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং দুর্ব্বিভক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পশ্চাৎপ্রাপ্তং বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভৃগুঃ॥
বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলান্নৈব প্রদাপয়েৎ।
বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ॥ (ইতি কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

আর্ষাভিপ্রায়সিদ্ধ বলা যায়। অতএব প্রাদেশিক স্বত্ববাদীর প্রদর্শিত সামুদায়িক স্বত্বোৎপত্তি ও বিভাগ দ্বারা তাহার নাশস্বীকাররূপ গৌরবদোষকে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য, 'প্রমাণ থাকিলে গৌরব দোষাবহ হয় না', এই বুঝিয়াই প্রাদেশিকস্বত্ব ত্যাগ করিয়া সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং কোনও অংশীই অবিভক্ত অবস্থায় সমুদায় ধন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে না পারিলেও পূর্ব্বোক্তস্থলে সামুদায়িক-স্বত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথেচ্ছব্যবহার্য্যতাই কেবল স্বত্বের ফল নহে, ইহা রঘুনন্দনের অভিপ্রায়।

এই যে সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে এবং প্রাদেশিকস্বত্ববাদও জীমূতবাহনের দায়ভাগের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম স্তবকে প্রদর্শিত আছে। ঐ উভয়বিধ স্বত্ব স্বীকারের কারণ বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারদ্বয় যে ভাবে যুক্তি দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অন্যদেশীয় নিবন্ধকারের লেখায় দেখা যায় না। এইজন্য দায়ভাগের মত অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশাদিতে ধনাধিকারিক্রম ব্যবহৃত হইতেছে, এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত আদৃত হইয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দেখিয়া স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে সামুদায়িকস্বত্ববাদী, ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। স্থূলতঃ এই দ্বিবিধ স্বত্ববাদ লইয়া ঐ পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহার মূলকারণ অন্বেষণ করিলে বুঝা যায়, যে জীমূতবাহন লোকব্যবহারমূলক যুক্তিকেই প্রামাণ্য দিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বচনমূলক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন, মিতাক্ষরাকারাদির অবলম্বিত বলিয়াই নির্বিচারে সামুদায়িকস্বত্ববাদ গ্রহণ করেন নাই।

ঐরূপ লেখাদ্বারা সামুদায়িকস্বত্ববাদ প্রকাশ করিলেও তিনি যে মিতাক্ষরাকারাদির অনুবর্ত্তনকারী নহেন, তাহা তাঁহার জন্মস্বত্ব-বাদের পরিত্যাগ হইতে ও জীমূতবাহন সম্মত পার্ব্বণ পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতাই স্বত্বের কারণ ইহার স্বীকার হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীত হয়।

CENTRAL LIBRARY

মিতাক্ষরাকারাদি পুত্রের জন্মকেই স্বত্বের কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহার অমতে তাঁহার ধন পুত্রেরা স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারে না, জীমূতবাহন ইহা নানা ঋষিবচন দ্বারা প্রতিপাদন করিবার সময়ে "অস্বাম্যং হি ভবেদেষাং নির্দোষে পিতরি স্থিতে" এই দেবলবচন দ্বারা পাতিত্যাদি স্বত্বহানিকর দোষবিবর্জ্জিত পিতার জীবনকালে পুত্রাদির স্বামিত্ব থাকে না, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে যুক্তি এই যে, জন্মাধীন স্বত্ব হইলে পিতার দ্রব্যে পুত্রের স্বত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে পিতার নিজধনেও স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় স্বধন ব্যবহার করিতে পারিতেন না, অথচ "তস্য স্বেচ্ছা স্বয়-মুপাত্তেঽর্থে" এই বচন দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হইতেছে। তবে পূর্ব্বপ্রদর্শিত "ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ" এই বচনে ভার্য্যা পুত্রাদির স্বোপার্জ্জিত ধনেও যখন স্বাতন্ত্র্য থাকে না ইহা উক্ত আছে, তখন পিতৃদ্রব্যেও সেইরূপ স্বত্বই হইবে, পিতার স্বাতন্ত্র্যব্যাঘাতক স্বত্ব বলা যাইবে না; তাহা হইলে বিষমশিষ্ট দোষ হইবে। অর্থাৎ পুত্রাদির স্বার্জ্জিত ধনে যদি পিতৃপারতন্ত্র্য থাকে, তাহা হইলে পিতৃধনে পুত্রাদির তাঁহার ইচ্ছাধীনতা থাকিবেই ইহা বলিলে একটি অবাস্তব স্বত্ব (মিথ্যা স্বত্ব) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুস্বরূপ কল্পনা-মাত্র বলিতে হয়। আমার বস্তু অথচ আমি উহা স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারিব না এবং সেই বস্তু অন্য ব্যক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে আমি তাহার কিছু মাত্র প্রতিবন্ধকও হইতে পারিব না, তথাপি ঐ বস্তু আমার ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ স্বত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন ও নির্মূলক ও কল্পনামাত্র। অতএব অর্জ্জনস্বরূপ বলিয়া জন্মই স্বত্বের কারণ ইহা গৌতম বচনের অভিপ্রায় নহে, জন্মই পুত্রত্বপ্রভৃতি সম্বন্ধের কারণ সেই সম্বন্ধীর জীবন অপর সম্বন্ধীর স্বত্বনাশকালে থাকিলে স্বত্বের হেতু হয় এই অর্থের জ্ঞাপক; এইরূপ গূঢ়ার্থপূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশক জীমূতবাহন যে পথের

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শক পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সেই পথেরই পথিক। এবং তিনি সামুদায়িক স্বত্বে যথেচ্ছব্যবহার ভিন্ন অন্যফল যেরূপ দেখিয়াছিলেন, জন্মজন্য স্বত্ব স্বীকার করিলে সেইরূপ কোন ফল দেখেন নাই। এই বিবেচনায় জন্মস্বত্ববাদ স্বীকার করেন নাই, ইহা মনে হয়। বঙ্গদেশের ইহাই অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

আসাম প্রদেশীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পীতাম্বরসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার সঙ্কলিত বিবাদকৌমুদীগ্রন্থের অন্তর্গত দায়কৌমুদীগ্রন্থে জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে স্ত্রীধনে অধিকারি-ক্রমনির্ণয়ের সহিত সাধক বচনোপন্যাস তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ইহাই নিবন্ধকারগণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত॥

এক্ষণে স্ত্রীধনাধিকারিক্রম উপস্থাপিত করিতেছি। নিবন্ধকার-গণের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের ধনাধিকারিক্রমকথন-বিষয়ে মৌলিকতা আছে। বিজ্ঞানেশ্বর ঋষিবাক্য হইতে স্ত্রীধনের অধিকারী অবগত হইয়া অনেকস্থলে নিজের ইচ্ছানুরূপ তাহার ক্রমের কল্পনা দেখাইয়াছেন। এবং ঋষিবচনে উক্ত থাকিলেও শুল্কধন ভিন্ন অন্য কোন সংজ্ঞাবিশেষের আদর করেন নাই॥

কিন্তু জীমূতবাহন ঋষিবচনে বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত স্ত্রীধনের অধিকারবিষয়ক ঋষিবচনের উপন্যাস করিয়া বিশেষ সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট বহু স্ত্রীধনের অধিকারভেদে ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা দ্বারা তাঁহার শাস্ত্রার্থনির্ণয়বিষয়ে অতিশয় নৈপুণ্য ও বহুদর্শিতা জনসমাজে পরিস্ফুট হইয়াছে। জীমূতবাহনের এই সকল বিশেষত্ব আছে বলিয়া বচনমাত্র-উপন্যাসে যে স্থলে অধিকারিনির্ণয় হয়, সেই সকল প্রদেশে বচনে অনুক্ত অধিকারীর বিবাদ উপস্থিত হইলে পিণ্ড-দানাদিরূপ উপকারকতার তারতম্যে জীমূতবাহন যে অধিকারিক্রম কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই এখনকার ধর্ম্মাধিকরণে গৃহীত হয়।

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের এই মাত্র প্রভেদ। অন্যান্য নিবন্ধকারগণ কিছু কিছু চিন্তাধারা নূতন দেখাইলেও ঐ দুইজনের ন্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয় না।

অধিকাংশ নিবন্ধকার মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাগ্রে মিতাক্ষরার ক্রমের উল্লেখ করিতেছি।

মিতাক্ষরা মতে

স্ত্রীধনে দুহিতার কেন অধিকার হয়, তাহা প্রথমেই বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ। ইতি স্ত্র্যবয়বানাং দুহিতৃষু বাহুল্যাৎ স্ত্রীধনং দুহিতৃগামি।" অর্থাৎ স্ত্রীর শুক্রাধিক্যে দুহিতার উৎপত্তি হয় বলিয়া স্ত্রীধনে স্ত্রীর অবয়ববাহুল্য হেতু দুহিতার অধিকার হইয়া থাকে। এই যুক্তিবলে মিতাক্ষরাকার শুল্কেতর ও শুল্করূপ স্ত্রীধনে যে অধিকারের ক্রমকীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল। প্রথমে শুল্কেতরসংজ্ঞান্তর্গত কন্যাধনে নিম্নলিখিত ক্রমে পর পর অধিকার হয়। (ক)

(১) ভ্রাতা
(২) মাতা
(৩) পিতা
(৪) পিতৃপক্ষ
(৫) মাতৃপক্ষ

দ্বিতীয়—শুল্ক ভিন্ন উঢ়ার স্ত্রীধনে নিম্নলিখিত ক্রমে পরে পরে অধিকার হয়। (খ)

(ক) "রিক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ম্।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥" (বৌধায়ণঃ)

(খ) "স্ত্রীধনং দুহিতৃণাম্ প্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ।" (গৌতমঃ)

(১) অদত্তা কন্যা
(২) দত্তা কন্যা অপ্রতিষ্ঠিতা (অনপত্যা, নির্ধনা)
(৩) দত্তা কন্যা প্রতিষ্ঠিতা (পুত্রবতী ও সধনা)
} ইহারা দৌহিত্রীকে কিছু দান করিবে।

(৪) দৌহিত্রী (ক)
(৫) দৌহিত্র (খ)
} মাতৃভাগানুসারে ভাগাধিকারী হইবে।

(৬) পুত্র (গ)
(৭) পৌত্র (ঘ)

এই পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে অপ্রজ স্ত্রীধন হয়।

[**বিশেষ মন্তব্য** :—দৌহিত্রী ও দৌহিত্র মাতৃভাগানুসারে ভাগ পাইবে অর্থাৎ যাহার বা যাহাদের মাতার যেরূপ প্রাপ্য অংশ তাহার বা তাহাদের সেই মাতার অংশক্রমে প্রাপ্য হইবে। বর্ত্তমানে মোল্লাপ্রণীত ইংরাজি ১৯২৬ সালের মুদ্রিত আইন পুস্তকে ১৬০ ধারায় পৌত্র, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী মাতার ও পিতার ভাগানুসারে ভাগ পাইবে উক্ত আছে।

(ক) "দুহিতৃণাং প্রসূতা চেৎ" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে দুহিতার পুনর্ব্বার বিধান করায় পুনরুক্তিদোষ নিবারণার্থ 'দুহিতৃ' শব্দে দৌহিত্রীতে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে।

(খ) "মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ" (নারদঃ)

(গ) "তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

"জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং ঋক্থংভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥" (মনুঃ)

(ঘ) "ঋক্থভাজ ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ (গৌতমঃ)

এই গৌতম বচনে ধনভাগীরাই ধনীর ঋণ পরিশোধ করিবে ইহা দেখা যায়। অতএব "পুত্রপৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং" ইত্যাদি বচনে পৌত্রের ঋণ পরিশোধ করিবার নির্দ্দেশ থাকায় গৌতমবচন-অনুসারে তাহার ধনভাগিত্ব প্রতীত হইতেছে।

পৌত্রের পিতামহী-ধনে পিতৃভাগানুসারে অংশপ্রাপ্তি মিতাক্ষরায় স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই কিন্তু স্মৃতিচন্দ্রিকাকার ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় মাত্র দৌহিত্রীর মাতৃভাগক্রমে মাতামহীর ধনে অধিকার কথিত আছে, দৌহিত্র বা পৌত্রের বিষয়ে উল্লেখ নাই এইটুকু মাত্র ভেদ]।

ঐ অপ্রজ স্ত্রীধনে অধিকারক্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

(৮) উত্তমবর্ণ পুরুষের পরিণীতা হীনবর্ণা নারীর পিতৃদত্ত ধনে উত্তমবর্ণা সপত্নী কন্যা অধিকারিণী হইবে। (ক)

(৯) উত্তমবর্ণা সপত্নীদৌহিত্রী ও দৌহিত্র—এস্থলে নীলকণ্ঠভট্ট উত্তমবর্ণা সপত্নীকন্যার ও সপত্নীদৌহিত্রীর অনূঢ়া উঢ়া অপ্রতিষ্ঠিতা ও প্রতিষ্ঠিতা ভেদে অধিকার হইবে দেখাইয়াছেন। কমলাকরভট্ট বিবাদতাণ্ডবে পূর্ব্বোক্ত "স্ত্রিয়াস্তু যদ্‌ভবেদ্বিত্তমিত্যাদি" মনুবচনের 'তদপত্যস্য' শব্দের 'সপত্নীপুত্রস্য' এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একারণ কমলাকরভট্টের মতে উত্তমবর্ণা সপত্নীকন্যা বা সপত্নীপুত্র অধিকারী বুঝাইতেছে।

[**মন্তব্য** :—যদিও কলিযুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ঋষি বচনে নিষিদ্ধ থাকায় এক্ষণে প্রচলিত নাই তথাপি মিতাক্ষরাকারাদি নিবন্ধকারগণ উহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে তাহা লিখিত হইল]।

ঐ পর্য্যন্তের অভাবে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বিবাহ সংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর ধনে নিম্নলিখিতক্রমে অধিকার হইবে। ইহার প্রমাণ—"অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি। দুহিতৃণাং প্রসূতা চেচ্ছেষেষু পিতৃগামি তৎ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ক) "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ॥" (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

(১০) ভর্ত্তা (ক)

(১১) সপত্নীপুত্র

(১২) সপত্নীপৌত্র (মিতাক্ষরায় এই পর্য্যন্ত স্ত্রীধনাধিকার-ক্রম উক্ত আছে। অতঃপর পুংধনক্রম গ্রাহ্য)।

(১৩) নিজের প্রপৌত্র ও সপত্নীপ্রপৌত্র যুগপৎ অধিকারী। কারণ ভর্ত্তার সন্নিহিত ক্রম গ্রহণীয়।

(১৪) সপত্নী

(১৫) সপত্নী কন্যা

(১৬) সপত্নী দৌহিত্র

(১৭) শ্বশ্রূ (ভর্ত্তার মাতা)

(১৮) শ্বশুর (ভর্ত্তার পিতা)

(১৯) ভর্ত্তার ভ্রাতা দেবর ও ভাশুর

(২০) ভর্ত্তার ভ্রাতৃপুত্র দেবরপুত্র ও ভাশুরপুত্র

(২১) ভর্ত্তার ভ্রাতৃপৌত্র

(২২) পরে সপিণ্ড সমানোদক, সান্নিধ্যক্রমে অধিকার।

আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহ চতুষ্টয় সংস্কৃতা অপ্রজ স্ত্রীর ধনের অধিকারিক্রম = প্রমাণ = পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের "শেষেষু পিতৃগামি তৎ" এই অংশের পিতৃপদ হইতে একশেষ-কল্পনায় মাতা ও পিতার লাভ হইতেছে। কন্যায় মাতার অংশ অধিক থাকায় পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার মিতাক্ষরাসম্মত হইতেছে।

(ক) ভর্ত্তার অভাবে ভর্ত্তৃসপিণ্ডগণ সান্নিধ্যক্রমে অধিকারী হইবে, অর্থাৎ পুংধনাধিকারিক্রম-অনুসারে (সপত্নীপুত্রাদির) অধিকার হইবে। প্রমাণ—"তদভাবে (ভর্ত্রভাবে) তৎপ্রত্যাসন্নানাং সপিণ্ডানাং ভবতি" ইতি মিতাক্ষরা, বর্দ্ধমানমুদ্রিত পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠা।

CENTRAL LIBRARY

(১০) মাতা

(১১) পিতা (ক)

(১২) পিতার পুত্র (অর্থাৎ সোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)

(১৩) ভ্রাতুষ্পুত্র

(১৪) ভ্রাতৃপৌত্র (মোল্লা আইনে ইহার উল্লেখ নাই)

(১৫) বিমাতা

(১৬) ভগিনী

(১৭) ভগিনী-পুত্র (পিতার দৌহিত্র)

(১৮) পিতামহী

(১৯) পিতামহ

(২০) পিতৃব্য প্রভৃতি পিতার সপিণ্ডাদিরূপ পুংধনাধিকারিক্রমে।

তৃতীয়—শুল্ক ধনে অধিকারিক্রম। ইহার প্রমাণ—"ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ব্বঞ্চৈকে" ইতি গৌতমঃ।

(১) ভ্রাতা

(২) মাতা

(৩) পিতা

(৪) পিতার সন্নিহিতক্রম যেরূপ আসুরাদিবিবাহসংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর ধনে প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ।

বাগ্‌দানের পর শুল্কধনে অর্থাৎ বর বা বরপক্ষীয়গণ কন্যাকে যাহা প্রদান করিয়া থাকেন বিবাহের পূর্ব্বে ঐ কন্যামরণে ঐ ধনে নিম্নক্রমে অধিকারী হইবে। ইহার প্রমাণ "স্বঞ্চ শুল্কং বোঢ়া" এই গৌতম সূত্র। ব্যবহারময়ূখে ইহাকে শঙ্খবচন বলিয়াছেন।

(ক) পিতার অভাবে পিতৃসপিণ্ডগণ সান্নিধ্যবশতঃ পুংধনাধিকারিক্রমে অধিকারী হইবে। প্রমাণ—"তদভাবে (পিত্রভাবে) তৎপ্রত্যাসন্নানাং ধনগ্রহণম্" ইতি মিতাক্ষরা, বর্দ্ধমানমুদ্রিত পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠা।

CENTRAL LIBRARY

(১) বর
(২) বরপক্ষীয়গণ
(এ স্থলে বাগ্‌দানকালে কৃত ব্যয়ের অবশিষ্ট পাইবে)

মদন পারিজাত মতে

মিতাক্ষরার মতানুবর্ত্তী বিশ্বেশ্বরভট্ট তৎপ্রণীত মদনপারিজাত গ্রন্থে মিতাক্ষরারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ; তবে সেই স্থলে যে টুকু বিশেষ আছে তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইল। যেস্থলে মিতাক্ষরার মতের সহিত সামঞ্জস্য আছে তাহার উল্লেখ করা হইল না। শুল্কেতর স্ত্রীধনে—

(১) অনূঢ়া দৌহিত্রী
(২) উঢ়া দৌহিত্রী (অপ্রতিষ্ঠিতা)
(৩) উঢ়া দৌহিত্রী (প্রতিষ্ঠিতা)
(৪) দৌহিত্র

ব্রাহ্মাদি বিবাহ চতুষ্টয়ে (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বিবাহে) বিবাহিতার অপ্রজ স্ত্রীধনে—

(১) ভর্ত্তা
(২) ভর্ত্তৃকুলপ্রত্যাসন্ন

যদি ভর্ত্তৃকুলপ্রত্যাসন্ন না থাকে তাহা হইলে

(৩) মাতা
(৪) পিতা
(৫) পিতৃকুলপ্রত্যাসন্নক্রমে অধিকারী হইবে, এইটুকু বিশেষ। ঐরূপ আসুরাদি বিবাহ চতুষ্টয়ে (গন্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহে)

বিবাহিতার অপ্রজস্ত্রীধনে—

(১) মাতা
(২) পিতা
(৩) পিতৃকুলপ্রত্যাসন্ন, ইহা না থাকিলে

CENTRAL LIBRARY

(৪) ভর্ত্তা

(৫) ভর্ত্তৃকুলপ্রত্যাসন্ন অধিকারী হইবে এইটুকু বিশেষ। অন্যান্য সমস্তই মিতাক্ষরার তুল্য। (মিতাক্ষরা দ্রষ্টব্য)

পরাশর মাধব মতে

মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী পরাশরমাধবকার মাধবাচার্য্যের মিতাক্ষরার মতের সহিত যেটুকু ভেদ আছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। মিতাক্ষরায় সামান্যতঃ যেভাবে স্ত্রীধনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আছে তাহার সহিত পরাশরমাধবকারের মতসাম্য আছে, কেবল যৌতক-পিতৃকুললব্ধ স্ত্রীধন পরাশরমাধবে কথিত আছে এইটুকু বিশেষ।

শুল্কেতর স্ত্রীধনের অন্তর্গত ভর্ত্তৃকুললব্ধ স্ত্রীধনে—

১। অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপদধিকার এইটুকু বিশেষ কথিত আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহসংস্কৃতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে—

(১) ভর্ত্তা

এবং আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহসংস্কৃতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে—

(১) মাতা

(২) পিতা

তদভাবে—"মাতৃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা।
তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্ত্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ॥"

এই বৃহস্পতিবচনস্থ 'সুত' পদে সপত্নীপুত্রের এবং 'তৎসুত' পদে নিজের পৌত্র ও সপত্নীপৌত্রের অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাদের অভাবে

ভগিনীপুত্র

ভর্ত্তৃভাগিনেয়

CENTRAL LIBRARY

দেবর পুত্র } অর্থাৎ স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র
ভাশুর পুত্র }
নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র
জামাতা

দেবর প্রভৃতি, অধিকারক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মিতাক্ষরার মত হইতে পরাশর মাধবের মতে এইটুকু বিশেষ।

(অপর সমস্ত মিতাক্ষরার মতের সহিত তুল্য)

বিবাদচিন্তামণি মতে

বিবাদচিন্তামণিকার বাচস্পতিমিশ্র মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তন করিলেও তন্মধ্যে বিশেষ এই যে ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্ত ও অন্বাধেয়রূপ স্ত্রীধনে।

১। ভগিনী ও ভ্রাতার অর্থাৎ কন্যা ও পুত্রের যুগপদধিকার। এই পুত্রের সহিত কন্যার অধিকার বিষয়ে বিশেষ এই যে প্রথমে অদত্তা কন্যা অধিকারিণী হইবে।

অদত্তার অভাবে—

দত্তা সধবা (অপ্রতিষ্ঠিতা) ও পুত্রের যুগপদধিকার।

দত্তা সধবা (প্রতিষ্ঠিতা) ও পুত্রের যুগপদধিকার। ইহার প্রমাণ (ক)

এই বিশেষ ভিন্ন অন্য অধিকারক্রম মিতাক্ষরার ন্যায় দেখাইয়াছেন।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহিতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে

(১) ভর্ত্তা

এবং আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহিতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে

(১) মাতা

(২) পিতা

(ক) "স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তাচেৎ সমূঢ়া তু লভতে সা ন মাতৃকম্ ॥" ইতি বৃহস্পতিঃ।
"ভগিন্যো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিভজেরন্ সভর্ত্তৃকাঃ ॥" (কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

তদভাবে

(১) ভগিনী পুত্র

(২) ভর্ত্তৃভাগিনেয়

(৩) দেবর পুত্র } অর্থাৎ স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র

(৪) ভাশুর পুত্র

(৫) নিজের ভ্রাতৃপুত্র

(৬) জামাতা

(৭) দেবর প্রভৃতির অধিকারক্রম পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতি বচন-অনুসারে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

বিবাদতাণ্ড

বিবাদতাণ্ডবকার কমলাকরভট্টও মিতাক্ষরার অনুবর্ত্তনকারী। ইহার প্রণীত বিবাদতাণ্ডবগ্রন্থ বিহারের কিয়দংশে প্রচলিত আছে। ইহাতে মিতাক্ষরার ন্যায় অধিকারিক্রম প্রায়শঃ উল্লিখিত আছে কেবল পৌত্রের পর

১। প্রপৌত্র

২। সপত্নী পুত্র

৩। সপত্নী পৌত্র অধিকারী হইবে এইটুকু মাত্র বিশেষ। আর একটু বিশেষ এই যে উঢ়া কন্যা অধিকরিণী হইলে দৌহিত্রীকে কিঞ্চিৎ দিবার কথা মিতাক্ষরায় লিখিত আছে কিন্তু বিবাদ-তাণ্ডবকার ঐ স্থলে চতুর্থাংশ দিবার কথা বলিয়াছেন।

আরও যৌতকধনে কেবল কন্যার অধিকার হয় এজন্য যৌতক ধন কম থাকিলে এবং পিতার ধন না থাকিলে যৌতকাতিরিক্ত—মাতৃধন কন্যা ও পুত্র সমভাগে ভাগ করিয়া লইবে ইহা বিবাদ-তাণ্ডবে উক্ত আছে। সপত্নী দৌহিত্রের পর ব্রাহ্মাদি বিবাহে ভর্ত্তার অধিকার ও আসুরাদি বিবাহে মাতার এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহিতা স্ত্রীর স্ত্রীধনে ক্ষত্রিয় জাতির ভর্ত্তার অধিকার হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত

CENTRAL LIBRARY

"মাতৃষ্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচন অনুসারে পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা তুল্যভাবে উক্ত আছে। (পরাশরমাধব দ্রষ্টব্য)

পতিপ্রীতিদত্তধনে ও অন্বাধেয় ধনে অনূঢ়া কন্যা ও পুত্রের যুগপদধিকার। অনূঢ়ার অভাবে উঢ়া (অপ্রতিষ্ঠিতা) অর্থাৎ অনপত্যা নির্ধন-ভর্ত্তৃকা ও দুর্ভগা অধিকারিণী হইবে। তদভাবে উঢ়া (প্রতিষ্ঠিতা) পুত্রের সহিত যুগপদধিকারিণী হইবে।

যৌতকধনে কুমারীর অধিকার। তদভাবে উঢ়া (অপ্রতিষ্ঠিতা) এবং উঢ়া (প্রতিষ্ঠিতা) তৎপরে সর্ব্বপ্রকার কন্যার অভাবে ঐ যৌতকধন পুত্রগামী হইবে। পুত্রের পর পৌত্র অধিকারী।

শুল্কেতর অপ্রজ স্ত্রীধনে সপত্নী কন্যা, তদভাবে সপত্নী দৌহিত্র তদভাবে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে ভর্ত্তা, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহে মাতা তৎপরে পিতা তদভাবে পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতি বচন-অনুসারে পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থাপিত আছে।

ব্যবহারময়ূখমতে

ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠভট্ট প্রধানতঃ স্ত্রীধন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেনঃ (১) পারিভাষিক (২) অপারিভাষিক। প্রথমে পারিভাষিক স্ত্রীধনে অধিকারীক্রম সন্নিবেশিত করা হইতেছে। অন্বাধেয়ধনেও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্তধনে অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ তুল্যাংশ ভাগিতা (ক) কিন্তু দত্তা জ্যেষ্ঠাকে মানের জন্য কিঞ্চিৎ দেয়। (খ)

(ক) "অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ"। (মনুঃ)
"জনন্যাং সংস্থিতায়াস্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ" ॥ (মনুঃ)

(খ) স্ত্রীধনং স্যাদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু লভতে মানমাত্রকম্" ॥ (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

অদত্তা কন্যার অভাবে দত্তা সধবা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ সমভাগে অধিকার হইবে। (ক) তখন দৌহিত্রীকে প্রীতির জন্য কিঞ্চিৎ দেয় (খ)। (মিতাক্ষরাকারও দৌহিত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক দানের কথা বলিয়াছেন)। ব্যবহারময়ূখকার উহাদের অভাবে অধিকারী নির্দ্দেশ না করিলেও, ঐ স্থানে দত্তা সধবা কন্যার ও পুত্রের অভাবে দৌহিত্রী ও পৌত্র যুগপৎ অধিকারী; এবং দৌহিত্রীর অভাবে দৌহিত্রের ও পৌত্রের সহিত যুগপৎ অধিকার হইবে, ইহাই তাঁহার মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ স্থলে মোল্লা প্রণীত 'হিন্দু ল' (ষষ্ঠ সংস্করণ) গ্রন্থে ১৫১ ধারার ১ উপধারায় ৩ স্তবকে পুত্র ও দুহিতার অভাবে দুহিতার সন্ততি অর্থাৎ কন্যার কন্যা ও তাহার পুত্রের অধিকার প্রদর্শিত আছে। তদভাবে ১ উপধারায় ৩।৪ স্তবকে পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্রের অধিকার কথিত আছে। ইহা ব্যবহারময়ূখকারের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। কারণ দত্তা সধবা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার থাকায় পরস্পর পরস্পরের অধিকারের বাধক হইতেছে না, তাহাদিগের অভাবে তাহাদের সন্তানেরা ও যুগপৎ অধিকারী হইবে; কেহ কাহারও অধিকারের বাধক হইতে পারে না। এই জন্যই পিতৃমাতৃপ্রাপ্য অংশানুসারে তাহাদের সন্ততিগণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্ত—ভিন্ন পারিভাষিক স্ত্রীধন দুহিতার অভাবে দুহিতার সন্তানেরা পাইবে, কথিত আছে; সুতরাং ঐ ক্রম কখনও অন্বাধেয় ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্ত ধনে আসিতে পারে না।

যৌতকধনে কুমারী কন্যার অধিকার (গ)।

(ক) "ভগিন্যো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিভজেরন্ সভর্ত্তৃকাঃ॥" (কাত্যায়নঃ)

(খ) "যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্॥" (মনুঃ)

(গ) "মাতুস্তু যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ"। (মনুঃ)

অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্তভিন্ন পারিভাষিকস্ত্রীধনে অপ্রত্তা কন্যা, তদভাবে অপ্রতিষ্ঠিতা (নির্ধনা) দত্তা কন্যা, তদভাবে প্রতিষ্ঠিতা দত্তা কন্যা অধিকারিণী হইবে। দুহিতার অভাবে দুহিতার সন্তানেরা মাতৃভাগ-অনুসারে ভাগাধিকারী হইবে। (ক)

ব্যবহারময়ূখগ্রন্থে পারিভাষিক স্ত্রীধনাধিকারনিরূপণ-প্রসঙ্গে "দুহিতৃণামভাবে দুহিতৃসন্ততিঃ" এইরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দেশানুসারেও দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের যুগপৎ অধিকারের প্রতীতি হইলেও ঐ স্থলে আমার বিবেচনা হয়, প্রথমে দৌহিত্রীর, তদভাবে দৌহিত্রের অধিকার যুক্তিসঙ্গত। কারণ মিতাক্ষরা ও তন্মতানুবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ স্ত্রীর অবয়বের আধিক্যনিবন্ধন স্ত্রীধনে অগ্রে কন্যার অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যবহারময়ূখকারও ঐ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন বুঝা যায়। ব্যবহারময়ূখ-গ্রন্থের অপ্রজ-স্ত্রীধনাধিকারপ্রকরণে—"যদাসামৌরসো ন স্যাত্ সুতো দৌহিত্র এব বা" ইত্যাদি বচনের উপন্যাসানন্তর "দুহিতৃদৌহিত্র্যোরপি অভাবোঽত্র বোদ্ধব্যঃ। তদভাব এবৌরসদৌহিত্রয়োরধিকারাৎ" (খ) এই সন্দর্ভ উপন্যস্ত আছে। ইহা হইতে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রী, এবং তদভাবে দৌহিত্রের অধিকার যেমন সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ "দুহিতৃসন্ততিঃ" এই সামান্য নির্দ্দেশ থাকিলেও পূর্ব্বোপন্যস্ত ময়ূখকারের সন্দর্ভ হইতে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রীর তদভাবে দৌহিত্রের অধিকার প্রতীত হইতেছে। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত মোল্লা প্রণীত 'হিন্দু ল' (ষষ্ঠ সংস্করণ) গ্রন্থের

(ক) "অন্বাধেয়-ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্তভিন্নে পূর্ব্বোক্তে পারিভাষিকে স্ত্রীধনে তু বিশেষমাহ গৌতমঃ—স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ দুহিতৃণামভাবে দুহিতৃসন্ততিঃ ॥" (ব্যবহারময়ূখঃ)

(১৫৯ পৃষ্ঠা :—পি, ভি, কানে প্রকাশিত)

(খ) পি, ভি, কানের প্রকাশিত ব্যবহারময়ূখ ১৬২ পৃষ্ঠা।

CENTRAL LIBRARY

১৪৪ পৃষ্ঠা (১৫১ ধারায় ১ম উপধারায় তৃতীয় স্তরের ৩ সংখ্যায়) এবং ১৪৫ পৃষ্ঠা (ঐ উপধারার ৪র্থ স্তরের ৪ সংখ্যায়) যে দুহিতার অভাবে দুহিতার সন্ততি অর্থাৎ দুহিতার কন্যা এবং পুত্র যুগপৎ অধিকারী প্রদর্শিত আছে, তাহার সহিত ব্যবহারময়ুখগ্রন্থগত অভিপ্রায়ের বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে।

এস্থলে প্রসঙ্গাধীন দেখাইতেছি, যে যৌতকধন অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্তধন ভিন্ন পারিভাষিকস্ত্রীধনের অন্তর্গত হওয়ায় যৌতকধনে কুমারীকন্যার অভাবে পূর্ব্ববৎ অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতি-দত্তভিন্ন পারিভাষিকস্ত্রীধনে যে অধিকারিক্রমের উল্লেখ হইয়াছে তাহাই পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) কুমারী
(২) দত্তা কন্যা (অপ্রতিষ্ঠিতা)
(৩) দত্তা কন্যা (প্রতিষ্ঠিতা)
(৪) দৌহিত্রী
(৫) দৌহিত্র
(৬) পুত্র
(৭) পৌত্র

এই ক্রমে অধিকারী হইবে।

অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্ত স্ত্রীধনে পুত্রের অধিকার কন্যার সহিত যুগপৎ বিহিত থাকায় ঐ উভয়ের অভাবে

(১) দৌহিত্রী
(২) দৌহিত্র
(৩) পৌত্র ক্রমে অধিকারী হইবে, এইটুকু মাত্র বিশেষ।

[ঐ স্থলে আমার নিজের অভিমত এই যে, "দৌহিত্রী ও পৌত্রের যুগপদধিকার, দৌহিত্রী না থাকিলে দৌহিত্র ও পৌত্রের যুগপদধিকার বচন ও যুক্তি হইতে সিদ্ধ হইতেছে"।]

CENTRAL LIBRARY

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্যবিবাহদ্বারা সংস্কৃতা নারীর এবং ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহসংস্কৃতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে—

(১) ভর্ত্তার অধিকার, তদভাবে
(২) প্রপৌত্র (ধনস্বামিনীর) অধিকারী হইবে (ক), তদভাবে
(৩) সপত্নী পুত্র
(৪) „ পৌত্র
(৫) „ প্রপৌত্র
(৬) „ কন্যা
(৭) „ দৌহিত্র
(৮) ভর্ত্তৃভাগিনেয়
(৯) দেবর
(১০) স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র
(১১) জামাতা
(১২) ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যক্রমে অধিকারী।

আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহে সংস্কৃতা নারীর অপ্রজস্ত্রীধনে, এবং গান্ধর্ব্ববিবাহ যে যে বর্ণের ধর্ম্ম্যবিবাহ নহে, তাহার অপ্রজস্ত্রীধনে

(১) মাতা
(২) পিতা
(৩) সহোদর ভ্রাতা
(৪) „ ভ্রাতৃপুত্র
(৫) „ ভগিনীপুত্র
(৬) জামাতা

(ক) "ভর্ত্তুরভাবে তৎকুলে তস্যাঃ প্রত্যাসন্নো লভতে
পিত্রভাবে চ পিতৃকুলে তস্যাঃ প্রত্যাসন্নঃ ॥" (ব্যবহারময়ূখঃ)

CENTRAL LIBRARY

(৭) পিতার সন্নিহিত ক্রমে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,

(৮) " ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি ক্রমে অধিকারী হইবে।

[**মন্তব্য** :—ব্যবহারময়ূখগ্রন্থে ভর্ত্তার অভাবে ভর্ত্তৃকুলে "তস্যাঃ প্রত্যাসন্নো লভতে" এবং পিতার অভাবে পিতৃকুলে "তস্যাঃ প্রত্যাসন্নঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ভর্ত্তার পরে নিজের প্রপৌত্র পরে সপত্নীপুত্রাদিরূপ মিতাক্ষরোক্ত ক্রম গ্রাহ্য। আর পিতৃকুলে পিতার অভাবে তাহার (ধনস্বামিনীর) প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্ত্তী) অধিকারী হইবে, কথিত থাকায় ধনস্বামিনীর সন্নিহিত অধিকারী অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র থাকিলে অগ্রে ভ্রাতৃপুত্র ও ভগিনীর পুত্র, তৎপরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে বুঝা যাইতেছে। এস্থলে মিতাক্ষরামতে অধিকারিক্রমের সহিত ব্যবহারময়ূখকারের মতানুসারে অধিকারিক্রমের যে ভেদ হইতেছে, তাহার কারণ মিতাক্ষরাকার "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচন উদ্ধৃত করেন নাই, এবং ভর্ত্তার ও পিতার প্রত্যাসন্ন-ক্রমে ব্রাহ্মাদিভেদে ক্রমগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারময়ূখকার ঐ বৃহস্পতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ভর্ত্তা ও পিতাকে দ্বার করিয়া ধনস্বামিনীর প্রত্যাসত্তিক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন]।

আসুরাদিবিবাহচতুষ্টয়ে পিত্রাদিদত্তধনে কাত্যায়নবচনানুসারে পিত্রাদির অধিকার সিদ্ধ হইতেছে। তদভাবে পুত্র অর্থাৎ ভ্রাতৃগামী হইবে। (ক)

অবিবাহিতার শুল্কধনে অধিকারীর ক্রম কন্যাধনে কথিত হইয়াছে। মিতাক্ষরা ও মদনপারিজাতকারের মতে বিবাহিতার

(ক) "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধুনামভাবে পুত্রগামি তৎ"। (কাত্যায়নঃ)

(ব্যবহারময়ূখ ধৃত পাঠঃ)।

বীরমিত্রোদয়ে তু "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধুনামভাবে ভর্ত্তৃগামি তৎ"।

CENTRAL LIBRARY

শুল্কধনে কন্যা পুত্র সত্বেও ভ্রাতার অধিকার হয়. তদভাবে মাতার, তদভাবে পিতার অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যবহার-ময়ূখকারাদির মতে মাত্র শুল্করূপ অপ্রজস্ত্রীধনে ঐ প্রকার ভ্রাত্রাদির অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং হীনবর্ণা অপ্রজা নারীর পিতৃদত্ত-ধনে ব্রাহ্মণীসপত্নীকন্যা ও তাহার সন্ততি অর্থাৎ দৌহিত্রী ও দৌহিত্র যুগপৎ অধিকারী হইবে কথিত আছে। তদ্ভিন্ন অপ্রজ-স্ত্রীধনে (শুল্করূপ অপ্রজস্ত্রীধনে এবং হীনবর্ণা অপ্রজানারীর পিতৃদত্তধনভিন্ন ধনে) ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে। উপরে যে অধিকারীর ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক স্ত্রীধনে। পারিভাষিকাতিরিক্ত বিভাগকর্ত্তনাদিলব্ধ স্ত্রীধনে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রীক্রমে ব্রাহ্মাদিবিবাহে তৎক্রমে, এবং আসুরাদি বিবাহে আসুরাদি ক্রমে। কিন্তু অনূঢ়া কন্যার অভাবে যৌতকধনে কাহার অধিকার হইবে, এই যে আকাঙ্ক্ষা মোল্লা প্রণীত 'হিন্দু ল' গ্রন্থের ১৫১ ধারা ১ উপধারার ২ স্তবকে যৌতকপ্রকরণে উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই পারে না। কারণ ময়ূখকার পতির প্রীতিদত্ত ও অন্বাধেয়—ধনভিন্ন ধনে "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতমবচনানুসারে স্পষ্টতঃ অধিকারীর ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিচন্দ্রিকা মতে

স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণভট্ট মিতাক্ষরামতানুযায়িনিবন্ধকার-গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইঁহার মতে স্ত্রীধনের অধিকারীর ক্রম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

(১) অন্বাধেয় ও (২) ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্ত ধনে পুত্র ও অদত্তা কন্যার (অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনীর) যুগপৎ অধিকার

CENTRAL LIBRARY

(সমাংশভাগিতা)। (ক) অদত্তার অভাবে সধবা কন্যার সোদরের সহিত তুল্যাংশিতা। (খ) (এস্থলে কাত্যায়ন বচনে 'সভর্ত্তৃকা' বলিয়া উল্লেখ থাকায় বিধবা কন্যার অধিকার হইবে না) দৌহিত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দেয়, (গ) নিম্নলিখিত মনুবচনে 'যথার্হতঃ' শব্দ থাকায় সংস্বভাব ও অবস্থাহীন বিবেচনীয়। (ঙ) যৌতক ধনে মাত্র কুমারীকন্যার অধিকার (ঘ)। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারভিন্ন স্ত্রীধনে কন্যার অধিকার। কন্যার মধ্যে প্রথমে অনূঢ়ার, তদভাবে বিবাহিতা অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ অনপত্যা, নির্ধনা, দুর্ভগা ও বিধবা কন্যা মাত্রের অধিকার ; সকল কন্যার নহে। (ঙ)।

গৌতম বচনে অপ্রত্তা (অদত্তা) ও অপ্রতিষ্ঠিতার উল্লেখ থাকায় প্রতিষ্ঠিতা বা বিধবার অধিকার হইবে না। ঐখানে বিজ্ঞানেশ্বর অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে অনপত্যা ও নির্ধনা, এবং 'চ' কারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা কন্যারও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিচন্দ্রিকাকার 'চ'কারদ্বারা সমুচ্চয় গ্রহণ করেন নাই, ভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এজন্য মাত্র বচনপ্রাপ্ত অদত্তা ও অপ্রতিষ্ঠিতা কন্যার ধনাধিকার-খ্যাপন করিয়াছেন। ঐরূপ কন্যার অভাবে দৌহিত্রী (চ)। এস্থলে স্মৃতিচন্দ্রিকাকার দেবণভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন অদত্তার অন্বয় (সন্তান) সম্ভব হয় না বলিয়া দত্তা কন্যার সন্তান ফলতঃ পাওয়া

(ক) "স্ত্রীধনং স্যাদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু লভতে সা ন মাতৃকম্ ॥" (বৃহস্পতিঃ)

(খ) ভগিন্যো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিভজেরন্ সভর্ত্তৃকাঃ ॥" (কাত্যায়নঃ)

(গ) "যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥" (মনুঃ)

(ঘ) "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ ॥" (মনুঃ)

(ঙ) "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ ॥" (গৌতমঃ)

(চ) "মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ"। (নারদঃ)

CENTRAL LIBRARY

যাইতেছে, এবং স্ত্রীধন স্ত্রীগামী বলিয়া স্ত্রীরূপ অন্বয় অর্থাৎ দৌহিত্রী অধিকারিণী, তদভাবে দৌহিত্র। তদভাবে ধনস্বামিনীর পুত্র (ক) অধিকারী।

এই স্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে যৌতকধনে কেবল কুমারী-কন্যার অধিকার কথিত হওয়ায় দত্তাকন্যার সন্ততি অর্থাৎ দৌহিত্রীও দৌহিত্রের অধিকার হইতে পারে না, এই স্মৃতিচন্দ্রিকাকার যৌতক ধনে অদত্তা কন্যার অভাবে পুত্র অধিকারী স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রতীতি হইতেছে। তদভাবে পৌত্র. (খ) কারণ স্মৃতিচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন, পৌত্র পিতামহীর ঋণ পরিশোধে অধিকারী হয় বচন-বোধিত হওয়ায় পিতামহীর ধনেও অধিকারী হইবে ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এখানে আরও বিশেষ এই যে, পৌত্র দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের পিতৃমাতৃপ্রাপ্য ভাগ-অনুসারে অংশ হইবে। (গ)

অন্বাধেয় ও ভর্ত্তৃপ্রীতিদত্তধনে সধবা কন্যা ও পুত্রের মধ্যে একের অভাবে অপরের অধিকার, এবং দুইয়ের অভাব হইলে ঐ উভয়েরই সন্ততির অর্থাৎ দৌহিত্রী ও পৌত্রের, দৌহিত্রীর অভাবে দৌহিত্র ও পৌত্রের যুগপৎ মাতৃপিতৃভাগানুসারে অধিকার হইবে। এই অধিকারক্রম স্মৃতিচন্দ্রিকাকার স্পষ্টতঃ উল্লেখ না করিলেও

(ক) "বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধং রিক্থমৃণং সমম্।" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)
"দুহিতৃণামভাবে তু রিক্থং পুত্রেষু তদ্ ভবেৎ।" (কাত্যায়নঃ)

(খ) "সুতানামভাবে পৌত্রাণাং পিতামহী-ঋণ-ধন-ভোক্তৃত্বম, পুত্রপৌত্রৈ র্ঋণং দেয়মিতি পৌত্রাণামপি পিতামহীকৃত-ঋণাপাকরণাধিকারাদ্ 'রিক্থভাজ ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ ইতি স্মরণাচ্চ" (স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্)

(গ) বিভিন্নপিতৃকাণাং বিষমসংখ্যানাং পৌত্রাণাং সমবায়ে পিতামহী—ঋণধনবিভাগঃ পিতামহধনবৎ পিতৃতো ভাগকল্পনা এবমেব বিভিন্নমাতৃকাণাং দৌহিত্রীণাং দৌহিত্রাণাঞ্চ বিষমসংখ্যানাং সমবায়ে মাতৃতো ভাগকল্পনা। অত্র 'প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষ, ইতি গৌতম স্মরণাৎ।" (স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম)।

CENTRAL LIBRARY

দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের মাতামহীর ধনে মাতৃভাগানুসারে ভাগকল্পনা ও পৌত্রের পিতামহীর ধনে পিতৃভাগানুসারে ভাগকল্পনা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া কন্যাপুত্রের যুগপৎ অধিকার স্থলে তাহাদের কন্যাপুত্রেরও যুগপৎ অধিকার যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কারণ কন্যা ও পুত্র কেহ কাহারও যখন অধিকারের বাধক নহে তখন তাহাদের সন্তানগণের মধ্যেও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নহে। তবে দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য (ক্রম) নিবন্ধকারগণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই উল্লিখিত স্থলেও তাহাই গৃহীত হইল।

পূর্ব্বে উক্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীধনে পৌত্রপর্য্যন্তের অভাব হইলে নারী অপ্রজা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অতএব তাহার স্ত্রীধন অপ্রজস্ত্রীধন হয়। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ-সংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর ধনে ভর্ত্তার অধিকার (ক)। এবং আসুর রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহসংস্কৃতা অপ্রজস্ত্রীর পিতৃমাতৃদত্তধনে অগ্রে মাতার পরে পিতার অধিকার হয়। এবং ঐ অপ্রজস্ত্রীর বন্ধুদত্তধনে বন্ধুবর্গ (অর্থাৎ মাতুলাদি) সম্ভব হইলে অধিকারী হইয়া থাকে। তদভাবে ভর্ত্তার অধিকার হয় (খ)। তবে বন্ধুদত্ত কোন বিশেষ ধন অর্থাৎ

(ক) "ব্রাহ্ম দৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধনম্।
অতীতায়ামপ্রজসি ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে।" (মনুঃ)

(খ) "আসুরাদিষু যল্লব্ধং স্ত্রীধনং পৈতৃকং স্ত্রিয়া।
অভাবে তদপত্যানাং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে॥
বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনামভাবে ভর্ত্তৃগামি তৎ॥" (কাত্যায়নঃ)

"পৈতৃকং পিতৃমাতৃসকাশাদ্দানেনাগতং এবং পিতৃব্যভ্রাতৃমাতুলাদি বন্ধুদত্তং স্ত্রীধনং সতি সম্ভবে পিতৃব্যাদিবন্ধূনাম্। অন্যথা ভর্ত্তুরেবেতি আসুরাদিষ্ববগন্তব্যম্।"

CENTRAL LIBRARY

শুল্ক, দাতার হইবে না, কিন্তু সহোদরের হইবে, তাহার অভাবে মাতার পরে পিতার অধিকার হইবে। (ক)

যে কোন বিবাহসংস্কৃতা হীনবর্ণা নারীর পিতৃদত্তধনে ঐ নারীর উত্তমবর্ণ ভর্ত্তা বা পিতামাতাদির অধিকার হইবে না, ঐস্থলে স্বামীর সমবর্ণা সপত্নীকন্যা বা তাহার সন্ততি থাকিলে তাহারাই অধিকারী হইবে (খ) কিন্তু সমবর্ণা সপত্নীর পিতৃদত্তধনে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মাদি ভেদে ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে। এই সকল অধিকারীর অভাবে সবর্ণা সপত্নীর পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র, ক্রমে অধিকারী হইবে ইহাদের অভাবে গৌণ মাতার ধনে অধিকার বাচনিক প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐস্থলে বচনে যেরূপ পাঠক্রম আছে তদনুসারে অধিকারীর ক্রম হইবে যথা ভগিনীপুত্র, ভর্ত্তৃভাগিনেয়, ভর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা ও দেবর যথাক্রমে অধিকারী হইবে। (গ)

এখানে এইটুকু বিসদৃশ বোধ হয়, যে নিজের প্রপৌত্র বা সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকার গ্রন্থকার অগ্রে উল্লেখ না করিয়া গৌণ মাতার ধনে অধিকার বচনবলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অথচ

(ক) "কিঞ্চিদ্ বন্ধুদত্তং ন দাতুর্ভবতীত্যাহ গৌতমঃ,
ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ব্বঞ্চৈকে"।
(স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্)

(খ) "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন" (মনুঃ)

পিত্রাদত্তমিত্যাদি ভর্ত্তৃবিজাতীয়স্ত্রীধনং তৎসন্তানাভাবে সতি ভর্ত্তৃসজাতীয় স্ত্র্যন্তর কন্যা তৎসন্ততির্ব্বা হরেদিত্যর্থঃ। (স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্)

(গ) "মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা।
তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্ত্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ॥" (বৃহস্পতিঃ)

CENTRAL LIBRARY

নিজের প্রপৌত্র জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উপকারক হইলেও অর্থাৎ প্রথমে জন্মদ্বারাই দিব্ নামক স্বর্গের প্রাপক, পরে পার্ব্বণ পিণ্ডদাতৃত্বনিবন্ধন পতির সহিত নারীর নিজের ভোগ্য পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডের দাতৃত্ব প্রপৌত্রে থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। আরও নিম্নলিখিত মনুবাক্যে (ক) সুত শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় বলিয়া এবং "পুত্রপৌত্রৈঋণং দেয়ং" এই বচনে পৌত্রৈঃ বহুবচন থাকায় প্রপৌত্রের অধিকার অগ্রে সঙ্গত হইতেছে। বিশেষতঃ 'তৎসুত' শব্দ হইতে সপত্নীপৌত্র ও তাহা হইতে সপত্নীপ্রপৌত্রেরও অধিকার কল্পনা ন্যায্য মনে হয়। এইরূপ স্থলে নিজ সন্তান প্রপৌত্র এবং ভর্ত্তার সন্তানরূপে সপত্নীপ্রপৌত্র অব্যবহিত থাকিতে অতিব্যবহিত নিজভাগিনেয়, ভর্ত্তৃ ভাগিনেয়াদির অধিকার সম্পূর্ণ বিসদৃশ মনে হয়। এই বিসদৃশভাব মিতাক্ষরা ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী অনেক নিবন্ধকারের লেখার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, মাত্র কমলাকরভট্ট ও মিত্রমিশ্র প্রপৌত্রের অধিকার যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

সরস্বতীবিলাস মতে

মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা। মাদ্রাজ প্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। ঐ গ্রন্থে প্রধানতঃ মিতাক্ষরারই অনুবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, কেবল স্থানে স্থানে অপরার্কের মত পরিগৃহীত আছে। ইহাতে গ্রন্থকার নিজে কোন মীমাংসা করেন নাই।

আলোচ্য গ্রন্থে পুংধনাধিকার প্রকরণে পুত্রগণ পিতৃধন-বিভাগ করিয়া লইবার কালে ধনস্বামীর কন্যাকে অর্থাৎ ভগিনীকে চতুর্থাংশ

(ক) "পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্॥" (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

প্রদান করিবে (ক) এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের "মাতুর্দুহিতরঃ শেষমিত্যাদি" বচন উপন্যাস করিয়া তদবলম্বনে মিতাক্ষরাকারের প্রধান উপজীব্য গৌতম বচন ("স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ") অনুসারে অনূঢ়া ও উঢ়া কন্যার মধ্যে অগ্রে অনূঢ়া অধিকারিণী হইবে, এবং প্রতিষ্ঠিতা ও অপ্রতিষ্ঠিতার মধ্যে অগ্রে অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ নির্ধনা, পরে তদভাবে প্রতিষ্ঠিতা অধিকারিণী হইবে। এবং সকল প্রকার দুহিতার অভাবে পুত্র অধিকারী হইবে, এই মিতক্ষরার মত প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরে ভারুচি উল্লে একটি মত প্রদর্শিত হইয়াছে, যে—"পুত্রাভাবে মাতৃধনং দুহিতরো বিভজেরন্" অর্থাৎ মাতার ধন পুত্রের অভাবে দুহিতৃগণ বিভাগ করিয়া লইবে। তৎপরে কোন্ কোন্ পুত্র অধিকারী, উহা নির্ণয় করিয়া স্ত্রীধন কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐস্থলে স্মৃতিচন্দ্রিকাকারের মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে। পরে বহু পূর্ব্বে মাতৃধনে যে কন্যার অধিকার প্রদর্শিত আছে সেস্থলে ভগিনী—পুত্র থাকিলে তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে, ইহাও উল্লেখ করা আছে। তৎপরে বিষ্ণুবচনের সাহায্যে বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে, যে কুমারীরাই যৌতকধনে অধিকারিণী হইবে, পুত্রগণের অধিকার হইবে না, ইহা প্রদর্শনান্তর পূর্ব্বোক্ত গৌতম বচন উপস্থাপিত করিয়া সৌদায়িকাদিস্ত্রীধনে কুমারী, তদভাবে অপ্রতিষ্ঠিতা অধিকারিণী হইবে, এই অপরার্কের মত প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধনাধিকার কথনপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মাদিবিবাহচতুষ্টয়ে ভর্ত্তা এবং অবশিষ্ট বিবাহে অগ্রে মাতা পরে পিতার অধিকার

(ক) "স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ স্বং দদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাং স্বাং অংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ॥"
(সরস্বতীবিলাসধৃতমনুবচনম্)

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শন করা হইয়াছে (এস্থলে ব্রাহ্মাদিবিবাহচতুষ্টয় কথিত থাকিলেও পরে আবার ব্রাহ্মাদি পঞ্চ উল্লেখ থাকায় ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়)। এ অধিকার প্রতিপাদক যাজ্ঞবল্ক্য বচনে—"দুহিতৃণাম্ প্রসূতাচেৎ" এই অংশ হইতে দুহিতার দুহিতা অর্থাৎ দৌহিত্রী থাকিলে তাহাদের অধিকার হইবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার পরে গ্রন্থকার নিজে সংক্ষেপে বলিয়াছেন, যে অপ্রজস্ত্রীধনে অনূঢ়া ও উঢ়ার মধ্যে অনূঢ়া, এবং উঢ়া স্থলে প্রতিষ্ঠিতা ও অপ্রতিষ্ঠিতার মধ্যে অগ্রে অপ্রতিষ্ঠিতা অধিকারিণী হইবে।

সপ্রজা ও অপ্রজা নারীর শুল্কধনসামান্যে সহোদরের অধিকার। ঐ স্থলে কন্যার অধিকার হইবে না। তৎপরে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রী বিভিন্নমাতৃস্থলে মাতৃভাগানুসারে ভাগ পাইবে কথিত হইয়াছে। এখানে যে গৌতম বচন উদ্ধৃত করা আছে, তাহাতে অশ্রুতপূর্ব্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা দেখা যায়; যথা—"প্রতিমাতৃ স্বভাবঃ" ইতি। এস্থলে 'স্বভাব' অর্থে "স্বত্ব" আর 'প্রতিমাতৃ' অর্থে 'মাতরং মাতরং'। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই পাওয়া যায় যে মাতৃস্বত্বানুসারে দুহিতার স্বত্ব হইবে। ভিন্নোদর হইলেও উত্তমবর্ণা সপত্নীর কন্যা হীনবর্ণা বিমাতার ধন পাইবে, পরে দৌহিত্র, পরে পুত্র পাইবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগিনীশুল্কধনে অর্থাৎ আর্ষবিবাহে যে গোমিথুন দেওয়া হয়, তাহা কন্যার সহিত বরকে প্রত্যর্পণ না করিলে তাহাতে, এবং আসুরাদিবিবাহে মাতা ধন গ্রহণ করিলে, তাহাতে মাতার অধিকার, পরে সহোদরের অধিকারপ্রদর্শন এই গ্রন্থের বিশেষ-ব্যবস্থা বুঝা যায়।

পুত্রের অভাবে পৌত্র পিতামহীর ধনে অধিকারী হইবে। পৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে অপ্রজস্ত্রীধন হইবে। ঐ অপ্রজস্ত্রীর ধনে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব

CENTRAL LIBRARY

বিবাহে) ভর্ত্তার প্রথমে অধিকার। আসুরাদিত্রয়ে (আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে) মাতার, পরে পিতার অধিকার। বৈবাহিক শুল্কধনে অর্থাৎ বাগ্‌দানের পরে বা বাগ্‌দানকালে বিবাহের পূর্ব্বে পতি বা তৎপক্ষীয়গণ যাহা কন্যাকে দিয়া থাকেন তাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার মৃত্যু হইলে বর ঐ ধন পাইবে প্রদর্শিত আছে।

তৎপরে অপ্রজস্ত্রীধনে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে ভর্ত্তা ও অসুরাদি—ত্রয়ে মাতা ও পরে পিতার অভাবে (যাহা ফলতঃ সিদ্ধ হইয়াছে) "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বচন অনুসারে অধিকারীর ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐস্থলে 'তৎসুত' শব্দে সপত্নী পুত্রেরও গ্রহণ করা আছে। নিজের সন্তানের অভাবে ও ভ্রাতার অভাবে ঐ ধন সপত্নী পুত্র পাইবে প্রদর্শিত আছে।

বীরমিত্রোদয়মতে

ঐ নিবন্ধ মিত্রমিশ্রকৃত। কাশী প্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। ঐ গ্রন্থে প্রদর্শিত আছে যে অন্বাধেয় ও পতিপ্রীতিদত্তধনে অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ (তুল্যাংশে) অধিকার। ঐস্থলে বিবাহিতা কন্যা সম্মানের জন্য কিঞ্চিৎ ধন পাইবে (ক) ঐস্থলে পুত্র না থাকিলে অদত্তা কন্যার অধিকার হইবে। অদত্তার অভাবে দত্তা সভর্ত্তৃকা ভ্রাতার সহিত যুগপৎ তুল্যাংশভাগিনী হইবে। (খ) ঐস্থলে ঐ উভয়ের মধ্যে একের অভাবে অন্যতরের অধিকার হইবে। সভর্ত্তৃকা শব্দ থাকায় দত্তা-বিধবার ভ্রাতার সহিত

(ক) "অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ
পতৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ।" (মনুঃ)
"স্ত্রীধনং স্যাদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু লভতে মানমাত্রকম্॥" (বৃহস্পতিঃ)

(খ) "ভগিন্যো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং বিভজেরন্ সভর্ত্তৃকাঃ।" (কাত্যায়নঃ)

অধিকার নাই, ইহা তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যাইতেছে। সধবা কন্যা ও পুত্রের যুগপদধিকার স্থলে দৌহিত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দেয়। (ক)

যৌতকে কুমারীকন্যা মাত্র অধিকারিণী কিন্তু অনেকগুলি কুমারী কন্যা থাকিলে সকলে তুল্যাংশে অধিকারিণী হইবে (খ)

পূর্ব্বোক্ত অন্বাধেয়, পতিপ্রীতিদত্ত ও যৌতক এই তিন প্রকার ভিন্ন স্ত্রীধনে প্রথমে অদত্তাকন্যা তদভাবে দত্তা অপ্রতিষ্ঠিতা ইহার অর্থ অনপত্যা, নির্ধনা দুর্ভগা বা বিধবা।

[**বিশেষ মন্তব্য** কল্পতরুকার ও অপরার্ক ঐ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া বীরমিত্রোদয়কার লিখিয়াছেন. কিন্তু মুদ্রিত অপরার্কে বিধবার উল্লেখ নাই] তদভাবে দত্তা প্রতিষ্ঠিতা সধবা, তদভাবে প্রতিষ্ঠিতা বিধবা অধিকারিণী হইবে। (গ), তদভাবে দৌহিত্রী (ঘ). তদভাবে দৌহিত্র (ঙ), পরে পুত্র (চ), তদভাবে পৌত্র ধনাধিকারী হইবে। ইহার অভাবে প্রপৌত্র ধনাধিকারী (ছ)। ঐ অন্বাধেয় ও পতিপ্রীতিদত্ত ধনে কন্যা ও পুত্রের অভাবে কাহার

(ক) "যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্॥" (মনুঃ)

(খ) "কুমারীণামনেকত্বে সমং স্যাদশ্রুতত্বাদিতি ন্যায়েন সমএব বিভাগো বিশেষাশ্রবণাৎ " (বীরমিত্রোদয়ে)
"মাতুশ্চযৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।" (ইতি মনুঃ)

(গ) "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তাণামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ"। (গৌতমঃ)

(ঘ) দুহিতৃণাং প্রসূতা চেৎ ইত্যাদি॥ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

(ঙ) "মাতুদুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ॥ (নারদঃ)

(চ) "বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধং রিক্থমৃণং সমম্" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

(ছ) "ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতং দেয়মৃণবৎ স্ত্রীধনং সুতৈঃ"। ইতি সুতগ্রহণং পৌত্রপ্রপৌত্রয়োরুপলক্ষণম্, ঋণবদিত্যভিধানাদেবমপ্রজসি দুহিত্রাদিপ্রপৌত্রান্ত রহিতায়ামিত্যাদি।" (বীরমিত্রোদয়ে)

CENTRAL LIBRARY

অধিকার হইবে বীরমিত্রোদয়কার স্পষ্টতঃ উল্লেখ না করিলেও এস্থলে আমার বিবেচনা হয়, যে কন্যার সন্ততি অর্থাৎ প্রথমে দৌহিত্রী পৌত্রের সহিত, দৌহিত্রী না থাকিলে দৌহিত্র পৌত্রের সহিত যুগপৎ অধিকারী হইবে। কারণ দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের মধ্যে দৌহিত্রী প্রথমে অধিকারিণী হইয়া থাকে। এস্থলে যুক্তি এই যে অধিকার বিষয়ে দত্তা কন্যা ও পুত্রের বাধ্যবাধকতা না থাকায় অর্থাৎ যৌগপদ্যে অধিকার থাকায় তাহাদের সন্তানেও বাধ্যবাধকতা কল্পনা উচিত নহে। বীরমিত্রোদয়কারের উক্তি হইতে ঐরূপ কল্পনার হেতু পাওয়া যায়। বীরমিত্রোদয়ে উক্ত আছে যে "দৌহিত্রাণাঞ্চ মাতামহীধনগ্রহণং বিভিন্নমাতৃকাণাং বিষমসংখ্যানাং মাতৃদ্বারেণ, পৌত্রাণাং পিতৃদ্বারেণৈব, প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষ ইতি গৌতম স্মরণাৎ।" মুদ্রিত পুস্তকে "প্রতিমাতৃ" স্থলে "পিতৃমাতৃ" পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু গৌতমসূত্রে ঐ পাঠ নাই। "প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষ" এই গৌতম সূত্র-অনুসারে নিম্নে উদাহরণ প্রদর্শন মুখে ভাগবিশেষের উল্লেখ করা যাইতেছে। যে স্থলে দুই কন্যা 'ক এবং খ', ঐ উভয়ের মধ্যে 'ক' এর দুই কন্যা বা পুত্র 'গ ও ঘ'। এবং 'খ'এর একটী কন্যা বা একটি পুত্র 'চ' বিদ্যমান, সেই স্থলে 'ক'এর দুই কন্যা বা পুত্রদ্বয় 'গ ও ঘ' 'ক'এর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া লইবে। এবং 'খ'এর একটী কন্যা বা পুত্র 'চ', 'খ'এর প্রাপ্য অপর অর্দ্ধাংশ পাইবে। এখানে মাতার অংশক্রমে যখন কন্যা ও পুত্রেরা ভাগ পাইতেছে। সেইরূপ পিতৃভেদে বিষম সংখ্যক পৌত্র স্থানেও ঐরূপ ভাগের ব্যবস্থা হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত মন্বাদি বচনবলে যেমন কন্যা ও পুত্রের যুগপদধিকার হইয়া থাকে ; সেইরূপ তাহাদের সন্ততিগণেরও যুগপদধিকার ন্যায়সঙ্গত বুঝা যায়। কেবল দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের ক্রম পৃথক্ থাকায় দৌহিত্রী থাকিলে দৌহিত্র অধিকারী হয় না। একারণ দৌহিত্রী থাকিলে দৌহিত্রীর সহিত পৌত্রের এবং

CENTRAL LIBRARY

দৌহিত্রী না থাকিলে দৌহিত্রের সহিত পৌত্রেরও যুগপদধিকার পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

যৌতক ধনে মাত্র কুমারীকন্যার অধিকার হয়, ইহা বীরমিত্রোদয়কার প্রদর্শন করিয়াছেন। (ক) ঐস্থলে পুত্র বা বিবাহিতা কন্যার অধিকার হইবে না বলিয়াছেন এবং ইহার সাধকরূপে স্মৃতিচন্দ্রিকাকারের আশয় ঐরূপ—ইহাও বলিয়াছেন, যথা—"তেন যৌতুকং কুমার্য্যভাবে বিবাহভেদেন স্ত্রীধনং ভর্ত্রাদীনামেব ভবতি ন প্রত্তাদীনামিতি স্মৃতিচন্দ্রিকাকারাদীনামাশয়ঃ" অর্থাৎ কুমারীকন্যার অভাবে বিবাহভেদে ভর্ত্তার বা মাতাপিতার অধিকার হইবে, এই অভিপ্রায় ফলবলে প্রকাশ করিয়াছেন। মাতৃধন কন্যাগত হইয়া থাকে বলিয়া কন্যার মধ্যে অদত্তা কন্যারই হইবে, এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় "কুমারীভাগ এব সঃ" এই বচনস্থ "এব"কার হইতে অন্য দুহিতার অর্থাৎ দত্তা কন্যার অধিকারনিবৃত্তি হওয়ায় দত্তা কন্যার সন্ততিগণেরও অধিকার নিবৃত্ত হইয়াছে। কারণ সন্তানগণ মাতৃভাগানুসারে যখন অধিকারী হইয়া থাকে, এবং আলোচ্য স্থলে যখন মাতাই অধিকারিণী হইতেছে না, তখন তাহার সন্ততিগণেরও অধিকারনিবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে। পক্ষান্তরে অদত্তার সন্তান সম্ভাবনা হইতে পারে না বলিয়া পুত্রের অধিকারের বাধক হইতেছে না। অতএব যৌতকধনে অদত্তার অভাবে পুত্রের অধিকার যুক্তিবলে সিদ্ধ হইতেছে, ইহাই যুক্তি সঙ্গত মনে হয়। তদভাবে পৌত্রাদি ক্রমে অধিকারী হইবে।

(ক) "যৌতুকন্তু কুমারীণামেব মাতৃধনং ন পুত্রাণাং নাপি প্রত্তদুহিতৃণাম্ ইত্যাহ মনুরেব মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ"।

(বীরমিত্রোদয়ে)

CENTRAL LIBRARY

প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে অপ্রজস্ত্রীধন হয়, ইহা বীরমিত্রোদয়কার নিজে বলিয়াছেন। (ক)

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ববিবাহে বিবাহিতা অপ্রজস্ত্রীর ধনে ভর্ত্তা, তদভাবে ভর্ত্তৃপ্রত্যাসন্ন অধিকারী।

আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতা অপ্রজস্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা, তদভাবে পিতৃপ্রত্যাসন্ন অধিকারী।

উপরে ব্রাহ্মাদিবিবাহভেদে অপ্রজস্ত্রীধনে এই যে ভর্ত্রাদির অধিকার কথিত হইয়াছে, তাহার বাধক হইবে হীনবর্ণা বিমাতার পিতৃদত্তধনে উত্তমবর্ণা সপত্নীকন্যা। তদভাবে তাহার অপত্যক্রমে অধিকারী (খ) হইবে। আর শুল্কধনে বাধক হইবে সহোদর (গ) অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সহোদরের অধিকার, তদভাবে মাতার, তদভাবে পিতার, তদভাবে ক্রমে পিতার সপিণ্ড সমানোদক ও বন্ধু। পিতৃদত্ত স্থাবরেও সোদরের অধিকার হইবে। (ঘ) উহাদের অভাব হইলে ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে। তদভাবে ভর্ত্তৃপ্রত্যাসন্ন কথিত থাকায় ঐস্থলে "মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচন অনুসারে নিম্নক্রমে অধিকারী হইবে। সপত্নীপুত্র, পৌত্র, ধনস্বামিনীর দেবর, দেবরপুত্র ও ভাশুরপুত্র, নিজের ভগিনী-

---

(ক) "অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ। (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

এস্থলে বীরমিত্রোদয়কৃতব্যাখ্যা, "অপ্রজসি দুহিত্রাদিপ্রপৌত্রান্তরহিতায়াম্ অতীতায়াং মৃতায়াং বান্ধবা বক্ষ্যমাণশ্লোকোক্তাস্তৎ স্ত্রীধনমবাপ্নুয়ুঃ।"

(বীরমিত্রোদয়ে)

(খ) "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন" ইত্যাদি (মনুঃ)

(গ) "ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ"। (গৌতমঃ)

(ঘ) "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনম্
অপ্রজায়ামতীতায়াম্ ভ্রাতৃগামি তু সর্ব্বদা।"

(কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

পুত্র, ভর্ত্তৃভাগিনেয়, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা ইত্যাদি ক্রমে (ক)। ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে বিবাহিতার ধনে ভর্ত্তার সন্নিহিতসপিণ্ডক্রমে, এবং আসুরাদিবিবাহত্রয়ে বিবাহিতার ধনে পিতৃপ্রত্যাসন্ন ক্রমে অধিকারী হইবে।

অপ্রজা নারীর বন্ধুদত্তধনে বন্ধুরাই অধিকারী অর্থাৎ যাঁহারা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই অধিকারী হইবেন, তদভাবে ভর্ত্তা, তদভাবে ভর্ত্তার সপিণ্ডাদিক্রমে অধিকারী। (খ)

বিবাদরত্নাকর মতে।

বিবাদরত্নাকরগ্রন্থের রচয়িতা চণ্ডেশ্বরঠক্কুর। মিথিলাদি প্রদেশে ঐ গ্রন্থের প্রচলন আছে। এই গ্রন্থে স্ত্রীধন সম্বন্ধে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক কোন বিষয় সন্নিবেশিত নাই।

উক্ত চণ্ডেশ্বরঠক্কুর মিতাক্ষরামতের অনুবর্ত্তন করিলেও স্থল—বিশেষে নিজের স্বাধীন মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। নিম্নে ঐ গ্রন্থ হইতে স্ত্রীধন ও তাহার অধিকারিক্রম লিখিত হইল। সকল নিবন্ধকারগণ ভর্ত্তৃদত্তধন স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভর্ত্তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তধন স্ত্রীধন হয়, ইহা কেহ বলেন নাই। এস্থলে চণ্ডেশ্বরঠক্কুর উহাদিগের সহিত ভিন্নমত।

ইনি ভর্ত্তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তধনকেও স্ত্রীধন বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, এইটুকু বিশেষ। ইনি "ভর্ত্তৃদায়ং মৃতে পত্যৌ" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাবসরে লিখিয়াছেন,

---

(ক) "তদভাবে সপত্নীপুত্রতৎপুত্রাণাং, তেষামেব তদা পিণ্ডদাতৃত্বাৎ ঋণাপাকর্ত্তৃত্বাচ্চ প্রাগুক্তমনুবচনাচ্চ। তদেষামভাবে সৎস্বপি শ্বশুরাদিষু সপিণ্ডেষু অনন্যগতিকৈতদ্বচনবলাদ্ ভগিনীপুত্রাদীনামেব মাতৃষস্রাদিধনে প্রত্যাসত্তিতারতম্যেনাধিকারঃ।"

(বীরমিত্রোদয়ে)

(খ) "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধ নামভাবে ভর্ত্তৃগামি তৎ"। (কাত্যায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

ভর্ত্তৃসম্বন্ধেন স্ত্রীস্বত্বাশ্রয়ধনং ভর্ত্তৃদায়ঃ। তচ্চ দ্বিধা (১) মৃতে ভর্ত্তরি অধিকার্য্যন্তরাভাবাৎ স্ত্রীস্বত্বাশ্রয়ঃ, (২) জীবত্যেব ভর্ত্তরি তৎসম্বন্ধেন বা স্ত্রীস্বত্বাশ্রয়ঃ।

অতঃপর অধিকারীর ক্রম লিখিত হইতেছে। স্ত্রীধনসামান্যে—কন্যা পুত্রের যুগপদধিকার হইবে (ক)। যৌতক, এবং অযৌতক পারিণায্য (আর্‌সি, চিরুণী প্রভৃতি) ও পিতৃদত্ত ধনে অগ্রে কন্যার অধিকার, পরে পুত্রের অধিকার হয়, তদভাবে দৌহিত্র অধিকারী হইবে।

পিতৃদত্ত অপ্রজস্ত্রীধনে বিশেষ এই যে, ভর্ত্তার পরে নানাজাতীয়া সপত্নীকন্যা থাকিলে তন্মধ্যে মাত্র ব্রাহ্মণীসপত্নীকন্যা অধিকারিণী হইবে। তদভাবে তাহার পুত্র অধিকারী (খ)। আর সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধনে ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধস্থলে ভর্ত্তা, এবং আসুরাদি-বিবাহত্রয়কাললব্ধস্থলে মাতা, পরে পিতা অধিকারী। এখানে মিতাক্ষরার সহিত মতভেদ রহিয়াছে। মিতাক্ষরাকার ব্রাহ্মাদিপঞ্চ-বিবাহে বিবাহিতা বা আসুরাদিত্রয়ে সংস্কৃতা নারীর (যৌতক ও অযৌতক) অপ্রজস্ত্রীধনসামান্যে এইরূপ বলিয়াছেন ; কিন্তু চণ্ডেশ্বরঠক্কুর উহা ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ অর্থাৎ যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনবিষয়েই উক্তরূপ অধিকারীর ক্রম সন্নিবেশিত করিয়াছেন ইহাও বিশেষ।

ভগিনীর শুল্কধনে প্রথমে মাতা পরে ভ্রাতা অধিকারী হইবে (গ) এই বিষয়ে "ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ"

(ক) মিতাক্ষরামতে স্ত্রীধনসামান্যে অগ্রে কন্যার, তাহার পরে ঐ কন্যার কন্যা ও পুত্রের, তদভাবে ধনস্বামিনীর পুত্রের অধিকার দৃষ্ট হয়, ইহাও বিশেষ স্থল।

(খ) "যদা ভর্ত্তা স্বাপত্যানি চ ন সন্তি, সাপত্ন্যাশ্চ নানাজাতীয়া দুহিতরঃ সন্তি, তদা ব্রাহ্মণী কন্যা পিতৃদত্তং মাতৃসপত্নীধনমর্হতি, তদভাবে তদপত্যম্"। (বিবাদরত্নাকরে চণ্ডেশ্বরঃ) ইহাও মিতাক্ষরামতের সহিত ভিন্ন।

(গ) মিতাক্ষরাদিনিবন্ধকারগণ এই ভগিনীরশুল্কধনে প্রথমে ভ্রাতা, পরে

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "যো ভগিন্যা ভর্ত্তৃগৃহাদাসুরাদিবিবাহেষ্বর্থোলব্ধঃ, স উর্দ্ধং মাতুঃ, মাতর্য্যতীতায়াং সোদর্য্যাণাম্"। উহার সাধক প্রমাণরূপে হলায়ুধের ব্যাখ্যার উল্লেখ করা আছে, যথা—"পূর্ব্বঞ্চেতি চশব্দঃ অপ্যর্থে তেন মাতুর্মরণাৎ পূর্ব্বমপি ভগিনীনামীদৃশং সোদরাণামিত্যেকে পরমতমেতদিত্যত্র হলায়ুধঃ।"

বন্ধুদত্ত, শুল্ক, অন্বাধেয় ধনে বান্ধবের অধিকার। মিতাক্ষরার মতের সহিত যেটুকু প্রভেদ মাত্র সেই সেই স্থল এখানে প্রদত্ত হইল। অপর মিতাক্ষরামতের সহিত তুল্য।

অপরাদিত্য মেধাতিথি কুল্লূকভট্ট সম্বন্ধে বক্তব্য

যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার অপরাদিত্য স্ত্রীধন সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেও বিশেষভাবে সকল অধিকারীর উল্লেখ করেন নাই—এবং যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে অধিকারীর কোন পৌর্ব্বাপর্য্য (ক্রম) প্রদর্শন করেন নাই। আরও মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি, ও কুল্লূকভট্ট স্ত্রীধন সম্বন্ধে বহু বচন উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ঐ ধনে অধিকারিগত পৌর্ব্বাপর্য্যের (অর্থাৎ ক্রমের) উল্লেখ করেন নাই এজন্য ইঁহাদের পৃথক মত উপস্থাপিত করিতে বিরত হইলাম।

মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বরের যুক্তি ও প্রমাণকে প্রধানভাবে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা নিবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এবং যে যে দেশে তাঁহাদের ঐ সকল নিবন্ধ প্রচলিত আছে, তাহাও দেখান হইল। ধারেশ্বর বলিয়া যে ভোজরাজকে নিবন্ধকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ধারেশ্বরের লেখাতে (৬৪ পৃষ্ঠায় খ চিহ্নিত

মাতা অধিকারী হইবে, ইহা বলায় তাঁহাদের মতের সহিত এই বিবাদরত্নাকর-প্রণেতার মতের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

ফুটনোট দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশ জন্য স্বত্ব উক্ত থাকায় জন্ম স্বত্বের কারণ নহে, ও ঐ স্বত্ব প্রাদেশিক ইহা উক্ত আছে। তাঁহার সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া সামুদায়িকস্বত্বস্বীকারে দোষ দেখাইয়া মিতাক্ষরামতানুযায়ীদিগের মধ্যে কেবল নীলকণ্ঠভট্ট সেই মতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা জন্মকেই স্বত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই সামুদায়িকস্বত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। কারণ প্রথম পুত্রের জন্মকালে অন্য কোন সন্তান না থাকায়, স্বত্বের কারণ সন্তানের জন্ম পিতার যাবতীয় দ্রব্যে ঐ জাতকের স্বত্ব জন্মাইয়া দিবে, যেহেতু স্বত্বোৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই, কারণ-সত্ত্বে প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি অবশ্য হইয়া থাকে, এবং তখন কতগুলি সন্তান হইবে, তাহারও নিশ্চয় না থাকায় জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য-অংশের নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। অতএব ঐ জাতকের প্রাপ্য-অংশরূপ প্রদেশের নির্ণয়ও অসম্ভব বলিয়া প্রদেশে স্বত্বোৎ-পত্তিও হইতে পারে না। এইজন্য সামুদায়িকস্বত্ব জন্মস্বত্ব-বাদীর অবশ্যস্বীকার্য্য হইতেছে, এবং সামুদায়িকস্বত্বস্বীকারের কারণ যে সকল ঋষিবচন পূর্ব্বে ৬৭ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত আছে, জীমূতবাহন সেই সকল প্রমাণ নিজেই উদ্ধৃত করিয়া সহজলভ্য যথাশ্রুত—অর্থের বিধায়করূপে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সামুদায়িকস্বত্বের সাধক হইতে পারে ইহার ইঙ্গিতও করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যে ধনে একের স্বত্ব থাকে অপরেরও সেই ধনে স্বত্ব থাকিলে তাহার বিভাগ হইতে পারে না। যেমন বিবাহজন্য পতির ধনে পত্নীর স্বত্ব হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ ধন স্ত্রীপুরুষের বিভাজ্য নহে, "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনং" এই বচন ঐ ধনকে মধ্যগ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছে, (একটী দ্রব্যে উভয়ের স্বত্ব থাকিলে তাহাকেই মধ্যগ ধন বলে), দায়ভাগকার ঐ

CENTRAL LIBRARY

বচনের বলেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮ স্তবকে পিতার যে ধন সেই ধন পুত্রের হইলে তাহা মধ্যগ হয় এইরূপ আপত্তি দেখাইয়াছেন। অতএব স্ত্রীপুরুষের যেমন বিভাগ হয় না, সেইরূপ ঐধনেরও বিভাগ হইতে পারিত না ইহা লিখিয়াছেন। এইজন্য ঐ সকল ঋষিবাক্যের প্রামাণ্যস্বীকার করিলেও সেই সকল ঋষি-বচনের আনুমানিক তাৎপর্য্য লইয়া সামুদায়িকস্বত্বস্বীকার করিলেও কাহারও সমস্ত ধনে যথেচ্ছব্যবহারের অধিকার না দেখিয়া ঐ সামুদায়িকস্বত্ব কল্পনামাত্র বিবেচনায় উহাকে ত্যাগ করিয়া প্রাদেশিকস্বত্বকেই স্বীকার করিয়াছেন। "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনম্" এই ঋষিবাক্যমূলক যুক্তি হইতে জীমূতবাহন প্রাদেশিকস্বত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। এবং ইহাতে সামুদায়িকস্বত্বের বিনাশ ও প্রাদেশিক-স্বত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় না, এইরূপ লাঘবও রহিয়াছে, এই সকল কারণে প্রাদেশিকস্বত্ববাদই ভাল বলিয়া মনে হয়।

মিতাক্ষরাকার ও তাঁহার অনুবর্ত্তনকারীরা সকলেই সাপিণ্ড্য-প্রযুক্ত ধনাধিকারস্থলে সাপিণ্ড্যশব্দের পিণ্ডশব্দকে দেহাবয়বরূপ অর্থের বাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জীমূতবাহন ঐরূপ অর্থ করেন নাই। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য "পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ" এই বচনদ্বারা পিণ্ডদাতার অংশহারিতা বলিয়াছেন। মনু ও "জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাল্লব্ধুমর্হতি" এই বচন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধনমুখে পিণ্ডদাতৃত্বকে ধনাধিকারের কারণ বলিয়াছেন। পিণ্ডশব্দের দেহাবয়বরূপ অর্থ করিলে তাহা উপেক্ষিত হয়। পিণ্ডদান যে ঋণশোধনের কারণ তাহা শঙ্খ, লিখিত ও পৈঠীনসি "তেন চানৃণ্যতাং যাতি পিতৃণাম্ পিণ্ডদেন বৈ" এই বচনদ্বারা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। অতএব পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বই ধনাধিকারের হেতু ইহাই আর্ষসিদ্ধান্ত। তাহা না বলিলে "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং

CENTRAL LIBRARY

ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে। চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে" মনুর এই ধনাধিকারপ্রকরণে পিণ্ডদানাদির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। তবে যদি "পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রীভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ" এই বচনবলে যেমন স্ত্রীধনে পুত্রের পূর্ব্বে কন্যার অধিকার, এবং দৌহিত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রীর অধিকার মিতাক্ষরাদিতে বলা আছে, ঐ বচনমূলক ধনাধিকার দেহাবয়ব জন্য, অতএব অন্যত্রও পিণ্ডশব্দের দেহাবয়বরূপ অর্থগ্রহণ করিয়া ধনাধিকার হইবে, ইহা যদি বলা হয়,তাহা হইলে পুত্রের সহিত পিতার অবয়বসম্বন্ধ অধিক থাকায় মৃতপিতৃকপৌত্র থাকিলেও কেবল পুত্রেরই পিতার সমস্তধনে স্বত্ব হইয়া যায়। স্ত্রীধনে কন্যা থাকিলে মৃতমাতৃক দৌহিত্রের ন্যায় মৃতপিতৃকপৌত্রের পুত্রের সহিত যৌগপদ্যে ধনাধিকার হইতে পারিত না। অতএব ঐ বচন ধনাধিকারবিষয়ক নহে। তবে ঐ বচন গর্ভস্থের পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্বের (গর্ভস্থ সন্তান পুত্র বা কন্যা কেন হয়, তাহার) কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ গর্ভাধানাদিতে যুগ্মাযুগ্মদিবসে স্ত্রীশুক্রের হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ কন্যা বা পুত্র হইয়া থাকে তাহারই জ্ঞাপক, ধনাধিকারের নহে।

যদি অবয়বসম্বন্ধই ধনাধিকারের হেতু হইত, তাহা হইলে জন্মান্ধ বা জন্মবধির পুত্রদিগের পৈতৃক ধনাদিতে অনধিকার বাচনিক বলিতে হইত। কারণ পিত্রাদির অবয়ব অবিকলেন্দ্রিয় পুত্রাদিতে যেরূপ থাকে, অন্ধাদি পুত্রেও সেইরূপ থাকে, তথাপি অন্ধাদির ধনধিকার হইবে না, এই মর্ম্মে অপূর্ব্ববিধি স্বীকার করিতে হয় এবং পত্নীর পতির সহিত মান্ত্রবর্ণিক একশরীরতা সিদ্ধ হয় বলিয়া সাপিণ্ড্য হওয়ায় যেমন ধনাধিকার হয়, সপিণ্ডস্ত্রীদিগের সেইরূপ নিজপতির সহিত একশরীরতা নিবন্ধন সাপিণ্ড্য থাকিলেও (বচনবোধিত কতিপয় রমণী ভিন্ন) সপিণ্ডস্ত্রীর অধিকার—নিবর্ত্তক "ন দায়ং নিরিন্দ্রিয়া অদায়াশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ" এই বৌধায়ন

CENTRAL LIBRARY

বচনকেও ধনাধিকার-বিষয়ে বাধক বলিতে হয়। কিন্তু পিণ্ড-দাতৃত্বনিবন্ধন ধনাধিকার বলিলে জন্মান্ধাদি পুত্রের ও সপিণ্ডাদি-স্ত্রীর পিণ্ডদানে অনধিকার থাকায় সপিণ্ডধনে অনধিকারকথন যুক্তিবলেই সিদ্ধ হয়। এই জন্য কোন বচনে ধনাধিকার না থাকায় পিণ্ডদানে অনধিকার এবং কোন বচনে পিণ্ডদানে অনধিকার —নিবন্ধন ধনে অনধিকার দেখা যায়। যেমন "গোত্রঋক্থে জনয়িতুর্নহরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ। গোত্রঋক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা" দত্তকবিষয়ক এই মনবচনে জনকের গোত্রভাগী ও ধনভাগী হয় না বলিয়া তাহার পিণ্ডদানে দত্তকপুত্রের অনধিকার উল্লিখিত আছে, এবং মহাপাতকাধিকারে অভিহিত "চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ" এই মনুবচনে পাতিত্যনিবন্ধন ধর্ম্মকার্য্যসামান্যে অনধিকার উক্ত থাকায় পিণ্ডদানরূপ ধর্ম্মকার্য্যেও অনধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। আর "অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ" ইত্যাদি নারদবচন হইতেও পতিতের ধনে অনধিকার স্পষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে পার্ব্বণপিণ্ডদানরূপ উপকারকতার জন্যই ধনাধিকার সিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকারিতা ধনের অনধিকারের হেতু ইহাও সিদ্ধ হইতেছে। এই পার্ব্বণপিণ্ডদানরূপ উপকারকতার অভাব ধনে অনধিকারের একমাত্র কারণ হয় বলিয়া বিধিকল্পনার লাঘব হইতেছে, আর উহা না বলিয়া পাতিত্য, জন্মান্ধতা, জন্মবধিরতা, ব্রাত্যতা প্রভৃতিকে ধনের অনধিকারের কারণ কল্পনা করিলে অনন্ত কারণ কল্পনা ও সেই বিষয়ে নানা বিধি কল্পনারূপ গৌরব হয়। এবং যদি পাতিত্যাদি প্রত্যেকই ধনের অনধিকারের কারণ হইত, তাহা হইলে মনুপ্রভৃতি সকল ঋষিকেই ধনের অনধিকারের সমস্ত কারণগুলিকেই উল্লেখ করিতে হইত। তাহা না করিলে অনুল্লিখিতটি তাঁহার মতে ধনের অনধিকারের কারণ হইত না, অথচ বাস্তবিক ধনের

CENTRAL LIBRARY

অনধিকারের কারণ হইলেও তাহার অনুল্লেখের জন্য ন্যূনতা দোষ হইয়া পড়িত। কিন্তু পিণ্ডদানে অনধিকারকে ধনে অনধিকারের কারণরূপে কল্পনা করিয়া পাতিত্যাদির উল্লেখ দ্বারা পিণ্ডদানে অনধিকার ধনে অনধিকারের হেতু পাতিত্যাদি দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইলে ঋষিগণের পাতিত্যাদি সকল দোষের অনুল্লেখে ন্যূনতা দোষ হয় না। অর্থাৎ পিণ্ডদানে অনধিকার ধনে অনধিকারের কারণ, ঐ পিণ্ডদানে পাতিত্যাদি অনধিকারের কারণ। উহাই প্রকারান্তরে ঋষিগণ দেখাইয়াছেন, এইজন্য একজনও পিণ্ডদান বিষয়ে অধিকারনিবর্ত্তক পাতিত্যাদিসকলদোষেরউল্লেখ করেন নাই। তবে প্রদর্শনের জন্য কেহ বা পাতিত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, কেহবা জন্মান্ধতার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ঋষিগণের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া জীমূতবাহন "তৎকর্ম্মবেতনং ধনসম্বন্ধিত্বম্ অতস্তদকুর্ব্বতঃ কুতো বেতনম্" (দায়ভাগ, ৫ম অধ্যায় ৬ষ্ঠ স্তবক) এই সন্দর্ভের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল ঋষিবচনের গূঢ়ার্থ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক জীমূতবাহন যে প্রাদেশিকস্বত্ববাদ ও সম্বন্ধীর মরণাদিকালীন অপরসম্বন্ধীর জীবন স্বত্বের কারণ এবং পিণ্ডদাতৃত্বরূপ সাপিণ্ড্যনিবন্ধন ধনাধিকার প্রভৃতির প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সকল নিবন্ধকার অপেক্ষায় নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট। তবে পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতার তারতম্যে পুংধনে অধিকারিনিরূপণ করিলেও স্ত্রীধনে বাচনিক অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যেস্থলে স্ত্রীধনে যুগপৎ অধিকারীর উল্লেখ আছে, মাত্র সেই স্থলে পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতার আধিক্য বা অল্পতা দেখিয়া ঐ সকল অধিকারীর অধিকার ক্রম-নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তন্মতানুবর্ত্তী রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যাদি ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সকল ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

———

CENTRAL LIBRARY

বঙ্গদেশে প্রচলিত মিশ্রিত মত।

জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের মৌলিকতা আছে বলিয়াই বঙ্গদেশে উহার মত প্রচলিত রহিয়াছে এবং সেইজন্য অনেক পণ্ডিত উহার টীকা করিয়াছেন। টীকাকার পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীনাথ, রামভদ্র, মহেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পণ্ডিতের টীকা সুধীসমাজে সমাদৃত। আবার উল্লিখিত টীকাকারগণের মধ্যে রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার এই দুইজনের মত বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারমহোদয় দায়ভাগের যে সকল জটিল স্থানের যেরূপ অর্থ তাঁহার টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্মার্ত্ত-প্রবর রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যমহোদয় উক্ত দায়ভাগের যেরূপ ব্যাখ্যা তৎকৃতদায়ভাগটীকায় ও দায়তত্ত্বে বিবৃত করিয়াছেন সেই অর্থ বা ব্যাখ্যা-অনুসারে অদ্যাপি অধিকারিক্রম নির্ণীত হইয়া থাকে। এখনকার ধর্ম্মাধিকরণেও ঐ টীকাকারদ্বয়ের বিশেষ মত আইন মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। অতঃপর আমি এই প্রবন্ধে যে অধিকারিক্রম দেখাইতেছি তাহা দাগভাগকার জীমূতবাহনের স্বাধীন মত নহে এবং উল্লিখিত টীকাকরগণের মধ্যেও কাহারও ইহা স্বাধীন মত বলা যায় না।

ইহাকে দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মত ও তাহার টীকাকার রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যকৃতদায়তত্ত্বোক্ত মত এবং টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কারমহোদয়ের মত এই তিনজনের মতের মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব অভিনব মত দায়ভাগের মত বলিয়া প্রচলিত আছে, যাহার অবলম্বনে বর্ত্তমান আইন গঠিত হইয়াছে, তাহাকে একটী নূতন মিশ্রিত মত বলা চলে। বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজে অধিকারাদি বিষয়ে এই মিশ্রিত মতই প্রচলিত থাকায় ইহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইল।

CENTRAL LIBRARY

দায়ভাগ আলোচনা করিয়া জীমূতবাহনের সন্দর্ভ হইতে তাঁহার প্রকৃত যে মত অবগত হওয়া যায়, তাহা এবং টীকাকার রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যমহোদয়ের দায়তত্ত্বের মত ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার মহোদয়কৃত দায়ভাগটীকার ও তাঁহার ক্রমসংগ্রহের পৃথক্ মত এবং আসামপ্রদেশীয় পণ্ডিত পীতাম্বরসিদ্ধান্তবাগীশমহোদয়ের নিবন্ধ বিবাদকৌমুদীগ্রন্থের অন্তর্গত দায়কৌমুদীর মত পৃথক্‌ভাবে এই প্রবন্ধের শেষে দেখাইব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, যে রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য তাঁহার দায়তত্ত্বে কিরূপভাবে দায়ভাগোক্ত অধিকারিক্রমের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন এবং তর্কালঙ্কার মহোদয়ও ঐ উভয়ের সম্মত ক্রমের কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ সকল মতের বিশদ আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের যে বিস্তৃতি ঘটিয়াছে সেই দোষ মার্জ্জনীয়।

এক্ষণে দায়ভাগকার ও তাহার টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার ও অপর টীকাকারের মতানুযায়ী যে প্রচলিত মিশ্রিত মতের কথা বলিলাম, সেই মতের অধিকারীক্রম দেখাইতেছি।

তাহাতে মাত্র নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ধনের উল্লেখ আছে যথা ১ম যৌতক ধন, ২য় অযৌতক ধন। এই অযৌতক ধন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ম কুমারী ধন, ২য় পিতৃদত্ত অযৌতক, ৩য় পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতক। ইহার মধ্যে প্রথমে বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী-অবস্থায় প্রাপ্ত ধনের (কুমারী বা কন্যাধনরূপ স্ত্রীধনের) অধিকারিক্রম কহিতেছি। এই কুমারীর প্রাপ্তধনকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বাগ্‌দানের পূর্ব্বে সম্বন্ধী বা অসম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্তধন এক প্রকার, বাগ্‌দানের পর বিবাহকালের পূর্ব্বকালমধ্যে বরের নিকট হইতে বা বরপক্ষীয়ের নিকট প্রাপ্ত ধন দ্বিতীয় প্রকার। এই শেষোক্ত প্রকার ধন শুল্কধনের অন্যতম। উল্লিখিত কুমারীর প্রথম প্রকার ধনে ধনস্বামিনী কন্যার মৃত্যু ঘটিলে

১। সহোদর ভ্রাতা,

|

২। মাতা,

|

৩। পিতা,

এই সকল অধিকারীর ক্রমে অধিকার হইবে। এ বিষয়ে প্রমাণ বৌধায়নবচন, যথা—"ঋক্‌থং মৃতায়াঃ কন্যায়াঃ গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ম্। তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥" পিতার অভাবে

৪। পিতার ধনাধিকারিগণের ক্রমে অধিকার হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার কুমারীকন্যার ধনে অর্থাৎ কেবলমাত্র শুল্করূপধনে বরের অধিকার হইবে ইহাই বিশেষ। এ বিষয়ে প্রমাণ "স্বঞ্চ শুল্কং বোঢ়া" এই গৌতম সূত্র।

[মন্তব্য—মিতক্ষরা বা তাহার মতানুবর্ত্তী অন্যান্য সকল নিবন্ধকারগণই কুমারীধনের এই অধিকারিক্রম দেখাইয়াছেন অর্থাৎ এ বিষয়ে সকলেই দায়ভাগকারের সহিত এক মত।]

অতঃপর নারীর বিবাহকাললব্ধধনের অধিকারিক্রম দেখাইতেছি। এই ধনকেই যৌতক ধন কহে। এই যৌতক সংজ্ঞার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে (ক) করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

যৌতক ধনের অধিকারিক্রম

ধনস্বামিনীর মৃত্যুর পরে এই ধনে

১। অবাগ্‌দত্তা কন্যা,

২। বাগ্‌দত্তা কন্যা,

(ক) এই প্রবন্ধের ২৭ পৃষ্ঠাদিতে দ্রষ্টব্য।

৩। বিবাহিতা কন্যা { সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতীকন্যার যুগপৎ অধিকার,

[এই সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার মধ্যে একের অভাবে অন্যের অধিকার হইবে।]

৪। বন্ধ্যা কন্যার ও অপুত্রা বিধবা কন্যার যুগপৎ অধিকার।

[এই বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার ধনে একের অভাবে ধনে অন্যের অধিকার হইবে]

উপরে যে চারিটী অধিকারীর ক্রম প্রদর্শিত হইল, উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের পক্ষে যে প্রমাণ ও যুক্তি দায়ভাগগ্রন্থে উপন্যাস করা আছে তাহা এই

"মাতুঃ পারিণায্যং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্" এই বশিষ্ঠ বচনে "স্ত্রী"-শব্দ থাকায় মাতার পারিণায্য ধনে (ক) অর্থাৎ যৌতকধনে কন্যা-সামান্যেরই অধিকার অবগত হওয়া যায়। আর "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতমবচনস্থ 'অপ্রত্তা' শব্দের দ্বারা অদত্তা (অবাগ্‌দত্তা) কন্যার অধিকার এবং 'অপ্রতিষ্ঠিতা' শব্দের দ্বারা বাগ্‌দত্তা কন্যার অধিকার এবং 'অপ্রতিষ্ঠিতা' শব্দের পরবর্ত্তী সমুচ্চয়ার্থক 'চ'কারের দ্বারা উঢ়া কন্যার অধিকার এবং ঐ গৌতমবচনে যেরূপ ক্রমে ঐ অপ্রত্তাদির উল্লেখ আছে, সেইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেই উহাদের অধিকারক্রম হইবে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। আরও "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" এই মনুবচনস্থ ইতরযোগব্যবচ্ছেদক 'এব' শব্দদ্বারা যৌতক ধনে কুমারীকন্যার অর্থাৎ অবিবাহিতার অধিকারের প্রাথম্য কল্পিত হইতেছে।

(ক) "পারিণায্যং পরিণয়নলব্ধং ধনম্।"

দায়ভাগঃ ২য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অধ্যায় ১৫ স্তবক।

CENTRAL LIBRARY

আরও দেখাইতেছি যে অদত্তা (কুমারী) কন্যা মৃতার সগোত্রা বলিয়া (যেহেতু বিবাহ না হইলে কন্যা গোত্রান্তরিতা হয় না) কন্যাগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অধিকারিণী হয় (ক), এইজন্য এবং ধনের অভাববশতঃ কন্যার বিবাহ না ঘটিলে "যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি" ইত্যাদি উদ্বাহতত্ত্বধৃত বাক্যদ্বারা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হইলে মাতারও দোষ কীর্ত্তিত থাকায় বিবাহিতা কন্যা-অপেক্ষা অবিবাহিতা কন্যার সহিত মাতার উপকার্য্যতা ও উপকারকতা ঘনিষ্ঠতর আছে, ইহা দৃষ্ট হওয়ায় মাতার যৌতকধনে উক্ত কুমারীকন্যার সর্ব্বাগ্রে অধিকার যুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। এই কুমারী কন্যার মধ্যে বাগ্‌দত্তা কুমারীর অধিকার যে দ্বিতীয়স্থানে দেওয়া হইল তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত গৌতম বচনে (খ) উহা স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতীকন্যার স্বপুত্রের দ্বারা স্বভোগ্য-পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকত্ব থাকায়, কুমারীকন্যার মত সাক্ষাৎ উপকারকত্ব না থাকায় তাহাদের অধিকার উক্ত কুমারী-কন্যার অধিকারের পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা মৃতা ধনস্বামিনীর অঙ্গজাতা বলিয়াই তাহাদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীত্বনিবন্ধন পার্ব্বণাধিকার না থাকায় পিণ্ডদাতৃত্বরূপ সাক্ষাৎ উপকারকত্ব নাই, আবার তাহাদের পুত্র না থাকায় পুত্রের দ্বারাও পিণ্ডদাতৃরূপ পরম্পরায় উপকারকত্ব কোন সময়েই সম্ভব হয় না। এই কারণে তাহাদের অধিকার সর্ব্বশেষে দেওয়া হইয়াছে।

(ক) "তদভাবে (প্রপৌত্রাভাবে) অদত্তা কন্যা। অপুত্রস্য চ যা পুত্রীত্যস্য উদ্দেশ্যগতলিঙ্গাবিবক্ষয়াস্ত্রীপুংসাধারণত্বাদ্ ধনাধিকারিত্বাচ্চ।"

রঘুনন্দনকৃত শুদ্ধিতত্ত্ব প্রেতক্রিয়াধিকারি-নির্ণয়প্রকরণ।

(খ) স্ত্রীধনং দুহিতৃণামিত্যাদি।

[এস্থলে ইহাও বক্তব্য এই যে ধনস্বামিনী মাতার মৃত্যুকালে যে সকল কন্যা বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম-অনুসারে যে কন্যার মাতৃধনে অগ্রে অধিকার হইবে, সেই কন্যার জীবনকালপর্য্যন্ত তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহার অবস্থান্তর ঘটিলেও অপর কন্যার সহিত তাহার অংশ হইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেস্থলে মাতার মৃত্যুকালে কুমারী কন্যা ও বিবাহিতা এই দুইটী কন্যা বর্ত্তমান আছে, সেই স্থলে কুমারীকন্যারই ঐ মাতার যৌতকধনে অধিকার হয়, কিন্তু পরে ঐ ধনাধিকারিণী কুমারী বিবাহিতা হইলে তাহার বিবাহিতা সহোদরার সহিত ঐ ধনের অংশ হইবে না। এইরূপ বন্ধ্যা ও অপুত্রা-বিধবাদিস্থলেও বুঝিতে হইবে। তবে সেই ধনাধিকারিণী কন্যার মৃত্যু ঘটিলে ঐ ধনে কন্যার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয় না বলিয়া মূলধনস্বামিনী মাতার ধনের অধিকারিগণের মধ্যে তৎকালে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদের ক্রম-অনুসারে অধিকার হইবে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐ ধন, কন্যার সম্বন্ধাধীন হইতেছে বলিয়া উহা তাহার যথেচ্ছব্যবহার্য্য নিজের ধন না হওয়ায় স্ত্রীধন হইতেছে না; এ কারণ তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার স্ত্রীধনের অধিকারিগণের (ভর্ত্রাদির) অধিকার হইবে না। ইহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারমহোদয়ও তাঁহার রচিত ক্রমসংগ্রহ গ্রন্থে বলিয়াছেন।]

বন্ধ্যা কন্যা ও অপুত্রা বিধবাকন্যা পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে

৫। পুত্র *

অধিকারী হইবে। ইহার প্রমাণ দায়ভাগধৃত "দুহিতৃণামভাবে তু ঋক্‌থং পুত্রেষু তদ্ভবেদিতি" কাত্যায়ন বচন, "মাতুর্দুহিতরোঽভাবে

* দায়ভাগে গর্ভজাত পুত্র ভিন্ন দত্তকাদি উপদিষ্ট পুত্রের অধিকার হইবে কি না সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ নাই তবে আমার বক্তব্য এই যে

দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন এবং "সংস্বঙ্গজেষু তদ্গামী-হ্যর্থো ভবতি" এই বৌধায়ন বচন।

পুত্রের অভাবে ৬। দৌহিত্র

"দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ" এই মনু বাক্যের দ্বারা দৌহিত্রের নরকনিস্তারকত্ব ও "তস্মাদ্ দৌহিত্রজাল্লোঁকাদ-বাহ্যোসৌ পতির্মম" এই মহাভারতীয় গান্ধারীবাক্য হইতে তাহার স্বর্গবিশেষের প্রাপকত্ব অবগত হওয়ায় এবং দৌহিত্রের মাতামহপক্ষে পিণ্ডদাতৃত্ব থাকায় ও উহার অধিকারপ্রতিপাদক "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা। তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্ত্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ" এই বৃহস্পতিবচনের বলে উহার অধিকার সিদ্ধ হইয়াছে।

[মিতাক্ষরাকার ও তাঁহার মতের অনুসরণকারী নিবন্ধকারগণ দৌহিত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রীর অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দৌহিত্রীর পূর্ব্বোক্তরূপ কোন উপকারকতা না থাকায় ও দৌহিত্রীর অধিকারপ্রতিপাদক বচন না থাকায় দায়ভাগকার তাহার অধিকার নির্দ্দেশ করেন নাই।]

এ স্থলে উক্ত ঔরসপুত্রের সহিত দত্তকপুত্রের যুগপৎ অধিকার যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দত্তকপুত্র গর্ভজাতপুত্রের অংশ-অপেক্ষা পঞ্চমাদি অংশ পাইবে এবং দত্তকচন্দ্রিকাকারের মতে তৃতীয়াংশাদি পাইবে। এ বিষয়ে দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ অযৌতকধনের অধিকারিনিরূপণপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রজাদি-পুত্রের পঞ্চমাদি-অংশভাগিত্ব পুংধনের ন্যায় আছে ইহা বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয়ও ঐ স্থলে দত্তকের অধিকারের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তিনি গ্রন্থকার-জীমূতবাহন যে অযৌতকধনপ্রকরণে "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বচনস্থ 'ঔরস' পদের লিঙ্গ-অবিবক্ষা করিয়া পুত্র ও কন্যার অধিকারের কথা বলিয়াছেন, সেই স্থলের টীকায় "এতচ্চ দত্রিমাদেরপ্যুপলক্ষণম্" ইহা লিখিয়াছেন। দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ ৩২ স্তবকের তর্কালঙ্কার টীকা।

CENTRAL LIBRARY

দৌহিত্রের অভাবে ৭। পৌত্র

এই পৌত্রের অধিকার "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনের 'তৎসুত' পদ হইতে বোধিত হইতেছে এবং এবিষয়ে "লোকানন্ত্যংদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচন হইতে ও "পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণা-নন্ত্যমশ্নুতে। তস্য পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্" এই মনুবচন হইতে পৌত্রের জন্মদ্বারা অনন্ত্যং নামক স্বর্গবিশেষের প্রাপকত্ব প্রতীত হওয়ায় উপকারকতাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পৌত্রের অধিকার দৌহিত্রের পরে নির্দ্দিষ্ট হইল কেন, তৎসম্বন্ধে দায়ভাগকার জীমূতবাহন যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি; অযৌতক ধনে পুত্রের অধিকারের পরে বিবাহিতা কন্যার অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ পুত্র ও বিবাহিতা কন্যার অভাবে পৌত্র ও দৌহিত্র থাকিলে অগ্রে পৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সাধক যুক্তি দিয়াছেন এই যে, যেমন পুত্রের পরে বিবাহিতা কন্যার অধিকার হওয়ায় পুত্র ঐ কন্যার অধি-কারাংশে বাধক ও ঐ কন্যা ঐ স্থলে বলিয়া বাধ্যা হইতেছে। সেইরূপ উক্ত বাধক পুত্রের পুত্র (পৌত্র) বাধ্যা দুহিতার পুত্রের (দৌহিত্রের) অধিকারের বাধক হওয়া উচিত বলিয়া দৌহিত্রের পূর্ব্বে পৌত্রের অধিকার হইতেছে [দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১১ স্তবক দ্রষ্টব্য]। ঐরূপ যুক্তির বলে এই যৌতকধনেও বিবাহিতা কন্যার পরে পুত্রের অধিকার সিদ্ধ হওয়ায় উক্ত কন্যা, পুত্রের অধিকারের বাধিকা হইতেছে ও পুত্র বাধ্য হইতেছে সুতরাং বাধিকা কন্যার পুত্র (দৌহিত্র) বাধ্য পুত্রের পুত্রের (পৌত্রের) অধিকারের বাধক হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া পৌত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা টীকাকারেরা বলিয়াছেন।

[এস্থলে মিতাক্ষরাকার ও তন্মতাবলম্বী অন্যান্য নিবন্ধকারগণ দৌহিত্রী ও দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সাক্ষাৎ ও

CENTRAL LIBRARY

পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন যে দৌহিত্রের অধিকার মাতৃভাগানুসারে, ও পৌত্রের অধিকার পিতৃভাগানুসারে হইবে, অর্থাৎ যে স্থলে মৃতা ধনস্বামিনী মাতামহীর দুইটী মৃতা কন্যার মধ্যে এক কন্যার দুইটী মাত্র পুত্র এবং অপর কন্যার ৩টী পুত্র, সেস্থলে গণনায় ঐ ৫ জন দৌহিত্রের সমানাংশ হইবে না। ঐ দৌহিত্রগণের মাতার অংশ-অনুসারে ভাগ হইবে, অর্থাৎ উক্ত স্থলে মাতামহীর ধন প্রথমে ধনস্বামিনীর দুইটী কন্যা থাকায় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, পরে তাহার একভাগ এককন্যার দুইপুত্র এবং অপরভাগ অপরকন্যার তিনপুত্র সমভাগে ভাগ করিয়া লইবে। পৌত্রের পক্ষেও ঐরূপস্থলে পিতার প্রাপ্য অংশ-অনুসারে ভাগ হইবে। ইহার প্রমাণরূপে "প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষঃ" এই গৌতমসূত্র এবং পিতামহ ধনে "পিতৃতো ভাগকল্পনা" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচন উহার সাধকরূপে ঐ সকল নিবন্ধে উপন্যাস করা আছে।

দায়ভাগে এরূপ ভাগের কোন উল্লেখ নাই সুতরাং দৌহিত্র বা পৌত্রের মাতৃভাগানুসারে বা পিতৃভাগানুসারে ভাগ হইবে না। উহাদের সংখ্যা অনুসারে ভাগিসমসংখ্যক অংশ হইবে; ইহা দায়ভাগের মত বলিয়া প্রতীত হয়। দায়ভাগের মতে ধনীর মরণকালীন উত্তরাধিকারীর জীবন উক্ত মৃতের ধনে স্বামিত্বের কারণ হওয়ায় মরণকালীন জীবনবিশিষ্ট উত্তরাধিকারিগণের সংখ্যাক্রমেই অংশ হইবে। তবে কেবল মাত্র পৈতৃক ক্রমাগত ধনেই "ভূর্য্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনদ্বারা ও "অনেকপিতৃকাণান্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা" এই বচন দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা উক্ত থাকায় পুত্র ও মৃতপিতৃকপৌত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক-প্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ ভাগানুসারে অংশিতার ব্যবস্থা আছে।

মূল গৌতমধর্ম্মসূত্রের ২৮ অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত মিতাক্ষরাধৃত "প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষঃ"

CENTRAL LIBRARY

ইত্যাদি গৌতমসূত্র পুত্রের অধিকারকথনপ্রসঙ্গে ঔরসপুত্রের অধিকার নির্দ্দেশের পর পুত্রদিগের জ্যেষ্ঠতাদিনিবন্ধন অধিকার-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং উহার পরেও পুত্রিকাদি পুত্রের অধিকারের কথা বলা আছে ; অতএব ঐ সূত্রের উপক্রমে ও শেষে পুত্রবিশেষের অধিকারের কথা থাকায় মধ্যবর্ত্তী ঐ অংশটুকু পুত্রবিশেষের অংশবিশেষজ্ঞাপক ইহাই প্রতীত হইতেছে ; সুতরাং আলোচ্যস্থলে ঐ সূত্র অনুসারে ভাগের ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য দায়ভাগকার স্ত্রীধনবিষয়ে উক্ত গৌতমসূত্রের উল্লেখ করেন নাই।]

পৌত্রের অভাবে ৮। প্রপৌত্র

এই প্রপৌত্রের অধিকার জীমূতবাহন দায়ভাগের স্ত্রীধন-প্রকরণে উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের দায়তত্ত্বে প্রপৌত্রের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া নিম্নোক্ত যুক্তির বলে প্রপৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহোদয়ের যুক্তি এই যে, যেহেতু পুংধনাধিকারপ্রকরণে প্রপৌত্রের ধনাধিকার-জ্ঞাপক কোন ঋষিবাক্য না থাকিলেও কেবলমাত্র তাহার জন্মদ্বারা 'দিব্' নামক স্বর্গবিশেষের প্রাপকতা এবং পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতা (ক) দেখিয়া জীমূতবাহন দায়ভাগে পৌত্রের পরেই প্রপৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হেতু স্ত্রীধনেও উক্তরূপ উপকারকতা বিদ্যমান থাকায় পৌত্রের পরে প্রপৌত্রের অধিকার যুক্তিযুক্ত। টীকাকার তর্কালঙ্কারমহোদয়ের এই মত অবলম্বনেই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে (স্ত্রীধনে দায়ভাগের মূলগ্রন্থে

(ক) "লোকানন্ত্যংদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ" ইত্যাদি (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)
"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
তস্য পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্।" (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

অনুক্ত হইলেও) প্রপৌত্রের অধিকার প্রচলিত হইয়াছে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়েরও এই মত।

প্রপৌত্রের অভাবে ৯। সপত্নীপুত্র

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ" এই দায়ভাগধৃতস্মৃতিবচনে সপত্নী-পুত্রের পুত্রত্বকীর্ত্তনদ্বারাঅলোকতাপরিহারকত্ব ও তাহার পিণ্ডদাতৃত্ব এবং তাহার ভর্ত্রাদিত্রয়ের পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকত্ব থাকায় সপত্নীপুত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ পুত্র সপিণ্ডও হইয়াছে। এই সপত্নীপুত্রের অধিকারের কথা নিম্নলিখিত বৃহস্পতিবচন হইতে অবগত হওয়া যায়। বৃহস্পতিবচন যথা—"যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা। তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ"॥ এই বচনস্থ 'ঔরস' পদ হইতে দায়ভাগকারজীমূতবাহন পুত্র ও কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন ও 'সুত' পদ হইতে সপত্নীপুত্রেরও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ বচনের পাঠক্রম অনুসারে সপত্নীপুত্রের পরে দৌহিত্রের অধিকার ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার মহোদয় জীমূতবাহনের প্রদর্শিত ঐ ক্রমের আদর করেন নাই। তিনি সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এ বিষয়ে তর্কালঙ্কার মহোদয়ের যুক্তি এই যে—দৌহিত্র উপদিষ্ট(ক) সন্তান এবং সপত্নীপুত্র অতিদিষ্ট(খ) সন্তান। অতিদিষ্ট

(ক) শাস্ত্রে আত্মসন্তানরূপে কথিত।

(খ) আত্মসন্তানসদৃশ বলিয়া কথিত।

CENTRAL LIBRARY

অপেক্ষা উপদিষ্ট সন্তানের প্রাধান্য থাকায় সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার হওয়া উচিত। এই প্রাধান্যের হেতু—দৌহিত্র তাহার মাতামহকে যে পিণ্ড দেয়, সেই পিণ্ড ধনস্বামিনী মাতামহীও ভোগ করেন, কিন্তু সপত্নীপুত্র প্রদত্ত পিণ্ডে উক্ত ধনস্বামিনীর ভোক্তৃত্ব নাই; কারণ তাহার মাতাই ঐ পিণ্ড স্বামীর সহিত ভোগ করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ—"স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ম্। পিতামহী চ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী" ইত্যাদি। গ্রন্থকার জীমূতবাহন স্ত্রীধনের প্রথমেই অযৌতকধনের অধিকারি-নিরূপণস্থলে পৌত্রের পরেই দৌহিত্রের অধিকার বলিয়া (৪র্থ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ, ১১শ, ১২শ স্তবক দ্রষ্টব্য) পরে সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারিনিরূপণ স্থলে (দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩৩ স্তবকে) "ঔরসপুত্রকন্যয়োঃ সপত্নীপুত্রস্য চ অভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতা" ইহা নির্দ্দেশ করায় তর্কালঙ্কারমহোদয় গ্রন্থকারের এই দুই বাক্যের পরস্পর অসামঞ্জস্যদর্শনে গ্রন্থকার যে সপত্নীপুত্রের অধিকারের স্থাননির্দ্দেশে নিঃসংশয় নহেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনে 'বা' শব্দের বারম্বার নির্দ্দেশ হেতু ক্রমাগত অনাস্থা সূচিত হইয়াছে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত উপকারকতানিবন্ধন সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন ও অধিকারিনির্ণয়স্থলে সেইরূপ করিয়াছেন (দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ ৩৩ স্তবকের তর্কালঙ্কারকৃতটীকা দ্রষ্টব্য)।

অপর টীকাকারদ্বয় অচ্যুতানন্দ ও মহেশ্বর উক্ত তর্কালঙ্কারের সহিত এ বিষয়ে এক মত।

বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে এই তর্কালঙ্কার মহোদয়ের মত-অনুসারেই সপত্নীপুত্রের অধিকার ব্যবস্থাপিত আছে।

আরও বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচনটী গ্রন্থকার জীমূতবাহন অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারনিরূপণপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু ঐ বচন যৌতক বা অযৌতক স্ত্রীধনের অধিকারিনির্ণায়ক, তাহা বচনের অর্থ হইতে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না। এইজন্য ঐ বচনই সাক্ষাৎভাবে সপত্নীপুত্র ও সপত্নীপৌত্রের অধিকারজ্ঞাপকরূপে গ্রন্থকার জীমূতবাহনের সামান্যতঃ নির্দ্দেশ বলিয়া এই যৌতক ও বক্ষ্যমাণ অযৌতক স্ত্রীধনেও সপত্নীপুত্রাদির অধিকার জ্ঞাপক, ইহা টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সপত্নী পুত্রের অভাবে ১০। সপত্নী পৌত্র

ইহার প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচন। ঐ বচনস্থ 'তৎসুত' শব্দের 'তৎ' পদ হইতে নিজের পুত্র ও সপত্নীপুত্রের গ্রহণ করিয়া 'তৎসুত' শব্দ হইতে নিজের পৌত্র ও সপত্নীপৌত্রকে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বচনের 'তৎসুত' শব্দের অব্যবহিতপূর্ব্বে দৌহিত্র শব্দ দৃষ্ট হওয়ায় সান্নিধ্যবশতঃ দৌহিত্রের পুত্র এই অর্থ গ্রহণীয়, ইহা বোধ হইলেও তাহা গৃহীত হয় নাই। কারণ দৌহিত্রপুত্রের পিণ্ডদাতৃত্ব নাই। এই পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতা প্রদর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় নিজের পৌত্রের অভাবে প্রপৌত্রের অধিকার প্রদর্শনের ন্যায় সপত্নীপৌত্রের অভাবে সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মৃতা ধনস্বামিনীর উপকারকতার তারতম্যই এই সকল অধিকারিক্রমে পৌর্ব্বাপর্য্যের হেতু।

[তবে দায়ভাগকার জীমূতবাহন উক্ত বৃহস্পতিবচনস্থ 'তৎসুত' শব্দ দ্বারা কেবল মাত্র নিজের পৌত্র ও সপত্নীপৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি তর্কালঙ্কারের ন্যায় পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্ব নিবন্ধন প্রপৌত্রপর্য্যন্ত অধিকারিক্রমনির্দ্দেশ করেন নাই।]

সুতরাং টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয়ের মতে

সপত্নী পৌত্রের অভাবে ১১। সপত্নী প্রপৌত্র,

এবং

সপত্নী প্রপৌত্রের অভাবে ১১ ক। সপত্নী কন্যা

এস্থলে বক্তব্য এই যে দায়ভাগকার পূর্ব্বোক্ত "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনের ঔরসপদের লিঙ্গ-অবিবক্ষা করিয়া যেমন পুত্র ও কন্যা উভয়েরই গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকারগণও ঐ বচনস্থ সুত পদের লিঙ্গ-অবিবক্ষা করিয়া সপত্নীকন্যারও অধিকার যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন(ক)। কিন্তু টীকাকারগণের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয় না, কেন তাহা পরে বলিতেছি।

টীকাকারগণ এই যে সপত্নীকন্যার অধিকার নিজের গর্ভজাত কন্যার অধিকারের অনেক পরে এইস্থলে অর্থাৎ সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকারের পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎপক্ষে যুক্তি এই যে, সপত্নীকন্যার কেবলমাত্র স্বপুত্রের দ্বারা পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারিতার বলেই বিমাতার ধনে অধিকার হইতেছে, কিন্তু নিজের গর্ভজাত কন্যার "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাম্" ইত্যাদি ও "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" ইত্যাদি সাক্ষাৎ অধিকারিবোধক বৃহস্পতি ও মনুপ্রভৃতির বচনদ্বারা অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব গর্ভজাতা কন্যার অধিকার সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার সহিত সপত্নীকন্যার অধিকারের কোন

(ক) "সপত্নী পুত্রেস্যেতি তদ্ভগিন্যা অপীতি বোধ্যম্। পুংস্ত্বস্যাবিবক্ষিত ত্বাৎ, তস্যা অপি স্বপুত্রদ্বারেণ তদ্ভর্ত্রাদিপুরুষত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাদিতি" দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ ৩২ স্তবকের শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত টীকা। 'সুত-পদেনেতি এবঞ্চ তদ্ভগিন্যা অপি ধনাধিকারঃ ঔরসতুল্যন্যায়াৎ। স্বপুত্রদ্বারা ভর্ত্রাদিপুরুষত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাচ্চ।" (দায়ভাগ, ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ ৩২ স্তবকের শ্রীনাথ ও রামভদ্রকৃত টীকা)।

CENTRAL LIBRARY

আশঙ্কাই হইতে পারে না এইজন্য পরে অধিকার বলা হইয়াছে।

সপত্নী কন্যার অভাবে ১১ খ। সপত্নীদৌহিত্র

এই সপত্নীদৌহিত্র ধনস্বামিনীর ভর্ত্রাদিপুরুষত্রয়কে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে পিণ্ড দান করে বলিয়াই উহার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩২ স্তবকের তর্কালঙ্কার শ্রীনাথ ও রামভদ্রকৃত টীকায় উক্ত সপত্নীদৌহিত্রের পার্ব্বণপিণ্ড-দাতৃত্বরূপ—উপকারকতার জন্যই তাহার মাতারও অর্থাৎ সপত্নী-কন্যারও ধনাধিকার হয়, এইরূপ লিখিত আছে। ঐ টীকা অবলম্বনে সপত্নীদৌহিত্রের অধিকার এইস্থানে নির্দ্দেশ করা হইল।

এস্থলে আলোচ্য বিষয় এই যে উক্ত টীকাকারগণ পূর্ব্বোক্তরূপে সপত্নীকন্যার ও তৎপরে সপত্নীদৌহিত্রের অধিকার ফলবলে প্রতিপাদন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারমহোদয় দায়ভাগের টীকায় যে স্থলে অধিকারিগণের ক্রমনির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখাইয়াছেন, সেস্থলে উক্ত সপত্নীকন্যা ও সপত্নীদৌহিত্রের উল্লেখ করেন নাই।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে টীকাকারগণের এই সপত্নী-কন্যার ও সপত্নীদৌহিত্রের অধিকার-নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত হয় নাই (ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি)। "অদায়াশ্চ স্ত্রিয়োমতাঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ধনাধিকারিণী হয় না। কিন্তু বিশেষ বচন দ্বারা যেখানে যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকারিত্ব উক্ত হইয়াছে, সেস্থলে তাহার ধনাধিকারিত্ব হইবে। স্ত্রীধনে যে কন্যা এবং পুংধনে যে পত্নী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, ধনাধিকারিণী হইয়া থাকেন, তাহা বিশেষবচনের বলেই হয়। (ক) কোন স্ত্রীলোকেরই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকার

(ক) পত্নী দুহিতরশ্চৈব" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্ ॥
"মাতা, ঋক্থহরী জ্ঞেয়া" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনম্ ॥
"মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনং" ইতি মনুবচনম্ ॥

CENTRAL LIBRARY

না থাকায় তাহাদের পার্ব্বণ-পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতা নাই, এইজন্য ধনাধিকারিত্বও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়।

আলোচ্য স্থলে নারীত্বনিবন্ধন সপত্নীকন্যার সাক্ষাৎ পিণ্ড-দাতৃত্বরূপ উপকারকতা নাই, তাহার অধিকারবোধক কোন বচনও নাই। অতএব কেবলমাত্র স্বপুত্রদ্বারা পার্ব্বণ-পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতা দেখিয়া সেই উপকারকপুত্রের জননী, এ কারণ তাহারও ধনাধিকার হওয়া উচিত এরূপ কল্পনা সমীচীন হয় না।

আমার এই উক্তির সাধক দেখাইতেছি এই যে, যেমন পুংধনের অধিকারিনির্ণয়স্থলে মৃত ধনস্বামীর পিত্রাদিত্রয়ের পার্ব্বণ-পিণ্ড-দাতৃত্বরূপ উপকারকত্ব দেখিয়া (সম্ভব স্থলে) ভাগিনেয় ধনাধিকারী হইবে, ইহা উক্ত আছে, কিন্তু উক্ত ভাগিনেয়ের জননীর (মৃত ধনস্বামীর ভগিনীর) সাক্ষাৎ উপকারকতা না থাকায় ও তাহার অধিকার জ্ঞাপক বিশেষবচন দৃষ্ট না হওয়ায় কোন অবস্থাতেই তাহাকে (ভগিনীকে) তাহার ভ্রাতার (মৃত ধনস্বামীর) ধনের অধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই, সেইরূপ আলোচ্য স্থলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে সপত্নীকন্যার অধিকার যুক্তিযুক্ত নহে।

আর সপত্নীদৌহিত্রের অধিকারনির্দ্দেশের বিপক্ষে আমার কথা এই যে, তাহার উপকারকত্ব থাকিলেও সাক্ষাৎ অধিকারজ্ঞাপক বচন না থাকায় অধিকার হইবে না। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, কেবলমাত্র উপকারকতা দেখিয়া স্ত্রীধনে অধিকারী নিরূপিত হইতে পারে না। যাহাদের অধিকার বচন-বোধিত হইয়াছে, ও অধিকারক্রম জ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই, তাহাদেরই অধিকারক্রম-নির্ণয়ের জন্য উপকারকতা দেখিবার প্রয়োজন হয়, যেহেতু ঐস্থলে উপকারকতার তারতম্য-অনুসারে অধিকারীর ক্রম নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের অধিকার বচনে নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাদের উপকারকত্ব থাকুক বা না থাকুক, ধনাধিকারী হইবার যোগ্যতাই নাই। যদি কেবল মাত্র মৃতের উপকারক হইলেই

CENTRAL LIBRARY

ধনের অধিকারী হইবে, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি মৃতের অস্থি গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিয়া পারলৌকিক হিতসাধন করে, অথবা গয়ায় পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিয়া মৃতের উপকার করে, সেই সেই ব্যক্তিও উক্তমৃতের ধনে অধিকারী হইবে ইহা বলিতে হয়, কিন্তু উক্তরূপ উপকারকারী ব্যক্তিকে কোথায়ও ধনাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা নাই। আরও কথা এই যে, ইহাই যদি ঋষিগণের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তাঁহাদের রচিত পুত্রপৌত্রাদির অধিকারজ্ঞাপক বচনগুলি নিরর্থক হইত। এবং পুংধনের অধিকারবোধক বাক্য হইতেই স্ত্রীধনে অধিকারীর নির্ণয় সিদ্ধ হওয়ায় স্ত্রীধনে পৃথক্ অধিকারবোধক বচনের বৈফল্য হইত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র উপকারকতা দেখিয়া স্ত্রীধনের অধিকারী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাহার অধিকার বচন-বোধিত আছে, তাহারই ক্রমনির্দ্দেশের জন্য উপকারকতা লক্ষ্যের বিষয় হইবে। গ্রন্থকার জীমূতবাহনও দায়ভাগে সকল অধিকারিনির্ণয়ের শেষে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। [দায়ভাগমূল ১১ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩৩ স্তবক দ্রষ্টব্য]।

আমার মনে হয় এই কারণেই তর্কালঙ্কার মহোদয় টীকায় সপত্নীকন্যা ও সপত্নীদৌহিত্রের অধিকারের কথার উল্লেখ করিলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া যখন অধিকারিগণের ক্রমনির্ণয়ের তালিকা করিয়াছেন, তখন উক্ত দুইটী অধিকারীর নির্দ্দেশ করেন নাই। এজন্য আমিও উক্ত অধিকারিদ্বয়কে ক্রমিকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ১১ক ও ১১খ এইরূপ সংখ্যায় নির্দ্দেশ করিলাম।

এ স্থলে আরও একটী কথা এই যে টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয় এই স্ত্রীধনে প্রপৌত্র এবং সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকারের কথা যাহা তৎকৃত অধিকারিনির্ণয়ের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দায়ভাগের মূলগ্রন্থে অর্থাৎ জীমূতবাহনের সন্দর্ভে নাই,

CENTRAL LIBRARY

তিনি পুংধনের অধিকারিনির্ণয়স্থলে প্রপৌত্রের অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া এই স্ত্রীধনেও বচন-বোধিত না হইলেও কেবলমাত্র উপকারকতার বলে তাহার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বচন-বোধিত না হইলে কেবলমাত্র উপকারকত্ব দেখিয়া ধনাধিকারী নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব তর্কালঙ্কার মহোদয়ের এই অধিকারিদ্বয়ের নির্দ্দেশ সমীচীন হয় নাই। এইজন্য দায়ভাগকার জীমূতবাহন স্ত্রীধনের অধিকারিজ্ঞাপক বচনে প্রপৌত্র ও সপত্নী প্রপৌত্রের নির্দ্দেশ না থাকায় তাহাদিগকে অধিকারিপর্য্যায়ভুক্ত করেন নাই। টীকাকারকৃত ক্রমের ও মূলদায়ভাগকৃত ক্রমের উহা অন্যতম উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

[দায়ভাগমূল ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩২ হইতে ৩৪ স্তবক দ্রষ্টব্য]

বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত 'মোল্লা'কৃত আইন ("হিন্দু ল") পুস্তকে দায়ভাগের মত বলিয়া যে প্রপৌত্রের পরে বন্ধ্যা কন্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার নির্দ্দেশ করা আছে, তাহা দায়ভাগের মূলে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ দায়ভাগের স্ত্রীধন-প্রকরণে প্রপৌত্রের অধিকারের উল্লেখই নাই।

আর ঐ আইন পুস্তকে "তর্কালঙ্কার কৃত ক্রমসংগ্রহের মত বলিয়া যে সপত্নীপুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের পরে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল" ইত্যাদি রূপ যাহা লিখিত আছে তাহাও কেবলমাত্র ক্রমসংগ্রহের মত নহে। কারণ দায়ভাগের মূলের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩২ হইতে ৩৪ স্তবক আলোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পুত্র, কন্যা, সপত্নী পুত্র দৌহিত্র, পৌত্র ও সপত্নীপৌত্র ক্রমে অধিকারী হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, সপত্নী পুত্র ও সপত্নীপৌত্রের অধিকার কেবলমাত্র ক্রমসংগ্রহের মত নহে, ইহা মূল দায়ভাগেরও সম্মত। আর দায়ভাগের টীকাকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যমহোদয়কৃত দায়তত্ত্বে

CENTRAL LIBRARY

(যে দায়তত্ত্ব গ্রন্থখানি দায়ভাগের সংক্ষেপ পুস্তক বলিলেই হয়, তাহাতেও) প্রপৌত্রের অধিকারের উল্লেখ আছে, সুতরাং কেবলমাত্র ক্রম সংগ্রহের মত ইহা বলা সঙ্গত নহে। তবে ঐ সকল অধিকারিগণের মধ্যে সপত্নী প্রপৌত্রের অধিকারের উল্লেখ তর্কালঙ্কারকৃত ক্রমসংগ্রহের মতানুসারে করা হইয়াছে, ইহা বলা চলে।

উপরে যে সকল অধিকারিগণের নির্দ্দেশ করা হইল সেই পর্য্যন্ত অধিকারী থাকিলে অর্থাৎ মৃতা ধনস্বামিনীর পূর্ব্বোক্ত সপত্নীদৌহিত্র (১১খ নং অধিকারী) পর্য্যন্ত * থাকিলে সেই ধনকে সপ্রজস্ত্রীধন কহে। উক্ত সপত্নী দৌহিত্র পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাব ঘটিলে মৃতা ধনস্বামিনীর ধনকে অপ্রজস্ত্রীধন কহে।

অতঃপর এই যৌতকস্ত্রীধনের অন্তর্গত অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিগণের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি।

ব্রাহ্মাদি বিবাহভেদে এই অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিক্রমের বিশেষ আছে। যথা,

---

* এস্থলে বক্তব্য এই যে ১১ক নং অধিকারিণী সপত্নীকন্যার ও ১১খ নং অধিকারী সপত্নীদৌহিত্রের অধিকার টীকাকারগণের মতানুসারে লিখিয়া তৎসম্বন্ধে তর্কালঙ্কার কৃত অধিকারিনির্ণয়ের সংক্ষেপ তালিকায় অনুল্লেখের কারণ, ও উহাদের অধিকারিপর্য্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নহে ইত্যাদিরূপে আমি ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা, যুক্তি প্রদর্শন মুখে উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে উক্ত সপত্নীকন্যা ও সপত্নীদৌহিত্রকে অধিকারিপর্য্যায়ভুক্ত না করিলে এই স্থলে বলিতে হইবে যে ১১নং অধিকারী সপত্নীপ্রপৌত্র পর্য্যন্ত থাকিলে মৃতার ধন সপ্রজস্ত্রীধন সংজ্ঞিত হইবে, তাহার অভাবে মৃতার ধন অপ্রজস্ত্রীধন সংজ্ঞিত হইবে।

CENTRAL LIBRARY

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই পাঁচ প্রকার বিবাহের যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিক্রম—

১২। ভর্ত্তা
১৩। ভ্রাতা
১৪। মাতা
১৫। পিতা

এস্থলে ভর্ত্তার অধিকার জ্ঞাপক মনুবচন যথা—

"ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্ব প্রাজাপত্যেষু যদ্ধনম্।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে॥"

এবং (কন্যাধনের অধিকার-জ্ঞাপক) নিম্নলিখিত বৌধায়ন বচন দ্বারা এস্থলেও ভ্রাতা, মাতা ও পিতার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বৌধায়ন বচন, যথা—

"ঋক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়াঃ গৃহ্ণীয়ুঃ
সোদরাঃ স্বয়ম্ তদ্ভাবে ভবেন্মাতু-
স্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥"

আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহের যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিক্রম—

১২। মাতা
১৩। পিতা
১৪। ভ্রাতা
১৫। ভর্ত্তা

এস্থলে মাতা ও পিতার অধিকার জ্ঞাপক মনুর বচন, যথা

"যত্তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অতীতায়ামপ্রজায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।"

এই মনুবচনস্থ 'মাতাপিত্রোঃ' এই পদের দ্বন্দ্ব সমাস দেখিয়া মাতা ও পিতার যুগপদধিকারের আশঙ্কা উত্থিত হয়, তাহা 'ঋক্থং মৃতায়াঃ' ইত্যাদি বৌধায়ন বচন দ্বারা সুস্পষ্টরূপে নিরাকৃত হইয়া অগ্রে মাতা, তাহার অভাবে পিতার অধিকার হইবে, ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে, আর উক্ত বৌধায়ন বচন হইতেই ভ্রাতার অধিকার এস্থলেও অবগত হওয়া যাইতেছে। তবে 'যত্তস্যাঃ স্যাৎ' ইত্যাদি মনুবচনদ্বারা সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহাদের অধিকারের পরে ভ্রাতার অধিকার তৃতীয় স্থানে কল্পিত হইল।

আর ভ্রাতার অভাবে ভর্ত্তার অধিকারবোধক নিম্নোক্ত কাত্যায়ন বচন যথা—

"বন্ধুদত্তন্তু বন্ধনামভাবে ভর্ত্তৃগামি তৎ।"

CENTRAL LIBRARY

এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে ব্রাহ্মাদি বিবাহে ভর্ত্তার ও আসুরাদি বিবাহে মাতা, পিতার অধিকারবোধক যে বচন দৃষ্ট হয়, সেই বচন দুইটী উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর অধিকারীর অধিকার-বোধক সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। তবে টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয় অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারজ্ঞাপক বচনান্তর-অবলম্বন করিয়া তৎকৃত অধিকারিসংক্ষেপতালিকায় যেরূপ অধিকারীর ও তাহার ক্রমনির্দ্দেশ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই উপরে লিখিলাম।

কিন্তু ইহা দায়ভাগকার জীমূতবাহনের সম্মত বলিয়া মনে হয় না। এতদ্ভিন্ন ইতঃপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে সপ্রজস্ত্রীধনে অধিকারিগণের যে ক্রম প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে ও দায়ভাগের টীকাকার রঘুনন্দনও তর্কালঙ্কারের মতের সহিত দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মতের বিভিন্নতা স্থানে স্থানে আছে, কোন কোন স্থলে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি।

উপরে ব্রাহ্মাদি-পৈশাচান্ত আট প্রকার বিবাহকাললব্ধ অপ্রজ-স্ত্রীধনের যে অধিকারিক্রম বলা হইল উক্ত অধিকারীর অভাব ঘটিলে সকল প্রকার বিবাহেই নিম্নোক্ত অধিকারিগণ যথাক্রমে অধিকারী হইবেন। এস্থলে বিবাহগত কোন অধিকারিক্রমের ভেদ নাই।

পূর্ব্বোক্ত ১৫নং অধিকারীর অভাবে

১৬। দেবর,
১৭। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র, (ভাশুরের পুত্র ও দেবরের পুত্র)
১৮। ধনস্বামিনীর নিজের ভগিনীপুত্র,
১৯। স্বামীর ভাগিনেয়,
২০। ধনস্বামিনীর নিজের ভ্রাতৃপুত্র,
২১। জামাতা,

CENTRAL LIBRARY

এই সকল অধিকারীর প্রমাণ —

"মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা।
তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ॥"

(বৃহস্পতিঃ)

এই বৃহস্পতি বচনে অধিকারিগণের যে ক্রম পঠিত হইয়াছে সেই অনুসারে ক্রম হইবে না। উপকারকতার তারতম্য-অনুসারে এই সকলের অধিকারগত পৌর্ব্বাপর্য্য হইবে। উপরে যে ক্রম দেখাইয়াছি তাহাই উপকারকতা অনুসারে কল্পিত হইয়াছে।

উক্ত বচনস্থ "পূর্ব্বজপত্নী মাতৃতুল্য" এই দেবরের অধিকার-বোধক অংশটুকু বচনের শেষাংশে উল্লিখিত হওয়ায় দেবরের অধিকার সর্ব্বশেষে হইবে, ইহা প্রতীত হইলেও উপকারকতার প্রাধান্যের জন্যই জীমূতবাহন উক্ত পরিগণিত অধিকারিগণের মধ্যে এই দেবরের অধিকার সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১৬ নং) দেবরের উপকারকতা—

মৃতা ধনস্বামিনীর ও তাহার ভর্ত্তার এবং তাহার ভর্ত্তার দেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদানকারী ও সপিণ্ড (এইরূপ উপকারকত্বের আধিক্যহেতু) দেবর জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীর ধনে অধিকারী হন।

(১৭ নং) স্বামীর ভ্রাতৃপুত্রের উপকারকতা—

মৃতা ধনস্বামিনীর ও তাহার ভর্ত্তার এবং তাহার ভর্ত্তার দেয় পূর্ব্বপুরুষদ্বয়ের পিণ্ডদানকারী ও সপিণ্ড বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবরের অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন উপকারক হওয়ায় উহার পরেই এই স্বামীর ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(১৮ নং) ধনস্বামিনীর নিজের ভগিনীপুত্রের উপকারকতা—

এই ভগিনীপুত্র অসপিণ্ড হইলেও ধনস্বামিনীর পিণ্ডদাতা ও

CENTRAL LIBRARY

তাহার পুত্রের দেয় ধনস্বামিনীর পিত্রাদির (মাতামহাদিত্রয়ের) পিণ্ডদাতা, এ কারণ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারীর উপকারকতা অপেক্ষা ইহার উপকারকত্ব কিঞ্চিন্ন্যূন হওয়ায় এই স্থলে অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(১৯ নং) স্বামীর ভাগিনেয়ের উপকারকতা—

এই ভর্ত্তৃভাগিনেয় ধনস্বামিনীর পিণ্ড এবং ধনস্বামিনীর ভর্ত্তার পিণ্ড ও ভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদাতা বলিয়া অসপিণ্ড হইলেও এই স্থলে অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও নিজের ভগিনীপুত্র ও ভর্ত্তার ভগিনীপুত্র উভয়েই উর্দ্ধতন পুরুষত্রয়কে পিণ্ড দেয় এবং ভর্ত্তার ভাগিনেয় নিজের ভর্ত্তাকেও পিণ্ড দেয় বলিয়া ঐ বক্তি হইতে আপেক্ষিক অধিক উপকারক, এইজন্য নিজের ভগিনীপুত্রের পূর্ব্বে তাহারই (ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের) অধিকার হইতে পারিত, তথাপি নিজের ভগিনীপুত্রের অধিকার ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের অধিকারের পূর্ব্বে নির্দ্দেশের যুক্তি এই যে, স্বামীর ভাগিনেয় স্বামীর দেয় পূর্ব্বপুরুষ-ত্রয়ের পিণ্ডদাতা বলিয়া ভর্ত্তার তুল্য হইতেছে, আর নিজের ভগিনী-পুত্র ধনস্বামিনীর পুত্রের দেয় তাহার পিত্রাদিত্রয়কে পিণ্ডদান করে, এজন্য ধনস্বামিনীর পুত্রের ন্যায় হইতেছে। ভর্ত্তার পূর্ব্বে পুত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট থাকায় এস্থলেও ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের পূর্ব্বে ভগিনী-পুত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২০ নং) ধনস্বামিনীর নিজের ভ্রাতৃপুত্রের উপকারকতা—

ভ্রাতৃপুত্র, মৃতা ধনস্বামিনীকে এবং তাহার পিতা ও পিতা-মহকে পিণ্ডদান করে বলিয়া পিতৃস্বসার ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

(২১ নং) জামাতার উপকারকতা—

জামাতা শ্বশুর ও শাশুড়ীকে পিণ্ডদান করে বলিয়া শাশুড়ীর ধনে অধিকারী হয়।

উক্ত জামাতা পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে পুরুষপরম্পরায় পুং-ধনাধিকার ক্রমে নিম্নপ্রদর্শিতরূপে অধিকারী হইবে।

CENTRAL LIBRARY

প্রমাণ— "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্ যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ" এবং
"অতউর্দ্ধং সকুল্যঃ স্যাদাচার্য্যঃ শিষ্য এব বা" (মনুঃ)।

এই স্ত্রীধনে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্ভব হয় না বলিয়া অধিকারীর মধ্যে উহাদের উল্লেখ হইবে না। অধিকারিক্রম যথা—

জামাতার অভাবে

২২। শ্বশুর
|
২৩। ভ্রাতৃ-শ্বশুর (ভাশুর)
|
২৪। সন্নিধানক্রমে সপিণ্ডগণ
|
২৫। সন্নিধানক্রমে সকুল্যগণ
|
২৬। সন্নিধানক্রমে সমানোদকগণ
|
২৭। এক গ্রামস্থ সগোত্রগণ
|
২৮। এক গ্রামস্থ সমান প্রবরগণ
|
২৯। রাজা

এই রাজা ব্রাহ্মণী ভিন্ন অন্য স্ত্রীধনে অধিকারী হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর ধনে ত্রৈবিদ্যাদিগুণযুক্ত ব্রাহ্মণই অধিকারী হইবেন। জীমূতবাহন সর্ব্ববর্ণের ধনেই উক্ত সমানপ্রবর পর্য্যন্তের অভাবে তদ্‌গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ না থাকিলে ব্রাহ্মণেতরের ধন রাজা পাইবেন ও ব্রাহ্মণীর ধন ভিন্নগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পাইবেন কিন্তু এই ব্রাহ্মণীর ধনে কোন সময়েই রাজার অধিকার হইবে না ইহা দায়ভাগের ১১ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৩৪ স্তবকে পুংধনাধিকারনিরূপণস্থলে উদ্ধৃত বচন ও সন্দর্ভ দ্বারা প্রতিপাদন করা আছে, যথা—অহার্য্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্য-

CENTRAL LIBRARY

মিতি স্থিতিঃ। ইতরেষান্ত বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরেন্নৃপঃ। সর্ব্ব-শব্দেন ব্রাহ্মণপর্য্যন্তস্যোপাদানম্"।

বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত আইনপুস্তকে ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের স্ত্রীধনে পূর্ব্বোক্ত সগোত্রপর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে তদ্‌গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার এবং ব্রাহ্মণীর ধনে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, রাজার অধিকার নহে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে ও সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীধনেই উক্তস্থলে রাজার অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাও দায়ভাগের নিয়মের আর একটী ব্যতিক্রম-স্থল। [৯২ ধারা মোল্লা হিন্দু ল। (নজীর—কালেক্টর অফ্ মস্‌লিপত্তনম্ বনাম কাভেলী বেঙ্কট (১৮৬০) ৮ এম, আই, এ ৫০০]

এইবার অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম দেখাইব।

এস্থলে প্রসঙ্গাধীন বক্তব্য এই যে নারীর বিবাহকাল লব্ধধনই (অর্থাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধারম্ভকাল হইতে পত্যভিবাদনান্তকালের মধ্যে প্রাপ্ত যে ধন তাহাই) যৌতক ধন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা স্ত্রীধনপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। এই যৌতক ভিন্ন, কন্যার জন্মের পর মৃত্যুকালের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত বা নিজের অর্জ্জিত অর্থাৎ যে ধন নারী স্বেচ্ছায় ব্যয় করিতে পারে সেই সমস্ত ধনই অযৌতক ধন।

এই অযৌতক ধন প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে (১) পিতৃদত্ত ধন ও (২) তদ্ভিন্ন ধন, এই দুই প্রকার।

এই পিতৃদত্ত অযৌতক ধনে ধনস্বামিনীর মৃত্যুর পরে প্রথমেই

১। অদত্তা কন্যা অধিকারিণী হইবে। উক্ত অদত্তা কন্যার অভাবে

১ক। পুত্র অধিকারী হইবে।

ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত মনুবচন, যথা—

"স্ত্রিয়াস্তু যদ্‌ভবেদ্ বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ॥"

CENTRAL LIBRARY

এই বচনস্থিত 'কন্যা' পদ হইতে কন্যার এবং 'তদপত্যস্য' এই অংশ হইতে পুত্রের অধিকার অবগত হওয়া যাইতেছে।

দায়ভাগকার এই মনুবচনস্থ ব্রাহ্মণীপদের মুখ্যার্থকে গ্রহণ না করিয়া সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেরই এই পিতৃদত্ত অযৌতকধনে কন্যার অর্থাৎ অবাগ্‌দত্তা ও বাগদত্তা কুমারীর প্রথম অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং এই মনুবচনস্থ কন্যা শব্দের মুখ্যার্থ কুমারী অর্থাৎ অনূঢ়া কন্যা এই অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সপক্ষে যুক্তি এই যে পূর্ব্বে যৌতকধনের অধিকারিনির্ণয়স্থলে "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" এই মনুবচনের যে কুমারী শব্দের অর্থ হইতে অনূঢ়া ও উঢ়া উভয় প্রকার কন্যারই গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার কারণ "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই যৌতকধনমাত্রবিষয়ক গৌতমবচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া উক্ত মনুবচনের কুমারীপদের ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ ভবেদ্ বিত্তম্" ইত্যাদি মনুবচন যৌতকধন বিষয়ক না হওয়ায় এই বচনের "কন্যা" পদ হইতে ঐরূপ সর্ব্ববিধ কন্যা এই অর্থ পাওয়া যায় না।

[দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১৩ স্তবক দ্রষ্টব্য]

দায়ভাগের এই মত অনুসরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় দায়ভাগের স্ত্রীধনের টীকার শেষে অধিকারিনির্ণয় তালিকায় এই অযৌতক পিতৃদত্ত ধনে প্রথমে কুমারী কন্যা, তাহার অভাবে পুত্র, তাহার অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা-প্রভৃতির ক্রমে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তর্কালঙ্কারের প্রণীত দায়ক্রমসংগ্রহগ্রন্থে যৌতক ধনের অধিকারি-ক্রম সপ্রমাণ দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, "বিবাহপূর্ব্বাপরকাল-পিতৃদত্তযৌতকাভ্যামতিরিক্তস্ত্রীধনে কন্যাপুত্রয়োর্যুগপদধিকারঃ" এবং ইহা বলিয়াই পিতৃদত্ত ধনের অধিকারিনির্ণয়ের পক্ষে "যৌতক ধনবৎ" এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই জ্ঞাত

CENTRAL LIBRARY

হওয়া যাইতেছে যে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ক্রমসংগ্রহের মতে পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিব্যবস্থা যৌতক ধনের অধিকারিব্যবস্থার তুল্য হইবে।

দায়ভাগের অন্যতম টীকাকার শ্রীনাথও পিতৃদত্ত অযৌতক ধনকে যৌতকতুল্য বলিয়াছেন। যথা—"এতেন ইদমপি যৌতকতুল্যমিত্যুক্তমিতি" দায়ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১৬ স্তবকের শ্রীনাথকৃত টীকা।

কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাতে পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম যৌতক ধনের অধিকারিক্রমের তুল্য, কেবলমাত্র দত্তা কন্যার পূর্ব্বে পুত্রের অধিকার হইবে এবং অপ্রজা অবস্থায় ঐ স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে ঐ ধনে অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম হইবে ইহাই বিশেষ, এইরূপ যাহা লিখিত আছে তাহা দ্বারা দায়ভাগের মত ও দায়ক্রমসংগ্রহ প্রভৃতির মত এই সকল মতের মিশ্রণে একটি অভিনব মতের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

[মোল্লা প্রণীত হিন্দুল ১৫৬ ধারা (w), (x), (y), দ্রষ্টব্য]

আমার মনে হয় দায়ক্রমসংগ্রহের মত, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত দায়ভাগতত্ত্বের মত, টীকাকার শ্রীনাথের মত এবং দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মত এই সকল মতের মিশ্রণে আইন পুস্তকে যে উক্তরূপে অধিকারিব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ফলতঃ প্রভেদ হইতেছে এই যে যদি ঐ পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম যৌতক ধনের ন্যায় না হয়, কেবল অদত্তা কন্যার সহোদরভ্রাতার সহিত যুগপৎ অধিকার না হইয়া অগ্রে অদত্তা কন্যা পরে পুত্র এই

(W) Prasanno Kumar V. Sarat (1909) 36 Cal 86

(X) Gopal Chandra V. Ram Chandra (1901) 28 Cal 311 (brother takes before husband).

(Y) Ramgopal V. Narain (1909) 33 Cal. 315 (mother takes before husband).

CENTRAL LIBRARY

অধিকার হয়, তাহা হইলে অদত্তা বলিয়া অবাগ্‌দত্তা ও বাগ্‌দত্তার যুগপৎ অধিকার হয়। আর যৌতক ধনের ন্যায় ক্রমস্বীকার করিলে প্রথমে অবাগ্‌দত্তা পরে বাগ্‌দত্তার অধিকার এবং দত্তা কন্যার পরেই বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার হয়; কিন্তু দায়ভাগের তর্কালঙ্কারকৃত টীকায় উহা অযৌতক ধন বলিয়া সপত্নীপ্রপৌত্রের পরে উক্ত বন্ধ্যা ও অপুত্রাবিধবা কন্যার অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পিতৃদত্ত অযৌতকধনের এই পর্য্যন্ত অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া এই স্থলেই পিতৃদত্তভিন্ন অযৌতক ধনের অধিকারীর কথা বলিতেছি।

পিতৃদত্তভিন্ন অযৌতকস্ত্রীধনে ধনস্বামিনীর মৃত্যুর পরে প্রথমেই ১। অদত্তা কন্যা ও পুত্র যুগপৎ অধিকারী হইবে।

অতএব ইহাই স্থির হইল যে পিতৃদত্ত অযৌতক স্ত্রীধনে প্রথমে অদত্তা কন্যার, তাহার অভাবে পুত্রের অধিকার এবং পিতৃদত্তভিন্ন অযৌতক স্ত্রীধনে প্রথমেই অদত্তা কন্যার ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার হইবে, ইহাই বিশেষ।

ইহার পর সাধারণ অঁযৌতক ধনের অধিকারিক্রম সমান অর্থাৎ এই কন্যা ও পুত্রের অধিকারের পর পিতৃদত্ত অযৌতক বা তদ্ভিন্ন অযৌতক ধনের অধিকারিগত ক্রমের কোন পার্থক্য নাই, এ কারণ সেই সকল অধিকারিগণের ক্রম এক সঙ্গে পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এক্ষণে পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতক ধনে অদত্তা কন্যার ও পুত্রেরও যুগপৎ অধিকারের যে নির্দ্দেশ করা হইল, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি—

"জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ॥" (মনুঃ)

স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী।
অপ্রত্তা চেৎ, সমূঢ়াতু ন লভেন্মাতৃকং ধনম্॥ (বৃহস্পতিঃ)

CENTRAL LIBRARY

এই সকল বচনের দ্বারা ভ্রাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীর মাতার ধনে সমান অধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। মাতার মৃত্যুকালে পুত্র ও অদত্তা কন্যা এই উভয়ের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে সেই অধিকারী হইবে, উভয়ে থাকিলে উভয়েই সমান অংশে অধিকারী হইবে। [এ স্থলে বক্তব্য এই যে যদি মাতার মৃত্যুর পরে অদত্তা কন্যা তাহার ভ্রাতার (মৃতার পুত্রের) সহিত সমানাংশে অধিকারিণী হইয়া পরে মারা যায়, সেই স্থলে ঐ অদত্তা কন্যার ধন তাহার জীবিত অংশীদার ভ্রাতাই পাইবে। কিন্তু ঐ অবস্থায় অধিকারী হইয়া পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্পত্তি তাহার ভগিনীর প্রাপ্য হইবে না, ঐ সম্পত্তিতে পুংধনের অধিকারিক্রম অনুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর অধিকার হইবে। কারণ পুত্রের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয়, কিন্তু কন্যার তাহা হয় না।]

টীকাকার অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী এস্থলে পুত্র ও কুমারী কন্যার যুগপৎ অধিকারের কথা বলিয়া মিতাক্ষরা ও তন্মতাবলম্বী অন্যান্য নিবন্ধকারের ন্যায় "অপ্রত্তা চেৎ সমূঢ়া তু ন লভেন্মাতৃকং ধনম্" ইত্যন্ত বৃহস্পতিবচনের শেষাংশের "ন লভেন্মাতৃকম্ ধনম্" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "লভতে মানমাত্রকম্" এইরূপ পাঠ ধরিয়া উক্ত পুত্র ও কুমারী কন্যার যুগপৎ অধিকারের সময় বিবাহিতা কন্যাকেও তাহার সম্মানের জন্য মৃতা ধনস্বামিনীর সম্পত্তি হইতে কিছু দেওয়া উচিত ইহা বলিয়াছেন এবং দত্তা কন্যার অধিকার স্থলে "যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ (যথাংশতঃ)। মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্" এই মনুবচন অনুসারে দৌহিত্রীকেও প্রীতিপূর্ব্বক কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। কিন্তু দায়ভাগকার ঐরূপ কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। আমার মনে হয়, ঐ বচনে প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবে এইরূপ উক্ত থাকায় উহা দান মাত্র বুঝিয়া স্ত্রীধনের অধিকারিনির্ণয়প্রকরণে উহার উল্লেখ অনাবশ্যক বোধে করেন নাই।

এস্থলে টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয় পূর্ব্বোক্ত "জনন্যাং সংস্থিতায়ান্ত" ইত্যাদি মনুবচনে 'সহোদর' শব্দ দেখিয়া কন্যাসত্ত্বে দত্তকাদির অধিকার হইবে না ইহা বলিয়া পরে বলিয়াছেন যে কেহ কেহ বলেন এস্থলেও পুংধনের ন্যায় দত্তক পুত্র পঞ্চমাংশাদিভাগী হইবে। (ক) কিন্তু তিনিই আবার দায়ভাগের অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণপ্রসঙ্গে "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি ও "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনস্থ ঔরসপদের লিঙ্গ অবিবক্ষা করতঃ পুত্র ও কন্যা উভয়েরই অধিকার নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এতচ্চ দত্রিমাদেরপ্যুপলক্ষণম্" (খ)।

উক্ত বৃহস্পতি বচন হইতে টীকাকার যে সপত্নী পুত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা যৌতক ও অযৌতক উভয় ধনের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ঐ বচন উভয়ধনেরই অধিকারজ্ঞাপক ইহাই উক্ত টীকাকার তর্কালঙ্কারের সম্মত জানা যায়। সুতরাং ঐ বচন বোধিত দত্তকপুত্রের অধিকারও যৌতক ও অযৌতক উভয় ধনেই হইবে, ইহাই টীকাকারসম্মত হইতেছে। অতএব তাঁহার মতে যৌতক ও অযৌতক সকল প্রকার স্ত্রীধনেই যে স্থলে পুত্রের অধিকার হইবে, সেই স্থলেই দত্তক পুত্র উপদিষ্টপুত্র বলিয়া তাহার অধিকার হইবে, তবে দত্তকপুত্র পঞ্চমাংশাদি পাইবে ইহাই জানা যায়।

টীকাকারের ঐ মত সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে 'সহোদর' শব্দ উপলক্ষণ করিয়া যখন উপদিষ্ট পুত্র মাত্রকেই গ্রহণ করা হইয়াছে তখন যৌতক ও অযৌতক উভয় ধনেই যে স্থলে পুত্রের অধিকার বলা আছে সেই স্থলে কেবল দত্তক পুত্রের পঞ্চমাংশাদিতে

(ক) দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ হইতে ৭ স্তবকের তর্কালঙ্কার কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

(খ) দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ ৩২ স্তবকের তর্কালঙ্কার কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

অধিকার হওয়া যুক্তিযুক্ত; যে হেতু কলিতে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পুত্রের বিধান নাই। বিবাহে পতিপত্নীর মান্ত্রবর্ণিক একশরীরত্বের ন্যায় দত্তকগ্রহণপ্রকরণস্থ "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" এই মন্ত্রলিঙ্গ হইতে দত্তকের মান্ত্রবর্ণিক অঙ্গজত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব দত্তকের উক্ত-রূপ অঙ্গজত্ব হেতু সহোদর পদের দ্বারা তাহার গ্রহণ করা উচিত।

এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি—

পূর্ব্বে পিতৃদত্ত অযৌতক স্ত্রীধনে প্রথমে অদত্তা কন্যা পরে পুত্রের অধিকার এবং পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতক স্ত্রীধনে প্রথমেই অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত-উভয় রূপ (পিতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত ভিন্ন) অযৌতক স্ত্রীধনের পরবর্ত্তী অধিকারিক্রম সমান হওয়ায় নিম্নে এক সঙ্গে তাহা দেখাইতেছি—

সাধারণ অযৌতক স্ত্রীধনের অধিকারিক্রম (ক)

(পূর্ব্বোক্ত অদত্তা কন্যা ও পুত্রের অধিকারের পর)

২। দত্তা সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা

ও

দত্তা পুত্রবতী কন্যা উভয়েই যুগপৎ অধিকারিণী।

ইহার প্রমাণ—"পুত্রাভাবে তু দুহিতা তুল্যসন্তানদর্শনাৎ" এই নারদবচন। এই বচনে পৌত্রের ও দৌহিত্রের পার্ব্বণ পিণ্ডদাতৃত্ব-রূপ তুল্যোপকারকত্ব কীর্ত্তিত থাকায় দুহিতা অর্থাৎ কন্যা সেই উপকারক—দৌহিত্ররূপ সন্তানের জননী বলিয়া পুত্রের পরে তাহার ধনাধিকার বচন-বোধিত হইতেছে এবং এইজন্যই এখন বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবাকন্যার মাতৃধনাধিকারিতা হইতেছে না।

(ক) এই যে অযৌতক স্ত্রী ধনাধিকার বলিতেছি তাহা তর্কালঙ্কার মহোদয়ের মতে। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে যে মোল্লা প্রণীত হিন্দু ল গ্রন্থে ১৫৬ বা ১৫৭ ধারায় দায়ভাগের অভিমত ক্রম বলিয়া উত্তরাধিকারী উল্লিখিত আছে, তাহা প্রকৃত দায়-ভাগের মত নহে, উহা পরে জীমূতবাহনের প্রকৃতমতশীর্ষক অংশ হইতে দ্রষ্টব্য। ল গ্রন্থের অধিকারিক্রমের সহিত আমার লিখিত ক্রম দেখিলেই বুঝা যাইবে।

উক্তরূপ দত্তা কন্যার অভাবে

৩। পৌত্র
|
৪। দৌহিত্র

ইহার প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত "পুত্রাভাবে তু" ইত্যাদি নারদবচন ও "দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ" এই মনুবচন। উক্ত নারদ বচনের "তুল্যসন্তানদর্শনাৎ" এই অংশ হইতে দৌহিত্রের পার্ব্বণ পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতার জন্য যখন তাহার জন্মের হেতু মাতার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ উপকারক দৌহিত্রের অধিকার ঐ বচন হইতে কল্পিত হইবে, আর শেষোক্ত মনুবচন দ্বারা পৌত্রের ন্যায় দৌহিত্রের পরলোকে নরকনিস্তারকত্ব আছে, এই অর্থ প্রকাশিত থাকায় পৌত্র ও দৌহিত্রের উপকারকতা প্রায় তুল্য বুঝা যাইতেছ অতএব উহাদের উভয়ের অধিকার ফলবলে বচন-বোধিত হইতেছে। তবে উহাদের অধিকারক্রম বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্যের কারণ, পুত্র বিবাহিতা কন্যার অধিকারের বাধক (ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে), এক্ষণে সেই বাধক পুত্রের পুত্র (পৌত্র) বাধ্যদুহিতার পুত্রের (দৌহিত্রের) অধিকারবিষয়ে বাধক হইতেছে। অর্থাৎ তাহাদের মাতার ও পিতার যথাক্রমে পরস্পর অধিকার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকায় তাহাদেরই সম্বন্ধাধীন এই ধনসম্বন্ধ বলিয়া তাহাদের পুত্রগণের বাধ্যবাধকতা যুক্তি সিদ্ধ হওয়ায় অগ্রে পৌত্রের অধিকার পরে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দৌহিত্রের অভাবে

৫। প্রপৌত্র
|
৬। সপত্নী পুত্র
|
৭। সপত্নী পৌত্র
|
৮। সপত্নী প্রপৌত্র

CENTRAL LIBRARY

ইহাদের পিণ্ডদাতৃত্বরূপ উপকারকতা ও অলোকতাপরিহারকতাদি-রূপ উপকারকত্বের আধিক্য ও অল্পতা হেতু উক্ত ক্রমে ধনাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ এবং ইহাদের অধিকারবোধক প্রমাণ যৌতকধনে লিখিত হইয়াছে।

সপত্নী প্রপৌত্রের অভাবে

৯। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা—

ইহার প্রমাণ—"সৎস্বঙ্গজেষু তদ্‌গামী হ্যর্থো ভবতি" এই বৌধায়ন বচন। আর "স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী। অপ্রত্তা চেৎ, সমূঢ়া তু ন লভেন্‌মাতৃকং ধনম্", এই বৃহস্পতি বচনে অনূঢ়া কন্যা থাকিতে উঢ়া কন্যার অধিকার হইবে না, এই অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় ঐ বচন দ্বারাই ফলবলে অনূঢ়ার অভাবে উঢ়া কন্যার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে উক্ত বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার উক্ত বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

এই পর্য্যন্ত অধিকারী না থাকিলে ঐ ধনস্বামিনীর ধনকে অপ্রজস্ত্রীধন কহে। এই অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনির্দ্দেশ পরে করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে দায়ভাগের আলোচনা প্রাসঙ্গিক বোধে এস্থলে করিতেছি।

দায়ভাগকার জীমূতবাহন ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের আরম্ভে "সম্প্রতি অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারিণঃ কথ্যন্তে" ইহা বলিয়া নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য (ক) ও মনুর বচন (খ) দ্বারা ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহে লব্ধ (যৌতক) অপ্রজস্ত্রীধনে প্রথমে ভর্ত্তার অধিকার হইবে এবং মনুর

(ক) "অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

(খ) "ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্ব প্রাজপত্যেষু যদ্ধনম্।
অপ্রজায়ামতীতায়াম্ ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে॥" (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

অপর বচন (ক) দ্বারা আসুরাদিবিবাহত্রয়লব্ধ যৌতক অপ্রজ-স্ত্রীধনে প্রথমে মাতার পরে পিতার অধিকার হইবে, ইহা বলিয়া এই মাতাপিতার অধিকারবোধক মনুবচনে "মাতাপিত্রোঃ" এই পদের দ্বন্দ্বসমাস দেখিয়া মাতা ও পিতার উভয়ের যুগপৎ অধিকারের আশঙ্কা দূর করার জন্য কন্যাধনের অধিকারজ্ঞাপক স্পষ্টতঃ ক্রম নির্দ্দেশক বৌধায়নবচনের (খ) উপন্যাস করিয়াছেন।

ঐ বৌধায়নবচনে মাতার পরে পিতার অধিকার সুপষ্টরূপে নির্দ্দেশ থাকায় পূর্ব্বোক্ত মনুবচনস্থ "মাতাপিত্রোঃ" এই পদের দ্বন্দ্ব-সমাসজন্য যৌগপদ্যাধিকারের আশঙ্কা তিরোহিত হইলেও ঐ বচনেই প্রথমে ভ্রাতার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আসুরাদি বিবাহ-ত্রয়লব্ধ যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে প্রথমে ভ্রাতার অধিকারের আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন, যে যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে অধিকারিবিধায়ক মনুবচনে ভ্রাতার অধিকারের কথা না থাকায় এ স্থলে ভ্রাতার অধিকার মাতার পূর্ব্বে হইবে না। উক্ত বৌধায়ন বচনটী কন্যাধনের অধিকারিনির্ণায়ক, এই জন্য কন্যাধনে ভ্রাতার অধিকার প্রথমে হইবে, এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে তাহা হইবে না।

ইহা দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহলব্ধ যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার এবং আসুরাদি বিবাহত্রয়লব্ধ ঐ ধনে মাতার অধিকারের পর পিতার অধিকার। ঐ অধিকারীর অভাবে পরবর্ত্তী অধিকারীর নির্ণয় করিবার জন্য দায়ভাগকার "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কং অন্বাধেয়কমেব চ। অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ" এই অযৌতকধনে অধিকারিনির্ণায়ক যাজ্ঞ-বল্ক্যবচনে 'অপ্রজা' শব্দ থাকায় ইহাকে এই (অপ্রজ স্ত্রীধনের

(ক) "যত্ত্বস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অতীতায়ামপ্রজসি মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে॥" (মনুঃ)

(খ) "ঋক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ম্।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥" (বৌধায়নঃ)

CENTRAL LIBRARY

অধিকারিনির্ণয়) প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ "বন্ধুদত্তং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনের "বন্ধু" ও "বান্ধব" পদের অর্থ অপরিস্ফুট থাকায় তাহা স্পষ্ট করার জন্য নিম্নোক্ত বৃদ্ধকাত্যায়ন বচনটী (ক) উদ্ধৃত করিয়া উক্ত 'বন্ধু' শব্দের অর্থ মাতা ও পিতা এবং 'বান্ধব' শব্দের অর্থ ভ্রাতা দেখাইয়াছেন। আরও ঐ স্থলে বলিয়াছেন যে উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনে "সর্ব্বদা" পদ থাকায় ব্রাহ্মাদি পৈশাচান্ত আট প্রকার বিবাহে বিবাহিতা অপ্রজা নারীর ধন ভ্রাতৃগামি হইবে এই প্রকার বিশ্বরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা আদরণীয়।

জীমূতবাহনের এই 'বিশ্বরূপোক্তমাদরণীয়ম্' এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে ইহা তাঁহারও নিজমত, সুতরাং বলা যায় যে পূর্ব্বোক্ত মন্বাদি বচন হইতে ব্রাহ্মাদিবিবাহকালের লাভ হওয়ায় তৎকালে প্রাপ্ত যে ধন তাহাই যখন যৌতকসংজ্ঞক হয়, তখন উক্ত মন্বাদিবচনে যে অধিকারিনির্ণয় করা আছে তাহা যৌতকধনবিষয়ক হইলেও বিশ্বরূপ "সর্ব্বদা" পদের দ্বারা সকল প্রকার বিবাহ ও ঐ সকল প্রকার বিবাহে বিবাহিতা অপ্রজা নারীর ধনের অধিকারি-ব্যবস্থা যেরূপ হইবে বলিয়াছেন তাহা দায়ভাগকারের আদরণীয় হওয়ায় যৌতক ও অযৌতক উভয়প্রকার অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারনির্ণয়ও উক্ত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদিবচন হইতে নির্দ্দেশ করাই জীমূতবাহনের অভিপ্রায়, ইহা টীকাকারের মত বলিয়া বুঝা যায়।

অতএব উল্লিখিত মন্বাদিবচন হইতে এই ব্যবস্থা স্থির হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অভাবে (এই অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে) ব্রাহ্মাদি বিবাহভেদে পূর্ব্বপ্রদর্শিত যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনের ন্যায় ক্রম হইবে।

(ক) "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনম্।
অপ্রজায়ামতীতায়াম্ ভ্রাতৃগামি তু সর্ব্বদা॥" (বৃদ্ধকাত্যায়নঃ)

অর্থাৎ

ব্রাহ্মাদি পঞ্চ (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব) বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীর ধনে	আসুরাদি বিবাহত্রয়লব্ধ (আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ) এই তিন প্রকার বিবাহ সংস্কৃতা স্ত্রীর ধনে
১০। ভর্ত্তা	১০। মাতা
১১। ভ্রাতা	১১। পিতা
১২। মাতা	১২। ভ্রাতা
১৩। পিতা	১৩। ভর্ত্তা

ইহার পরবর্ত্তী অধিকারিক্রমও যৌতক ধনের অধিকারিক্রমের মত হইবে অর্থাৎ ১৪। দেবর, ১৫। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র, ১৬। ধনস্বামিনীর নিজের ভগিনীপুত্র, ১৭। স্বামীর ভাগিনেয় ১৮। ধনস্বামিনীর নিজের ভ্রাতৃপুত্র, ১৯। জামাতা ও তৎপরবর্ত্তী অধিকারিগণ ক্রমে অধিকারী হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় ইহাই যেন দায়ভাগের মত এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার টীকায় অধিকারিক্রমের সংক্ষেপতালিকায় এইরূপে অধিকারিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। কিন্তু ইহা দায়ভাগকারের প্রকৃত মত নহে। (ক)

(ক) ডি, এফ্ মোল্লা সঙ্কলিত হিন্দুল গ্রন্থের ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬ ও ১৫৭ ধারায় দায়ভাগের মত বলিয়া যাহা যাহা বিবৃত আছে, তাহা দায়ভাগের প্রকৃত মত নহে। (পরে জীমূতবাহনের প্রকৃতমতশীর্ষক অংশ যে পৃষ্ঠায় আছে সেই পৃষ্ঠা হইতে) আমার লিখিত দায়ভাগের প্রকৃত মতের সহিত উহার তুলনা করিলে বহু স্থলে প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। প্রবন্ধবিস্তারভয়ে উহা প্রদর্শন করা হয় নাই। তবে যৌতকধনের ও পিতৃদত্ত ধনের এবং কুমারীধনের (আইন পরিগৃহীতের) উল্লেখ করায় আইনপ্রচলিতের উল্লেখে প্রথমে অধিকারী মিশ্রিতমতে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ডি, এফ্, মোল্লাকৃত হিন্দুল গ্রন্থের (ষষ্ঠ সংস্করণের) ১৫৭ ধারায় শুল্ক, যৌতক এবং পিতৃদত্ত-অন্বাধেয় ব্যতিরিক্ত অযৌতক ধনে দায়ভাগের সম্মত বলিয়া যেরূপ অধিকারীর ক্রম লিখিত আছে তাহা দায়ভাগের মতে উক্তরূপ ধনে নহে। দায়ভাগের মতে বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ-মাতৃদত্ত ধন ও শুল্ক ধন এবং অন্বাধেয় ধন (অর্থাৎ বিবাহের পর পিতা, মাতা ও ভর্ত্তা এবং পুত্রভিন্ন পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুলদত্ত ধন) ব্যতিরিক্ত অযৌতক ধনে অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃভিন্ন সম্বন্ধিদত্ত, পুত্রদত্ত ও সকল কালেই বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে স্বার্জ্জিত ও অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধনে কন্যা-পুত্রাদির ঐরূপ অধিকারিক্রম ফলবলে প্রদর্শিত আছে। ইহা হইতে এইটুকু প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতক ধনে এবং বিবাহের পরে পুত্র ভিন্ন যে কোন সম্বন্ধিদত্ত অযৌতক ধনে মোল্লাকৃত হিন্দুল পুস্তকে অধিকারিক্রমের উল্লেখ করা হয় নাই। পরন্তু শুল্ক, অযৌতক এবং পিতৃদত্ত অন্বাধেয় ব্যতিরিক্ত অযৌতক ধনে অধিকারিক্রম এইরূপ উল্লেখের ফলে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতকধনে, বিবাহের পরে পুত্রভিন্ন যে কোন সম্বন্ধিদত্ত অযৌতকধনে এইরূপ অধিকারীর ক্রম উক্ত আইন-পুস্তকে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অথচ দায়ভাগের প্রকৃত মতে তাহা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ :—দায়ভাগের মতে বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতক ধনে ও বিবাহের পরে পুত্রভিন্ন যে কোন সম্বন্ধিদত্ত অযৌতকধনে পৌত্রের পরে ও দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার এবং ফলবলে দৌহিত্রের পর সপত্নীপৌত্রেরও অধিকার প্রদর্শিত আছে। কিন্তু মোল্লাকৃত হিন্দু'ল' পুস্তকের ১৫৭ ধারায় ঐ কথার একেবারেই উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ :—ঐ ১৫৭ ধারায় শুল্ক, যৌতক এবং বিবাহের পরে পিতৃদত্ত ও অন্বাধেয়ধন ব্যতিরিক্ত অযৌতকধনে দায়ক্রমসংগ্রহ-

CENTRAL LIBRARY

মতে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবার পূর্ব্বে (১) প্রপৌত্র (২) সপত্নীপুত্র (৩) সপত্নীপৌত্র এবং (৪) সপত্নী প্রপৌত্রের অধিকার প্রদর্শনের ফলে দায়ক্রম সংগ্রহ মতের সহিতও প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। যথা দায়ক্রম-সংগ্রহে অযৌতক ধনসামান্যে ঐরূপ অধিকারীর ক্রম কথিত থাকায় এবং শুল্ক, অন্বাধেয়প্রভৃতিপরিভাষার বিশেষত্ব না রাখায় শুল্কাদিধনেও ঐ অধিকারীর ক্রম দায়ক্রমসংগ্রহমতে হইতেছে।

চতুর্থতঃ ঃ—দায়ভাগের মতে শুল্ক অন্বাধেয় ও বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতক ধনে সকল প্রকার বিবাহে বিবাহিতা নারী অপ্রজা হইলে ভ্রাতা, মাতা, পিতা ও ভর্ত্তার অধিকার কথিত আছে। কিন্তু ঐ ১৫৭ ধারায় (১) শুল্ক, (২) যৌতক, এবং (৩) পিতৃদত্ত-অন্বাধেয় ব্যতিরিক্ত অযৌতক ধনসামান্যে ঐরূপ অধিকার উক্ত থাকায় বিবাহের পূর্ব্বে সম্বন্ধিমাত্র দত্ত ধনে, স্বার্জ্জিত ধনে, বিবাহের পরে পুত্র ভিন্ন অন্য সম্বন্ধিদত্ত ধনে ঐরূপ অধিকারিক্রম আসিয়া পড়িতেছে।

পঞ্চমতঃ—ঐ স্থলে ১৫৭ ধারায় ভর্ত্তার পরে যে দেবরাদির অধিকার মোল্লাকৃত আইন পুস্তকে দায়ভাগের মত বলিয়া প্রকাশিত আছে তাহাও দায়ভাগের মত নহে। দায়ভাগের মতে শুল্ক অন্বাধেয় ও বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতকধনেই ভর্ত্তার পরে দেবরাদির অধিকার "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃভিন্ন সম্বন্ধিদত্ত ধনে সকল অবস্থাতেই স্বার্জ্জিত ও অসম্বন্ধিদত্তধনে এবং পুত্রদত্তধনে ঐরূপ অধিকারীর ক্রম দায়ভাগকার বলেন নাই, অথচ ১৫৭ ধারায় পূর্ব্বোক্তরূপ উল্লেখের ফলে উহাই আসিয়া পড়িতেছে। আরও একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেখানে ঐ বৃহস্পতির বচন অনুসারে দেবরাদির অধিকার দায়ভাগকার প্রদর্শন করিয়াছেন সেই স্থানে সেই বচনে সপত্নীপুত্রের পরে দেবরাদির অধিকার হইবে কথিত থাকিলেও মোল্লাকৃত আইন পুস্তকের ১৫৭ ধারায়

CENTRAL LIBRARY

দায়ভাগের মত বলিয়া উহাতে সপত্নীপুত্রের উল্লেখ পর্য্যন্তও নাই।

মোল্লা-কৃত "হিন্দু ল" গ্রন্থে ১৫৫ ধারায় বর্ণিত যৌতকধনের অধিকারিক্রমও জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের সম্মত নহে, উহা দায়ভাগের টীকাকার তর্কালঙ্কার মহোদয়ের মতানুযায়ী ক্রম।

১৫৪ ধারায় ৪ উপধারার পরে মোল্লা-কৃত "হিন্দু ল" গ্রন্থে লিখিত আছে, শুল্কধনে ১৪৬ ধারার ২ উপধারায় বর্ণিতক্রমে অধিকারী হইবে এবং ১৪৬ ধারার ২ উপধারায় লিখিত আছে, শুল্কধনসামান্যে সকলপ্রকার ভ্রাতা, মাতা, পিতা ও ভর্ত্তা অধিকারী হইবেন। কিন্তু দায়ভাগকার নারী অপ্রজা হইলে তাহার শুল্ক ধনে ঐ ভ্রাতাদির অধিকার হইবে, ইহা যাজ্ঞবল্ক্যাদির নানা বচন হইতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার ফলে সপ্রজা স্থলে শুল্ক-ধনে অন্বাধেয়াদিধনের অধিকারিক্রম হইবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্যবচনস্থ "অপ্রজায়াম্" এই শব্দ হইতে সূচিত হইয়াছে। যথা—

(১) পুত্র ও কুমারী কন্যার যুগপৎ অধিকার।

(২) বিবাহিতা কন্যা (সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতীর যুগপৎ অধিকার)।

(৩) পৌত্র।

(৪) সপত্নীপুত্র।

(৫) দৌহিত্র।

(৬) সপত্নী পৌত্র।

(৭) বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার যুগপৎ অধিকার।

(৮) ভ্রাতা।

(৯) মাতা।

(১০) পিতা।

(১১) ভর্ত্তা।

পরে ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিতক্রমে দেবরাদির অধিকার হইবে, অথচ মোল্লা-কৃত "হিন্দু ল" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

অতএব দায়ভাগকার অধিকারিক্রমের নির্ণয়ের জন্য যেরূপে স্ত্রীধনের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, মোল্লা-কৃত "হিন্দু ল" গ্রন্থে ১৫৪ ধারায় সেইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা নাই। বক্ষ্যমাণ দায়ভাগের প্রকৃত মত যেখানে প্রদর্শিত আছে, তাহা দেখিলেই ঐ প্রভেদ সহজেই উপলব্ধ হইবে।

কারণ দায়ভাগকার জীমূতবাহন প্রধানতঃ আর্ষাভিপ্রায়ের বিরুদ্ধবোধে যে মত খণ্ডন করিয়া নিজের পৃথক্ মত স্থাপন করিয়াছেন, তর্কালঙ্কার মহোদয় সেই বিরুদ্ধমতই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অধিকারিক্রম নির্ণয় করিয়াছেন।

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।—জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ২৭ স্তবকে লিখিত আছে—

"ন চ যৌতকমাত্রধনাভিপ্রায়েণ নেদং বচনম্, কিন্তু ব্রাহ্মাদি-বিবাহেন বিবাহিতায়া যদ্‌যাবদ্ধনং যৌতকমযৌতকম্বা তদভি-প্রায়েণেতি বাচ্যম্, বন্ধুদত্তমিতি বচনস্য নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ মনু-বিরোধাচ্চ।"

ইহার অর্থ "অপ্রজাস্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ" ইত্যাদি যে বচন কেবলমাত্র যৌতকধনেরই অধিকারিবিধায়ক হইবে, তাহা নহে; কিন্তু ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতার যৌতক কিংবা অযৌতক সকল ধনেই তত্তদ্-বিবাহভেদে ভর্ত্রাদির অধিকারবোধক হইবে, ইহা বলা চলে না, কারণ তাহা হইলে বন্ধুদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় সংজ্ঞক অপ্রজস্ত্রীধনে প্রথমেই ভ্রাতার অধিকারজ্ঞাপক "বন্ধুদত্তং তথাশুল্কং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনের বিষয় থাকে না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "অপ্রজাস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচন-অনুসারে ব্রাহ্মাদি-বিবাহে বিবাহিতা অপ্রজস্ত্রীর যৌতক ও অযৌতকধনসামান্যে প্রথমে ভর্ত্তার এবং আসুরাদিবিবাহে বিবাহিতা অপ্রজস্ত্রীর ঐ ধনে প্রথমে মাতার অধিকার উপদিষ্ট থাকায় "বন্ধুদত্তং তথাশুল্কং"

CENTRAL LIBRARY

ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনদ্বারা অপ্রজস্ত্রীর ঐ ধনে প্রথমে ভ্রাতার অধিকার বিধান করিলেও ঐ ধনে পূর্ব্ববচনদ্বারা বিবাহভেদে প্রথমে ভর্ত্তা বা মাতার অধিকার বিধান থাকায় "বন্ধুদত্তং ইত্যাদি বচন দ্বারা ভ্রাতার অধিকার বিধান কি করিয়া হইতে পারে? অতএব ঐ "বন্ধুদত্তং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচন নির্ব্বিষয় হইতেছে। তথাপি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বন্ধুদত্ত শুল্ক ও অন্বাধেয় সংজ্ঞক মাত্র এই কয়টী পরিগণিত অযৌতক ধনবিষয়ে ঐ 'বন্ধু দত্তং' ইত্যাদি বচনের বিষয়ে রক্ষিত হইতে পারে এবং তদ্ভিন্ন যৌতক ও অযৌতক অপ্রজ স্ত্রীর ধনে ঐ পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের বিষয়ও থাকায় নির্ব্বিষয় হইতে পারেনা একথা বলিলেও "ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধনম্" ও "বিবাহেষ্বা-সুরাদিষু" (ক) এই সকল মনুবচনের সহিত বিরোধও অপরিহার্য্য হয়। যেহেতু উক্ত মনুবচনের 'প্রাজাপত্যেষু' ও 'আসুরাদিষু' এই দুই পদে কালবোধক সপ্তমী বিভক্তি থাকায় উহাদ্বারা কেবলমাত্র তত্তৎ বিবাহকালে প্রদত্ত যে স্ত্রীধন (অর্থাৎ যৌতক ধন) তাহাতেই অধিকারিনির্ণয় করা হইয়াছে, ইহা পাওয়া যাইতেছে। অথচ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা নারীর যৌতক ও অযৌতক সকল ধনেই ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে. ইহা যাজ্ঞবল্ক্যবচন হইতে বোধিত হওয়ায় উক্ত মনুবচনের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে ব্রাহ্মাদিবিবাহকাললব্ধ (যৌতক) ধনেই ঐরূপ

(ক) "অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তৃব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি।
দুহিতৃণাং প্রসূতা চেচ্ছেষেষু পিতৃগামি তৎ" ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

"ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু: যদ্ধনম্। অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে। যত্ত্বস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু। অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে। (মনুঃ)

CENTRAL LIBRARY

অধিকারীর ব্যবস্থা, ব্রাহ্মাদিবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর অযৌতক ধনে ঐ ব্যবস্থা হইতে পারে না।

দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৪র্থ স্তবকে এই প্রকার নানা যুক্তির দ্বারা জীমূতবাহন যে মত বিরুদ্ধবোধে খণ্ডন করিয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এমন কি তর্কালঙ্কার মহোদয়ও স্ত্রীধনপ্রসঙ্গের আরম্ভে (দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ২য় স্তবকের টীকায়) নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনিও সেই স্থলে জীমূতবাহনের মতের সহিত যেন এক মত, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পরে ঐ জীমূতবাহনের খণ্ডিত মতই গ্রহণ করতঃ তদনুসারে অধিকারিক্রম নির্ণয় করিয়া তাঁহার নিজেরই উপক্রম ও উপসংহার বাক্যদ্বয়ে বিরোধ ঘটাইয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। [তর্কালঙ্কার মহোদয়ের উক্তস্থলে সন্দর্ভ এই যে, "অন্বাধেয়-সংজ্ঞায়াস্তাদ্রূপ্যে অপ্রজস্ত্রীধনে বক্ষ্যমাণভ্রাত্রধিকার এব ফলম্।" ইহার অর্থ—বিবাহের পরে সম্বন্ধীরা রমণীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহাই অন্বাধেয় সংজ্ঞিত ধন, (ক) এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করার ফল হইতেছে এই যে, অন্বাধেয়সংজ্ঞক অপ্রজস্ত্রীধনে প্রথমে ভ্রাতার অধিকার হইবে। তর্কালঙ্কার মহোদয় ঐ স্থলে ইহা ভিন্ন আর কিছু না বলায় তাঁহার মতেও জীমূতবাহনের ন্যায় অপ্রজার যৌতক-ধনের ও অন্বাধেয়রূপ অপ্রজার অযৌতকধনের অধিকারিব্যবস্থা পৃথক্—এই অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইতেছে।]

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় স্ত্রীধননির্ণয়ের শেষে (দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৯ স্তবকের টীকার শেষে) যেখানে অধিকারিগণের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেখানে পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিনির্ণয়স্থলে "ততো ব্রাহ্মাদিক্রমেণৈব পূর্ব্ববৎ ক্রমঃ" ইহা এবং পিতৃদত্তভিন্ন অযৌতকধনের অধিকারি-

(ক) এই অন্বাধেয়সংজ্ঞার বিশেষ বিবরণ স্ত্রীধন নিরূপণস্থলে ২৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

নিরূপণস্থলে "ততঃ পূর্ব্ববদ্ ব্রাহ্মাদিক্রমঃ" ইহা লিখিয়াছেন, নারী অপ্রজা হইলে তাহার অন্বাধেয়ধনে যে ভ্রাতার অধিকার হইবে, তাহার উল্লেখও করেন নাই। সুতরাং তর্কালঙ্কার মহোদয়ের এই দুইটী বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মাদি বিবাহভেদে অধিকারিভেদের নিরূপণ যে সকল যৌতকধনের অধিকারিক্রমনির্ণায়ক বচনে আছে, সেই সকল বচনের দ্বারাই যখন তিনি অযৌতক ধনেও ঐ ব্যবস্থা হইবে বলিলেন, তখন সেই সকল বচনের ব্রাহ্মাদিবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া যৌতক ও অযৌতক উভয় ধনেরই অধিকারিক্রম তুল্য বলিতেছেন। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিবাহ-সংস্কৃতা স্ত্রীর (ক) অপ্রজস্ত্রীধনে অর্থাৎ যৌতকধন বা অযৌতক ধনই হউক উভয় স্থলেই অগ্রে ভর্ত্তার এবং আসুরাদি বিবাহত্রয়-সংস্কৃতা অপ্রজা স্ত্রীর যৌতক বা অযৌতক উভয় প্রকার স্ত্রীধনেই অগ্রে মাতার অধিকার তর্কালঙ্কারের সম্মত। তর্কালঙ্কারের উপসংহার-বাক্যের এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বপ্রদর্শিত "বক্ষ্যমাণ-ভ্রাত্রধিকার এবফলম্" এই নিজ সন্দর্ভোসিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধ হইতেছে। এবং জীমূতবাহন "বন্ধুদত্তংতথাশুল্কং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের নির্ব্বিষয়ত্বাদি দোষ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সিদ্ধান্তে থাকিয়া যাইতেছে এবং জীমূতবাহন যে বিরুদ্ধ-মত খণ্ডন করিয়া পৃথক্ মত স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তাঁহার সেই খণ্ডিত মতকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছে। অধিকন্তু তর্কালঙ্কার মহোদয়ের নিজেরই উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের বিরোধ ঘটিতেছে ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি।

অতঃপর দায়ভাগকার জীমূতবাহনের সন্দর্ভ আলোচনায় অধিকারিনির্ণয়সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রকৃত মত অবগত হওয়া যায় তাহা দেখাইতেছি।

(ক) এই কথা দায়ক্রমসংগ্রহগ্রন্থে তর্কালঙ্কার স্পষ্টই বলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ বিষয়ে

দায়ভাগকার জীমূতবাহনের প্রকৃত মত।

দায়ভাগকার জীমূতবাহন প্রথমে স্ত্রীধনকীর্ত্তনপর নানা ঋষি-বচনের উল্লেখ করিয়া স্ত্রীধন কাহাকে বলে ইহা লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৮ স্তবক দ্রষ্টব্য)

পরে স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণপ্রসঙ্গে স্ত্রীধনের বিভাগ বলিতেছি, ইহা বলিয়া সাধারণ স্ত্রীধনের অর্থাৎ যৌতক বা অযৌতক ইত্যাদি কোনরূপ সংজ্ঞাবিশেষের উল্লেখ না করিয়া অবিশেষিত স্ত্রীধনের বিভাগ দেখাইয়াছেন।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ম স্তবক দ্রষ্টব্য)

এই বিভাগকথনের প্রারম্ভেই সর্ব্বস্মৃতির মধ্যে প্রবল মনুস্মৃতির "জননন্যাং সংস্থিতায়ান্তু" ইত্যাদি বচন উপন্যাস করিয়া প্রথমেই কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা সকল প্রকার স্ত্রীধনেই কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকারের মত আপাততঃ অবগত হওয়া যায়। উহারই সাধকরূপে "স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী। অপ্রত্তা চেৎ, সমূঢ়া তু ন লভেন্মাতৃকং ধনম্" এই বৃহস্পতিবচনের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ঐ বচনে অনূঢ়া কন্যা যদি থাকে তাহা হইলে উঢ়া কন্যার অধিকার হইবে না, এইরূপ লিখিত থাকায় অনূঢ়া কন্যার অভাবে উঢ়া কন্যা মাত্রেরই অধিকার ফলবলে প্রতিপাদিত হইতেছে। আর ঐ সকল বচনে সমুচ্চয়ার্থক চকারশ্রুতি থাকায় কন্যাপুত্রের যুগপৎ অধিকার যুক্তিযুক্ত হইতেছে ইহা বলিয়া, যাঁহারা ঐ বচনে চকার শ্রুতি থাকিলেও কন্যাপুত্রের যুগপৎ অধিকার হইবে না বলেন, তাঁহাদিগের মত (ক) নিরাকরণের

(ক) ইহা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরাধৃত মত।

CENTRAL LIBRARY

জন্য পুনরায় "সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াম্। অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা" এই দেবলবচনের উপন্যাস করিয়াছেন। (এই দেবলবচনে "সামান্যং পুত্রকন্যানাং" ইহা উক্ত থাকায় পুত্র ও কন্যার মাতৃধন সাধারণ হইবে অর্থাৎ উভয়েই এককালে ঐধনে অধিকারী হইবে, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ আছে।) সুতরাং স্ত্রীধনে পুত্র ও কন্যার যুগপৎ অধিকারই সঙ্গত, যাঁহারা তাহা না বলেন, তাঁহাদিগের কথা অসঙ্গত, এইরূপ স্পষ্টরূপে উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তবক দ্রষ্টব্য)

[এই পুত্র ও কন্যার একের অভাবে অন্যতরের অধিকার হইবে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত কথা, পূর্ব্বে টীকাকারগণের মতের সহিত দায়ভাগকারের মতের মিশ্রণে যে মত দায়ভাগের প্রচলিতমত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহার অযৌতক ধনের অধিকারিনিরূপণ-স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। (১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এস্থলে প্রসঙ্গাধীন বক্তব্য এই যে, জীমূতবাহন পূর্ব্বোক্ত "সামান্যং পুত্রকন্যানাং * * * অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা" এই দেবলবচন উপন্যস্ত করিয়া তাহার পাঠক্রম-অনুসারে বক্ষ্যমাণ অপ্রজ স্ত্রীধনে ভর্ত্তা, মাতা, ভ্রাতা ও পিতার ক্রমে অধিকার হইবে, এই মত তাৎপর্য্যতঃ প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ তিনি অপ্রজস্ত্রীধনপ্রকরণে সাধারণ স্ত্রীধনবিষয়ে অধিকারিক্রমনির্দ্দেশক অন্য কোন বচনের উল্লেখ করেন নাই। মাত্র কন্যাধন, যৌতক, পিতৃমাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় এই কয়টী ধনের উল্লেখ করিয়াছেন।]

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কন্যা ও পুত্রের অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার যুগপৎ অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদিও পূর্ব্বে "স্ত্রীধনং তদপত্যানাং দুহিতা চ তদংশিনী" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বচনের তাৎপর্য্য লভ্য

CENTRAL LIBRARY

অর্থ হইতে অদত্তা কন্যা ও পুত্রের অভাবে উঢ়া সামান্যেরই অধিকার প্রতিপাদিত হওয়ায় বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবাকন্যার অধিকারও পাওয়া যায় ; তথাপি "পুত্রাভাবে চ দুহিতা তুল্যসন্তান-দর্শনাৎ" এই নারদবচনে সন্তানদর্শন ধনাধিকারিত্বের হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার সন্তানসম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের অধিকারের পূর্ব্বেই উক্ত সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার পরেই পৌত্র, উহার পরে দৌহিত্র তাহার পরে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার বলিয়াছেন।

উক্ত নারদবচনে সন্তানদর্শনকে হেতু দেখাইয়া সম্ভাবিতপুত্রাও পুত্রবতী কন্যার অধিকার বলায় তাহাদের পুত্রের অর্থাৎ দৌহিত্রের অধিকার ফলবলেই বচন বোধিত হইতেছে এবং ঐ দৌহিত্রের মাতা অর্থাৎ সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা মৃতা ধনস্বামিনীর অঙ্গজাতা বলিয়া দৌহিত্রের পূর্ব্বেই তাহার অধিকার সিদ্ধ হইতেছে এবং ঐ বচনের 'তুল্যসন্তান' পদের তুল্য শব্দ হইতে পৌত্র ও দৌহিত্রের উপমান ও উপমেয়ভাব বর্ণিত থাকার জন্য উপমান বলিয়া পৌত্রের উৎকর্ষ প্রকটিত হওয়ায় দৌহিত্রের পূর্ব্বেই পৌত্রের অধিকার প্রতি-পাদিত হইয়াছে। "দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ" এই মনুবচনে দৌহিত্রের উপকারকতা বিষয়ে পৌত্রের তুল্যত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব পৌত্রের অধিকারও উক্ত নারদবচন হইতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা ভিন্ন উঢ়া কন্যা ও পুত্রের পরস্পরের বাধ্যবাধকতা থাকায় তাহাদের পুত্রেরও (দৌহিত্র ও পৌত্রেরও) ঐরূপ বাধ্যবাধকতা কল্পনা করিয়া পৌত্রের পরে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ১য় পরিচ্ছেদ, ১০ম ও ১১শ স্তবক দ্রষ্টব্য)

CENTRAL LIBRARY

এই দৌহিত্রের অভাবে দুহিতৃসামান্যের অধিকারবোধক "স্ত্রীধনং তদপত্যানাং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচন দ্বারা ও মৃতা ধনস্বামিনীর নিজের অঙ্গজাতা বলিয়া পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাদি-রূপ উপকারকতা না থাকিলেও বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত অধিকারিনির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে, "প্রজাভাবে চ অন্যেষামধিকারাৎ" অর্থাৎ মৃতা ধনস্বামিনীর প্রজা (সন্তান) অর্থাৎ বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা পর্য্যন্ত না থাকিলে অপর অধিকারি-গণের অধিকার কথিত থাকায় সেই সকল অধিকারীর এই ধনে অধিকার হইবে, সুতরাং এই বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাব হইলে সাধারণ স্ত্রীধন অপ্রজস্ত্রীধন বলিয়া অভিহিত হইবে, ইহাই জীমূতবাহনের মত বুঝা যাইতেছে।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১২ স্তবক দ্রষ্টব্য)

এইরূপে জীমূতবাহন সাধারণ ভাবে অবিশেষিত স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বচনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ", গৌতম বচন।

"মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাং তদন্বয়ঃ", নারদ বচন।

"দুহিতৃণামভাবে তু ঋক্থম্ পুত্রেষু তদ্ ভবেৎ", কাত্যায়ন বচন।

"মাতুর্দুহিতরঃ শেষম্ ঋণাত্তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ", যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

এই বচনগুলির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত বচনে প্রথমে কেবলমাত্র দুহিতারই অধিকার নির্দ্দেশ করা আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "সামান্যং পুত্রকন্যানাম্ মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াম্" ইত্যাদি দেবলবচনে স্ত্রীধনসামান্যেই কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার বলা আছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দেবলাদিবচনের সহিত উক্ত বচনগুলির যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, জীমূতবাহন তাহার সমাধানের জন্য

CENTRAL LIBRARY

বলিলেন যে, ঐ সকল গৌতম, নারদ, কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন যৌতকধনেরই অধিকারিনির্দ্দেশকরূপে গ্রহণীয়। এই জন্য মহর্ষি মনুও "মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ" এই বচনের 'এব' কারদ্বারা মাতার যৌতকধনেই সর্ব্বাগ্রে কুমারীর অধিকার হইবে, ইহা বলিয়াছেন।

এই যৌতক শব্দের অর্থ "মাতুঃ পারিণায্যং" ইত্যাদি বশিষ্ঠ-বচনের উল্লেখে পরিণয়লব্ধ ধন, ইহা স্ত্রীধননির্ণয়প্রকরণে ২৭ পৃষ্ঠায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে ঐ যৌতক ধনেই প্রথমে দুহিতৃগণের অধিকার, যাহা "স্ত্রীধনং দুহিতৃণাং" ইত্যাদি গৌতমবচনদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও তাহাদের অবাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দত্তা ও বিবাহিতা এই প্রকার অবস্থা ভেদে ক্রমে অধিকার হইবে। ঐ বচনে বিবাহিতার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বচনোক্ত 'অপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই সমুচ্চয়বোধক 'চ'কার হইতে বিবাহিতার গ্রহণ হইবে।

এস্থলে (যৌতক ধনে) জীমূতবাহন, ঐ গৌতমবচনে অবাগ্‌দত্তাদিভেদে কন্যার যেরূপ অধিকারক্রম উক্ত আছে, সেই রূপেই ক্রমে বিবাহিতা পর্য্যন্তের অধিকার বলিয়াছেন, বিবাহিতার মধ্যে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা বা বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা-কন্যার অধিকারগত কোন ক্রমের ভেদ বলেন নাই।

পূর্ব্বে সাধারণ (অবিশেষিত) স্ত্রীধনের অধিকারিনির্ণয়স্থলে বিবাহিতার ধনাধিকারবিষয়ে পুত্রদর্শনকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করায় সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার এবং বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই বিশেষিত স্ত্রীধনের (যৌতক ধনের) অধিকারিনির্ণায়ক গৌতমবচনে কন্যাধিকার বিষয়ে উক্ত প্রকার পুত্রদর্শনরূপ হেতুর উল্লেখ না থাকায় পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা এবং বন্ধ্যা বা অপুত্রা বিধবা ভেদে কন্যাগণের অধিকারিক্রম বলেন নাই। উহাতে বিবাহিত-কন্যা-

CENTRAL LIBRARY

সামান্যের অধিকার শ্রুত থাকায় এই যৌতক ধনে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা এবং বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যাগণের পরিণীতা বলিয়া যুগপৎ অধিকার হইবে, ইহাই জীমূতবাহনের মত। নিম্নোক্ত বাক্য হইতে তাহার এই মত আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, যেহেতু তিনি যৌতকধনের অধিকারিক্রমনিরূপণস্থলে বলিয়াছেন, "প্রথমম্ অপ্রত্তানাং তদভাবে প্রত্তানাং তদভাবে সমূঢ়ানাম্।" আবার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "প্রথমং কন্যায়াঃ তদভাবে প্রত্তায়াঃ তদভাবে পরিণীতায়াঃ।" এই ক্রমের মধ্যে পরিণীতা সামান্যেরই উল্লেখ আছে, সম্ভাবিতপুত্রাদিভেদে অধিকার প্রদর্শিত হয় নাই।

এই প্রকারে বিবাহিতা কন্যা সামান্যের অধিকার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নারদবচনে 'অন্বয়' পদ এবং কাত্যয়নবচনে 'পুত্র'পদ থাকায় পুত্রের অধিকার সাক্ষাৎ বচনবোধিত হওয়ায় জীমূতবাহন উক্তরূপ সকল প্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহার পরেই অর্থাৎ পুত্রের অধিকারনির্দ্দেশের পরেই অপ্রজ-স্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার হইবে, ইহা বলিয়াছেন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, এই স্ত্রীধনে যে সকল অধিকারীর অধিকার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বচনবলেই হইয়াছে। পিণ্ড-দাতৃত্বাদিরূপ উপকারকতা দেখিয়া কল্পিত হয় নাই। তাহা বলিলে পুত্রের পরেই পুংধনের অধিকারীর ন্যায় পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার হইয়া পড়ে, সুতরাং অযৌতক স্ত্রীধনে পৌত্রের অধিকার-নির্দ্দেশক বচন নিরর্থক হয়। অতএব যে যে বিশেষসংজ্ঞক স্ত্রীধনে যে সকল অধিকারীর কথা ঋষিবচনে শ্রুত আছে, সেই সেই স্ত্রীধনে তাহাদেরই অধিকার হইবে। উপকারকতার বলে উহাতে কোন অধিকারিবিশেষের অধিকার হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইজন্য এই যৌতক ধনে কেবলমাত্র পুত্রের অধিকারই

CENTRAL LIBRARY

বচনবোধিত হওয়ায় তাহার অধিকার হইবে, পৌত্রাদির অধিকার হইবে না।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ২২, ২৩ ও ২৫ স্তবক)

এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণপ্রসঙ্গে জীমূতবাহন নিম্নলিখিত দুইটী মনুবচন উপন্যস্ত করিয়াছেন :—

১। "ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধনম্।
অপ্রজায়ামতীতায়াম্ ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে ॥"

২। "যত্ত্বস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অতীতায়ামপ্রজায়াম্ মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে ॥"

এই বচনদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ববচন দ্বারা ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ (যৌতক) অপ্রজস্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার এবং পরবচনদ্বারা আসুরাদি বিবাহত্রয়কাললব্ধ (যৌতক) অপ্রজস্ত্রীধনে মাতা ও পিতার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই শেষোক্ত মনুবচনের "মাতাপিত্রোঃ" এই পদে দ্বন্দ্বসমাস থাকায় মাতা ও পিতার যুগপৎ অধিকারের যে আশঙ্কা উদ্ভূত হয়, তাহা দূর করার জন্য সেই স্থলেই "ঋক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ম্। তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ"। এই কন্যাধনের অধিকারজ্ঞাপক বৌধায়নবচনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বচনে মাতার পরে পিতার অধিকারক্রম সুস্পষ্ট থাকায় উক্ত মনুবচনের "মাতা-পিত্রোঃ" এই পদে দ্বন্দ্বসমাস থাকিলেও তাহাদের যুগপৎ অধিকার হইবে না। মাতার অভাবে পিতার অধিকার হইবে।

জীমূতবাহনের উদ্ধৃত কন্যা (কুমারী) ধনের অধিকারিনির্ণায়ক পূর্ব্বোক্ত "ঋক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়াঃ" ইত্যাদি একমাত্র বৌধায়নবচন হইতে কন্যাধনের অধিকারিক্রম জ্ঞাত হওয়া যায়, সুতরাং জীমূতবাহনের মতে কন্যাধনের অর্থাৎ কুমারীধনের অধিকারী উক্ত বৌধায়নবচন-অনুসারে প্রথমে ভ্রাতা, পরে মাতা,

CENTRAL LIBRARY

তাহার পরে পিতা, ইহার পর কন্যা—(কুমারী) ধনে আর কোন অধিকারীর উল্লেখ নাই।

এই প্রকরণে কন্যাধনের অধিকারিনির্দ্দেশ করা জীমূতবাহনের অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ এই প্রকরণ অপ্রজস্ত্রীধননির্ণয়বিষয়ক। কন্যাধনও অপ্রজস্ত্রীধন, যে হেতু কন্যা-কালে প্রজা অর্থাৎ সন্তান সম্ভাবনা থাকে না। আর কন্যাধনও একটী বিশেষসংজ্ঞক স্ত্রীধন এবং ঐ বিষয়ে অধিকারীর কথা কোন স্থলে উল্লেখ নাই।

ঐ কন্যাধনের অধিকারিনির্ণায়ক বৌধায়নবচনের একাংশ হইতে মাতার পরে পিতার অধিকার জ্ঞাত হওয়ায় এবং সেই ক্রমই এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে গ্রহণ করায় ঐ বচনকে যখন এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনেও প্রমাণরূপে গণ্য করা হইয়াছে, তখন ঐ বচনের অপর অংশের বিধান এই স্থলেও অর্থাৎ যৌতক অপ্রজ-স্ত্রীধনেও প্রথমে ভ্রাতার অধিকার হউক, এই প্রকার আশঙ্কা দূর করার জন্য জীমূতবাহন লিখিয়াছেন,"ন চ কন্যাধন ইবাত্রাপি প্রথমং ভ্রাত্রধিকারঃ স্যাদিতি বাচ্যম্, বচনাভাবাৎ মাতাপিত্রোরেবাধিকার-শ্রুতেঃ।" ইহার অর্থ কন্যাধনের ন্যায় এই অপ্রজস্ত্রীর যৌতক ধনেও প্রথমে ভ্রাতার অধিকার হউক, ইহা বলা উচিত নহে, কারণ এই যৌতুক ধনে ভ্রাতার অধিকারবোধক বচন নাই, ইহাতে কেবল মাতার ও পিতারই অধিকারের কথা আছে।

জীমূতবাহনের এই সন্দর্ভস্থ বচনাভাব শব্দ ও 'মাতাপিত্রোরেব' এই ইতরযোগব্যবচ্ছেদক 'এব'কার হইতে পরিস্ফুট হইতেছে যে, এই অপ্রজস্ত্রীর যৌতক ধনের অধিকারিনিরূপণবিষয়ে ভ্রাতার অধিকারবোধক বচন না থাকায় এবং ইহাতে কেবল মাতার ও পিতার অধিকারবোধক বচন থাকায় মাত্র মাতা ও পিতার অধিকার হইবে, ভ্রাতার অধিকার হইবে না।

অতএব এই যৌতকধনে যে সকল অধিকারীর কথা বচনে

CENTRAL LIBRARY

আছে, সেই সেই পরিগণিত অধিকারীরই অধিকার হইবে, অন্য ধনের অধিকারবিধায়ক বচনান্তর হইতে কল্পনা করিয়া বা উপকারকতাদি দেখিয়া কোন অধিকারীর নির্ণয় করা যাইবে না ইহাই জীমূতবাহনের মত বুঝা যাইতেছে।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৬ হইতে ৯ স্তবক)

এই বাচনিক অধিকারের কথাই দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩৫ স্তবকের দায়ভাগকারের স্বসন্দর্ভে সুপরিস্ফুট আছে যথা, "তদেষাং পুত্রাদীনাম্……ভগিনীপুত্রাদীনামধিকারিতা, অনন্যগতের্বচনাৎ"। (ক)

কুমারীধনের ক্রম-অনুসারে যৌতকধনবিশেষে মাতার পরে পিতার অধিকার নির্ণয়ের পরে দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ১০ম স্তবকের প্রথমেই লিখিত আছে যে "যৎ পুনঃ পরিণয়নানন্তরং মাতৃপিতৃভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া লব্ধং ধনং তদ্ ভ্রাতৃণামেব" ইহার অর্থ এই যে বিবাহের পরে নারী পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল হইতে যাহা পাইবে, সেই সমুদয় ধনে অপ্রজা হইলে ভ্রাতৃগণই প্রথমে অধিকারী হইবেন। এই সন্দর্ভে উক্ত পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃকুল হইতে প্রাপ্ত অযৌতক ধনবিশেষে (ভ্রাতার প্রথম অধিকার বচনদ্বারা বোধিত থাকায়) ভ্রাতার প্রথমে অধিকার হইবে, এইরূপ বলায়, যৌতক ধনে বা স্ত্রীধনসামান্যে ভ্রাতার অধিকার হইবে না। যে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞিত স্ত্রীধনে ভ্রাতার অধিকারের উল্লেখ আছে, কেবল সেই সেই ধনেই ভ্রাতার অধিকার হইবে, জীমূতবাহনের এই মত আরও সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

(ক) ইহার অর্থ পুত্রাদিভর্ত্তৃপর্য্যন্ত না থাকিলে, শ্বশুর ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সন্নিহিত সপিণ্ড থাকিতেও ভগিনীপুত্রাদির বচনবলেই অধিকার হইবে। "বচনাৎ" এই পদ হইতে স্ত্রীধনসামান্যে বাচনিক অধিকার জীমূতবাহনের লেখা হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

যৌতকধনবিশেষে ভর্ত্তার এবং মাতার পরে পিতার অধিকারের পরে দায়ভাগে যৌতক ধনের অধিকারিনিরূপণবিষয়ে কোন বচন না থাকায় এবং অযৌতকধনবিশেষের উল্লেখে অধিকারি-নিরূপণের কথা থাকায় ইহাই বলিতে হইবে যে, জীমূতবাহন যৌতক ধনের অধিকারিনিরূপণ এই স্থলেই শেষ করিয়াছেন।

এই কথা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পিতৃমাতৃদত্ত, শুল্ক এবং অন্বাধেয়-সংজ্ঞক অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারনিরূপণের শেষ সন্দর্ভ হইতেও স্পষ্ট প্রতীত হয়।

যথা,—"অস্যামধিকারিশৃঙ্খলায়াং দেবর-দেবরসুতয়োর্ভ্রাতৃশ্বশুর-সুতস্য চাধিকারজ্ঞাপনাদাসন্নতরশ্বশুরাদেঃ পরিত্যাগাৎ" (দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৪০ স্তবক)। এই সন্দর্ভ দ্বারা সন্নিহিত হইলেও বচনবোধিত না হওয়ায় শ্বশুরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী হইলেও বচনবোধিত হওয়ায় দেবর ও ভর্ত্তৃভ্রাতৃ-পুত্রাদির অধিকার দিয়াছেন। ইহা দ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞিত স্ত্রীধনের যে যে অধিকারী বচনবোধিত আছে, সেই সেই ধনবিশেষের সেইসকল অধিকারী যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন, সেই পর্য্যন্তই সেই সকল ধনবিশেষের বিশেষত্ব থাকিবে অর্থাৎ তদনুসারে অধিকারিক্রম নির্ণীত হইবে; উক্ত পরিগণিত অধিকারীর অভাবে আর সেই ধনবিশেষের অধিকারিক্রমের কোন বিশেষত্ব থাকিবে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। সুতরাং আলোচ্য স্থলে যৌতক ধনের অধিকারিনিরূপক বচনে সেই সেই বিশেষিত কন্যার অধিকার ও পরে পুত্রের অধিকার হইবে। এইরূপে কন্যার ও পুত্রের মাত্র উল্লেখ থাকায় কন্যা পুত্রের অধিকার বিষয়ে বাধিকা বলিয়া উহাদের পুত্রাদির (দৌহিত্র পৌত্রাদির) উক্ত ধনে অধিকার ও বাধ্য-বাধকতার কল্পনায় তাহাতে ক্রম নির্দ্দেশ হইবে না। এবং ব্রাহ্মাদি-পঞ্চবিবাহকাললব্ধ অপ্রজা নারীর ধনে ভর্ত্তা মাত্র অধিকারী নিরূপিত

থাকায় তাহার অভাব ঘটিলে এবং আসুরাদি বিবাহত্রয়কাললব্ধ অপ্রজনারীর ধনে মাতা ও পিতা মাত্র অধিকারী নিরূপিত থাকায়, তাহার অভাব ঘটিলে আর ঐ যৌতক ধনের অধিকারিক্রমের কোন বিশেষত্ব থাকিবে না ;—ইহা জীমূতবাহনের মত। অতএব উক্ত যৌতক ধনে ব্রাহ্মাদিস্থলে ভর্ত্তা এবং আসুরাদিস্থলে মাতা ও পিতারূপ অধিকারীর অভাব ঘটিলে যৌতকধন বলিয়া ঐ ধনের কোন বিশেষত্ব না থাকায় তখন সাধারণ স্ত্রীধনের অধিকারিক্রম-অনুসারে অধিকারকল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে ঐ সাধারণ স্ত্রীধনে পিতৃ-মাতৃদত্ত ও তদিতরব্যক্তিদত্ত ধনে যে অধিকারিক্রমের বিশেষ লিখিত আছে, তাহাও এস্থলে হইবে।

এই যৌতক ধনে যে স্থানে প্রসঙ্গাধীন কন্যাগণের অর্থাৎ অবাগ্‌দত্তা ও বাগ্‌দত্তা কুমারীগণের ও বিবাহিতার অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন সেইস্থলে, জীমূতবাহন পিতৃদত্ত অযৌতক ধনেও প্রথমে কন্যার অর্থাৎ কুমারীর অধিকার, তাহার অভাবে পুত্রের অধিকার বলিয়াছেন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত সাধারণ স্ত্রীধনে উক্ত কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার হইতে বিশেষ। ইহার প্রমাণ রূপে "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ ভবেদ্ বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন। ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ" ॥ এই বচনের উপন্যাস করিয়াছেন এবং তিনি সেই স্থলে উক্ত মনুবচনস্থ 'ব্রাহ্মণী'পদের সার্থক্য রক্ষার জন্য পক্ষান্তরকল্পনা করিয়া হীনবর্ণা অপ্রজা-বিমাতার পিতৃদত্ত অযৌতকধনে ব্রাহ্মণী-সপত্নীকন্যাই অধিকারিণী হইবে বলিয়াছেন। এস্থলে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরায় উত্তমবর্ণসপত্নীকন্যাসামান্যের উক্ত ধনে অধিকার হইবে, এইরূপ যে প্রাচীন মত লিখিত আছে, তাহা অযুক্ত, ইহা জীমূতবাহন ভঙ্গ্যন্তরে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই মনুবচনস্থ কন্যাশব্দের অর্থ কুমারী অর্থাৎ অবাগ্‌দত্তা ও বাগ্‌দত্তা নির্ব্বিশেষে অবিবাহিতা দুহিতা।

যৌতক ধনে যেমন গৌতমবচনদ্বারা অবাগ্‌দত্তা ও বাগ্‌দত্তা-

CENTRAL LIBRARY

রূপে কন্যাগত অধিকারের ভেদ উক্ত হইয়াছে, এস্থলে (এই পিতৃদত্ত অযৌতক ধনে) সেইরূপ অধিকারিভেদের জ্ঞাপক কোন ঋষিবচন না থাকায় উহা হইবে না। উক্ত গৌতমবচন-অনুসারে এ স্থলেও উহা হইবে, এ কথা বলা চলে না ; যেহেতু ঐ গৌতম-বচন কেবল যৌতকধনবিষয়ক, ইহা জীমূতবাহন নিম্নলিখিত সন্দর্ভ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"ততশ্চ পরিণয়লব্ধং স্ত্রীধনং দুহিতুরেব, ন পুত্রাণাং—তত্রৈব চ ক্রমার্থং গৌতমবচনং, স্ত্রীধনং দুহিতৃণামিত্যাদি।" (ক) (দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ২২ স্তবক)।

অতএব এই পিতৃদত্ত অযৌতক স্ত্রীধনে সাধারণ স্ত্রীধনের অধিকারিক্রম হইতে কেবল কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকারের পরিবর্ত্তে (অবিবাহিতা) কন্যা ও পুত্রের ক্রমে অধিকার হইবে, এইটুকু মাত্র বিশেষ উক্ত হওয়ায় পুত্রের অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা প্রভৃতি পরবর্ত্তী অধিকারিগণের অধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই পরবর্ত্তী অধিকারিগণের ক্রম বক্ষ্যমাণ মাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞিত ধনবিশেষের অধিকারিক্রমের সহিত তুল্য হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে উহা লিখিলাম না। উক্ত মাতৃদত্তাদি—ধনবিশেষের অধিকারিনিরূপণস্থলে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা প্রভৃতি যে সকল অধিকারীর যে ক্রমে অধিকার বলা আছে, এস্থলেও (পিতৃদত্ত অযৌতক ধনেও) তাহা হইবে।

ইহার পরে বক্তব্য এই যে জীমূতবাহন দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ১০ম স্তবকে "যৎপুনঃ পরিণয়নানন্তরং

(ক) ইহার অর্থ, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে বিবাহকাললব্ধ স্ত্রীধন কেবলমাত্র কন্যারই হইবে, পুত্রদিগের নহে, এবং "স্ত্রীধনং দুহিতৃণাম্" ইত্যাদি গৌতমবচন কেবলমাত্র সেই ধনেই অধিকারীর ক্রমের বিধায়ক।

পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া লব্ধং ধনং তদ্ ভ্রাতৃণামেব" ইহা বলিয়া পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃ-কুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধনের অধিকারী ভ্রাতৃগণই হইবে, যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়ক-মেব চ। অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনস্থ অন্বাধেয় শব্দ দ্বারা (ঐ পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃকুললব্ধ ধনে ভ্রাতার অধিকার হইবে ইহা) সপ্রমাণ করিয়াছেন।

[এই অন্বাধেয় শব্দের অর্থ জীমূতবাহন পূর্ব্বে ও পরে কাত্যায়নের বচন-উল্লেখ করিয়া যেরূপ করিয়াছেন, তাহা স্ত্রীধননিরূপণ প্রকরণে (২৬ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত হইয়াছে]। আর "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনম্। অপ্রজায়ামতীতায়াম্ ভ্রাতৃগামি তু সর্ব্বদা" এই বৃদ্ধ-কাত্যায়নবচনের উল্লেখ করতঃ ইহার সহিত একবাক্যতা করিয়া এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের 'বন্ধুদত্ত' শব্দের অর্থ মাতার ও পিতার দত্ত এবং 'বান্ধব' শব্দের অর্থ ভ্রাতা, ইহা বিবৃত করিয়াছেন।

ইহা হইতে পিতৃমাতৃদত্তধনে ও শুল্কধনেও নারীর অপ্রজা-অবস্থায় ভ্রাতার অধিকার জীমূতবাহনের মতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (ক)

(ক) যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা মিতাক্ষরা, তাহার প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর স্ত্রীধনের প্রথমে কন্যার অধিকার বলিয়াছেন ; কিন্তু শুল্কধনে কন্যাদিসত্ত্বেও (সপ্রজা-অবস্থাতেই) "ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণাম্" ইত্যাদি গৌতম বচনদ্বারা ভ্রাতার অধিকার নির্দ্দেশ করায় এই শুল্কধনে কন্যাপুত্রাদির (কোন প্রজারই) অধিকার দেন নাই। কিন্তু ঐ অধিকার কথনের পূর্ব্বেই তিনি "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের টীকায় বলিয়াছেন যে, বন্ধুশব্দের অর্থ মাতুলাদি ও বান্ধব শব্দের অর্থ ভর্ত্রাদি, ইহা বলিয়া ঐ বচনানুসারে শুল্কধনে অপ্রজা অবস্থায় ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা মিতাক্ষরাকারের উল্লিখিত এই কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে হইতেছে ; যেহেতু তিনি যখন শুল্কধনে সপ্রজা-

CENTRAL LIBRARY

"ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ব্বঞ্চৈকে" এই গৌতম বচনদ্বারা ভ্রাতার পরে মাতা ও পিতার যথাক্রমে অধিকার নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনে কথিত পিতৃমাতৃ-দত্তধনের ও শুল্কধনের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত অন্বাধেয়ধনে ভ্রাতার পরে মাতা ও পরে পিতার ক্রমাধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আর যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃদ্ধ-কাত্যায়ন বচনের একবাক্যতা করিয়া পূর্ব্বে বন্ধুশব্দের অর্থ মাতা ও পিতা ইহা প্রতিপাদন করায় "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনামভাবে ভর্ত্তৃগামি তৎ" এই কাত্যায়ন বচনের উল্লেখ করিয়া এই বচনস্থ 'বন্ধু' শব্দেরও অর্থ মাতা ও পিতা এইরূপ করিয়াছেন এবং তাহাদের অভাবে পিতৃমাতৃদত্তধনে ভর্ত্তার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই কাত্যায়নবচন হইতে মাতা পিতার পরে ভর্ত্তার অধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচন এবং "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং" ইত্যাদি বৃদ্ধ-কাত্যায়ন-বচনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রাতার অধিকার নির্দ্দেশ করা আছে, আর এই কাত্যায়ন বচনের 'বন্ধুদত্ত' শব্দের পূর্ব্বের ন্যায় পিতামাতারূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া মাতা ও পিতার অধিকার যাহা তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদিত হইল, তাহা ভ্রাতার অভাবেই, হইবে ইহা ফলবলে বুঝা যাইতেছে এবং 'বন্ধুদত্ত' শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ এই কাত্যায়নবচন হইতে শুল্কধনেও পিতার পরে ভর্ত্তার অধিকার

অবস্থায় কোন প্রজারই অধিকার বলেন নাই, তখন যাজ্ঞবল্ক্যবচনের দ্বারা অপ্রজা হইলে ভর্ত্রাদির অধিকার হইবে, ইহা কিরূপে বলিতে পারেন? অতএব মিতাক্ষরাকারের এই উক্তি সম্পূর্ণ অর্থবিহীন ও অসঙ্গত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইলেও জীমূতবাহন এই সম্বন্ধে কোন কথারই দায়ভাগে উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত মিতাক্ষরাগ্রন্থ জীমূতবাহনকৃতদায়ভাগগ্রন্থ-রচনাকালের বিশেষ পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, বরং প্রায় সমসাময়িক ইহা অনুমিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

আসিতেছে। সুতরাং অন্বাধেয়ধনেও "বন্ধুদত্তস্তু বন্ধূনাম্" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনে মাত্র ভ্রাতার অধিকার কথিত থাকিলেও বন্ধুদত্ত ও শুল্কধনের সাহচর্য্যনিবন্ধন ভ্রাতার পরে মাতার তৎপরে পিতার ও তাহার পরে ভর্ত্তার অধিকার এইরূপ ক্রম অবগত হওয়া যাইতেছে।

অতএব স্থির হইতেছে যে, অপ্রজানারীর বন্ধুদত্ত (পিতৃমাতৃদত্ত) ধনে, শুল্কধনে এবং অন্বাধেয়ধনে প্রথমে ভ্রাতার পরে মাতার তৎপরে পিতার তাহার অভাবে ভর্ত্তার অধিকার হইবে, ইহাই জীমূতবাহনের মত।

এই কয়েকটী বিশেষসংজ্ঞিত স্ত্রীধনে ভর্ত্তৃপর্য্যন্ত অধিকারি-নিরূপণ করিয়া জীমূতবাহন দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩১ স্তবকে লিখিয়াছেন,—

"ভর্ত্তৃপর্য্যন্তাভাবে পুনরিদমুচ্যতে"

ইহার অর্থ—ভর্ত্তৃপর্য্যন্ত অধিকারী না থাকিলে যাহাদের অধিকার হইবে, তাহা বলিতেছি—ইহা লিখিয়াই তিনি

"মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃষ্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১ ॥
যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা।
তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্ত্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২ ॥

এই বৃহস্পতিবচনদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে বাচনিক অধিকারি-নিরূপণ করিয়াছেন।

উক্ত বৃহস্পতির বচনে "স্বস্ত্রীযাদ্যাঃ" এই শব্দদ্বারা ভগিনী পুত্রাদির অধিকার যৌগপদ্যে কথিত থাকায় উপকারকতার তারতম্য-অনুসারে উহাদের অধিকারগত পৌর্ব্বাপর্য্য নিম্নলিখিত ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝা যায়। যথা—

ভর্ত্তার অভাবে

দেবর

|

ভর্ত্তৃভ্রাতুষ্পুত্র (ভাশুরের ও দেবরের পুত্র)

|

ভগিনীপুত্র

|

ভর্ত্তৃভাগিনেয়

|

ভ্রাতৃপুত্র

|

জামাতা

|

প্রপৌত্র

|

সপত্নীপ্রপৌত্র

|

সপত্নীদৌহিত্র

|

শ্বশুর

|

ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর) প্রভৃতি সন্নিহিত সপিণ্ড।

মন্তব্য :—এই সকল অধিকারী ঐ বৃহস্পতিবচনে উল্লিখিত না থাকিলেও সন্নিহিত সপিণ্ড বলিয়া ইহাদের অধিকার এই স্থানে লিখিত হইল। ইহাদের অভাবে সন্নিহিত সপিণ্ডাদিক্রমে অধিকারী হইবে।

এই সকল অধিকারিগণের অধিকারের পৌর্ব্বাপর্য্যের পক্ষে যুক্তি ও এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মৎপ্রদর্শিত টীকাকারগণের ও দায়ভাগকারের মত বলিয়া প্রচলিত যে অধিকারিক্রম লিখিত হইয়াছে, সেই ক্রমের যৌতক-ধন-প্রকরণে বিবৃত আছে বলিয়া এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। (১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

CENTRAL LIBRARY

এস্থলে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে পিতৃদত্ত অযৌতক ধনে সম্ভাবিত-পুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার পর্য্যন্ত বলিয়া উহার পরবর্ত্তী অধিকারিগণের ক্রম মাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় সংজ্ঞিত স্ত্রীধন-বিশেষের অধিকারিক্রমের সহিত তুল্য হওয়ায় তাহাদের নির্দ্দেশ সে স্থলে করা হয় নাই ; অতএব এক্ষণে তাহা করিতেছি।

পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞক এই চারি প্রকার ধনেরই অধিকারিক্রমে কেবলমাত্র পিতৃদত্তধনে অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার না হইয়া অগ্রে কন্যার তাহার অভাবে পুত্রের অধিকার এইমাত্র প্রভেদ, বচনবলেই এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি।

ঐ চারিপ্রকার ধনেই সাধারণ স্ত্রীধনাধিকারনিয়মে সম্ভাবিত-পুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকারের পর উপকারকতার প্রাধান্য-হেতু পৌত্রের অধিকার হইবে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত আছে ; তাহার পরেই দৌহিত্রের অধিকার পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইলেও এই স্থলে জীমূতবাহন "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা" ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনের বলে "সপত্নীপুত্রস্য চাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতা" লিখিয়া দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বোক্ত অধিকারী হইতে অতিরিক্ত অধিকার বিধান করিয়াছেন এবং দৌহিত্রের পরে সপত্নী-পৌত্রেরও ঐরূপ অতিরিক্ত অধিকার ফলতঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩১।৩২।৩৩।৩৪ স্তবক দ্রষ্টব্য)

এই সপত্নীপৌত্রের পরে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অধিকার ফলতঃ হইবে, ইহা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।

ইহাই হইল কেবলমাত্র উক্ত চারিপ্রকার বিশেষসংজ্ঞক স্ত্রীধনের (পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, শুল্ক, ও অন্বাধেয়রূপ স্ত্রীধনের) সপ্রজা অবস্থায় অধিকারিক্রম ; ইহা স্ত্রীধনসামান্যের অধিকারিক্রম নহে। দায়ভাগকার জীমূতবাহনের ইহাই মত ; তাহার কারণ

CENTRAL LIBRARY

দেখাইতেছি এই যে, জীমূতবাহন অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ করিতেছি ইহা বলিয়া "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কং" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নানা ঋষির বচনদ্বারা ঐ পিতৃদত্তাদি চারি প্রকার স্ত্রীধনের অপ্রজা অবস্থায় ভ্রাতা, মাতা, পিতা ও সর্ব্বশেষে ভর্ত্তা এই ক্রমে অধিকারীর নির্ণয় করিয়া পরবর্ত্তী অধিকারীর নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইহা লিখিয়াছেন, "ভর্ত্তৃপর্য্যন্তাভাবে পুনরিদমুচ্যতে।" ইহার অর্থ, ভর্ত্তৃপর্য্যন্ত অধিকারী না থাকিলে যে সকল অধিকারীর অধিকার হইবে, তাহা আবার এই বলিতেছি "মাতুঃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা। শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজ-পত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" এবং "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা। তৎ সুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ" এই বৃহস্পতিবচনদ্বয়ের উপন্যাস করিয়াছেন। ইহা হইতে ইহাও বুঝাইল, যে স্থলে যৌগপদ্যে অধিকারী কথিত হইয়াছে, সেই স্থলে উপকারকতার তারতম্যে অধিকারীর ক্রম হইবে। এইজন্য জীমূতবাহন ভর্ত্তার অভাবে অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে দেবরাদির অধিকারক্রম এবং অযৌতক সপ্রজস্ত্রীধনে ঔরস ও সপত্নীপুত্রাদির ক্রমে অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেননা উক্ত বৃহস্পতি বচনদ্বয়ের অর্থ যখন মৃতা ধন-স্বামিনীর ঔরস (কন্যা ও পুত্র) বা সুত (সপত্নীপুত্র) দৌহিত্র এবং তাহার সুত (পৌত্র, সপত্নীপৌত্র) না থাকিবে তখন তাহার ধন স্বস্রীয় (ভগিনীপুত্র) প্রভৃতি পাইবে, যেহেতু মাতৃস্বসা (মাসী), মাতুলানী (মামী), পিতৃব্যস্ত্রী (খুড়ী বা জ্যেঠী), পিতৃস্বসা (পিসী)' শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) এবং পূর্ব্বজপত্নী (জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ) ইহারা মাতৃতুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হন। মাসী মাতৃতুল্য হওয়ায় স্বস্রীয় অর্থাৎ ভগিনীপুত্র মাসীর পুত্রতুল্য হইতেছে। সুতরাং মাসীর সম্পত্তিতে ভগিনীপুত্র অধিকারী হইবে, এইরূপে পূর্ব্বজপত্নীর ধনে দেবর অধিকারী হইবে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর যে যে ধনে অপ্রজা হইলে ভর্ত্তার অধিকার শেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই

বিশেষ ধনেই উক্ত বৃহস্পতিবচনবোধিতক্রমে সপ্রজা হইলে সপত্নী-পুত্রাদির ও অপ্রজা হইলে ভর্ত্তৃপর্য্যন্ত অধিকারীর পরে দেবরাদির অধিকার হইবে, বুঝা যাইতেছে। অতএব পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় সংজ্ঞক এই চারিপ্রকার স্ত্রীধনেই অপ্রজা অবস্থায় ভর্ত্তার অধিকার পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কথিত হওয়ায় কেবলমাত্র ঐ কয়েকটী ধনেই সপ্রজা অবস্থায় সপত্নীপুত্রাদির ও অপ্রজা অবস্থায় ভর্ত্তার পরে দেবরাদির অধিকার হইবে; স্ত্রীধন সামান্যে এইরূপ অধিকারী হইবে না, ইহা জীমূতবাহনের মত। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ—(যৌতক)—ধনের অপ্রজা অবস্থায় ভর্ত্তার অধিকার নির্দ্দিষ্ট থাকায় সেই স্থলে ভর্ত্তার অভাবে উক্ত বৃহস্পতি-বচনবোধিত সপত্নীপুত্রপ্রভৃতি অধিকারিগণের অধিকার জীমূতবাহন সম্মত হইতেছে, ইহা বলা চলে না। উহা বলিলে তাঁহারই স্বসন্দর্ভের 'ভর্ত্তৃপর্য্যন্তাভাবে' এই বাক্যস্থ 'পর্য্যন্ত' শব্দের বৈয়র্থ্য হয়। কারণ উক্ত যৌতক ধনের অপ্রজা অবস্থায় কেবলমাত্র ভর্ত্তারই অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, আর কাহারও অধিকার নাই; যদি বৃহস্পতিবচনের দ্বারা ঐ ধনের অধিকারিনির্দ্দেশ করা জীমূত-বাহনের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে 'ভর্ত্তৃপর্য্যন্তাভাবে' না বলিয়া "ভর্ত্তৃরভাবে" এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতেন। ইহা দায়ভাগকার ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৩৫ স্তবকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যথা "তদেষাং পুত্রাদীনাং ভ্রাত্রাদিভর্ত্তৃপর্য্যন্তানাঞ্চাভাবে" ইত্যাদি। (ক)

(ক) ইহার অর্থ তাহা হইলে এই পুত্রাদি সকল না থাকিলে ও ভ্রাতা হইতে ভর্ত্তৃপর্য্যন্তেরও অভাব হইলে দেবরাদির অধিকার হইবে ইহা সিদ্ধ হইল। এই সন্দর্ভে ভ্রাতা হইতে ভর্ত্তৃপর্য্যন্তের অভাব উল্লিখিত হওয়ায় পিতৃমাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয় ধনে মাত্র দেবরাদির অধিকার জীমূতবাহনের নিজ সন্দর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মাদিবিবাহপঞ্চককাললব্ধ অপ্রজানারীর ধনে ভর্ত্তার মাত্র অধিকার দেখিয়া ভর্ত্তৃপর্য্যন্তাভাবস্বীকারে সেই ধনেও দেবরাদির

CENTRAL LIBRARY

এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত পিতৃদত্তাদি চারিপ্রকার ধনে "সপত্নীপুত্রস্য চাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতা" গ্রন্থকার জীমূতবাহনের এই লেখা দেখিয়া টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় বলিয়াছেন, "সপত্নীপুত্রের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করা জীমূতবাহনের যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ দৌহিত্র মৃতা ধনস্বামিনীর উপদিষ্ট সন্তান, মৃতার নিজভোগ্যভর্ত্তৃপিণ্ডদাতৃত্ব দৌহিত্রের আছে, এজন্য তাহার অধিকার সপত্নীপুত্রের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত। এই উপকারকতার জন্য জীমূতবাহন (দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ১০ম স্তবকে) নিজেই বলিয়াছেন, "অতএব পূর্ব্বোক্ত দুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যৈব ধনাধিকারঃ"; ইহা বলিয়া বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার অগ্রে হইবে, ইহা প্রতিপাদন করায় ঐ উক্তির সহিত তাঁহার নিজের এই উক্তির বিরোধ ঘটিতেছে। অতএব দৌহিত্রের পরে সপত্নীপুত্রের অধিকার হইবে" (ক)। এই স্থলে আমার বিবেচনা হয়, তর্কালঙ্কার মহোদয়ের এই উক্তি সমীচীন হয় নাই; কেন তাহা বলিতেছি।

দায়ভাগকার জীমূতবাহন পূর্ব্বে সাধারণ স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ স্থলে উক্তপ্রকার অর্থাৎ পৌত্রের পরে দৌহিত্র তৎপরে

অধিকার বলিলে তাঁহার সন্দর্ভের সহিত বিরোধ হয়। উক্ত ধন ভিন্ন অন্য কোন ধনে দেবরাদির অধিকার জীমূতবাহন দেন নাই, ইহা স্পষ্টই প্রকাশমান থাকায় বিরোধ হয়।

(ক) "সপত্নীপুত্রস্যাভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারিতেত্যযুক্তমেতৎ। দৌহিত্রস্যোপদিষ্টপ্রজাত্বেন স্বভোগ্যভর্ত্তৃপিণ্ডদাতৃত্বেন চ প্রাগধিকারস্যৈবোচিতত্বাৎ। বন্ধ্যাবিধবাদুহিতৃসত্ত্বেঽপি প্রাগ্ দৌহিত্রাধিকারস্যোক্তত্বাৎ। অত্রৌরসপুত্রকন্যয়োরিত্যবিশেষিতকন্যাপদাৎ তদভাবে দৌহিত্রাধিকার ইতি স্বোক্তবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ সপত্নীপুত্র-বন্ধ্যা-বিধবাদুহিতৃণাং প্রাগেব যুক্তো দৌহিত্রাধিকার ইতি বোধ্যম্।" (দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩৩ স্তবকের তর্কালঙ্কারকৃতটীকা)।

CENTRAL LIBRARY

বন্ধ্যা বিধবা ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত পিতৃমাতৃদত্ত শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞিত বিশেষস্ত্রীধনে দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নী-পুত্রের অধিকারপ্রতিপাদক সন্দর্ভের কোন বিরোধই হইতেছে না, কারণ ঐ দুইটী স্থল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটী সাধারণ স্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণ-স্থল ও অপরটী পিতৃদত্তাদিসংজ্ঞিত চারি প্রকার বিশেষস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণের স্থল। যেখানে বচনবোধিত-পাঠক্রম-অনুসারে অধিকারীর ক্রম স্থিরীকৃত আছে, সেইখানে উপকারকতা দেখিয়া স্ত্রীধনের অধিকারিক্রম নির্ণীত হয় না বলিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচনের 'সুত' পদের দ্বারা সপত্নীপুত্রের উপস্থিতি হওয়ায় ঐ বচনে দৌহিত্রের পূর্ব্বে তাহার অধিকার শ্রুত থাকায় বচনের পাঠক্রম-অনুসারে সপত্নীপুত্রের পরে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঐস্থলে তর্কালঙ্কারমহোদয় গ্রন্থকার—যে ধনবিশেষে দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার দিয়াছেন তাহা সম্যক্ প্রণিধান করেন নাই, ইহা সুধীগণ বুঝিয়া দেখিবেন।

জীমূতবাহনের মতে
স্ত্রীধন দুই ভাগে বিভক্ত,

যথা—

(১) যৌতকধন (২) অযৌতক ধন

জীমূতবাহন সম্মত অধিকারিক্রম।

যৌতকধনের অধিকারিনির্ণয়।

(১) অবাগ্‌দত্তা কন্যা (২) বাগ্‌দত্তা কন্যা (৩) বিবাহিতা কন্যা (ক) (৪) পুত্র। (পুত্র পর্য্যন্তের অভাবেই অপ্রজস্ত্রীধন)

---

*(ক) এই যৌতকধনে বিবাহিতা-কন্যা-সকলের যুগপৎ অধিকার হইবে। অযৌতকধনের ন্যায় সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা এবং বন্ধ্যা ও অপুত্রা-

যৌতক অপ্রজ স্ত্রীধন

দুইভাগে বিভক্ত

যথা—

(১) ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধধন (২) আসুরাদিবিবাহত্রয়কাললব্ধ-ধন।

৫। ভর্ত্তা

৫। মাতা

৬। পিতা

ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধধনে ভর্ত্তার অধিকারের পর এবং আসুরাদিবিবাহত্রয়কাললব্ধধনে পিতার অধিকারের পর অন্য অধিকারীর বিধায়ক বচন না থাকায় ঐ দুই প্রকার ধনেই যৌতকত্ব-নিবন্ধন বিশেষত্ব থাকিতেছে না। এইজন্য উহা সাধারণ স্ত্রীধন হইতেছে। সুতরাং উক্ত দুই প্রকার ধনই প্রত্যেকে পিতৃমাতৃদত্তধন ও পিতৃমাতৃভিন্নব্যক্তিদত্তধনরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইবে। তাহার অধিকারিক্রম নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রাহ্মাদি-পঞ্চ-বিবাহকালে পিতৃমাতৃদত্ত-ধনে

৬। পৌত্র, ৭। সপত্নীপুত্র, ৮। দৌহিত্র, ৯। সপত্নীপৌত্র (ইহার পরে সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধন) ১০। ভ্রাতা ১১। মাতা ১২। পিতা ১৩। দেবর ১৪। স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ১৫। ভগিনীপুত্র

বিধবা-কন্যাত্বরূপে অধিকারগত ভেদ এস্থলে উল্লিখিত না হওয়ায় উহা হইবে না। সুতরাং সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা এবং বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা বিবাহিতা বলিয়া যুগপৎ অধিকারিণী হইবে। তবে একের অভাবে অন্যতরার অধিকার হইবে।

১৬। ভর্ত্তৃভাগিনেয় ১৭। ভ্রাতুষ্পুত্র ১৮। জামাতা ১৯। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত সপিণ্ডের আনন্তর্য্যক্রমে) ২০। সপত্নীপ্রপৌত্র ২১। সপত্নীদৌহিত্র ২২। শ্বশুর ২৩। ভ্রাতৃশ্বশুরাদি (সন্নিহিত সপিণ্ড-ক্রমে)।

ব্রাহ্মাদি-পঞ্চ-বিবাহকালে পিতৃমাতৃ-ভিন্নব্যক্তি-দত্তধনে

৬। পৌত্র ৭। দৌহিত্র (ইহার পরে সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধন) ৮। মাতা ৯। ভ্রাতা ১০। পিতা ১১। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত-সপিণ্ডের আনন্তর্য্যক্রমে) ১২। সপত্নীপুত্র ১৩। সপত্নীপৌত্র ১৪। সপত্নীপ্রপৌত্র ১৫। সপত্নীদৌহিত্র ১৬। শ্বশুর ১৭। স্বামীর ভ্রাতা। ১৮। স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি (সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে)।

আসুরাদিবিবাহত্রয়কালে পিতৃমাতৃদত্ত ধনে

৭। পৌত্র ৮। সপত্নীপুত্র ৯। দৌহিত্র ১০। সপত্নীপৌত্র (ইহার পরে সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধন) ১১। ভ্রাতা ১২। ভর্ত্তা ১৩। দেবর ১৪। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র ১৫। ভগিনীপুত্র ১৬। ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয় ১৭। ভ্রাতৃপুত্র ১৮। জামাতা ১৯। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত সপিণ্ডের আনন্তর্য্যক্রমে) ২০। সপত্নীপ্রপৌত্র ২১। সপত্নীদৌহিত্র ২২। শ্বশুর ২৩। ভ্রাতৃশ্বশুরাদি (সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে)

আসুরাদি-বিবাহত্রয়কালে পিতৃমাতৃভিন্নব্যক্তিদত্তধনে

৭। পৌত্র ৮। দৌহিত্র (ইহার পরে সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধন) ৯। ভর্ত্তা ১০। ভ্রাতা ১১। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত সপিণ্ডের

---

* যদিও দায়ভাগকার প্রপৌত্রের উল্লেখ করেন নাই তথাপি সকল স্থলে শ্বশুরের পূর্ব্বে প্রপৌত্রের অধিকারনির্দ্দেশের কারণ এই যে, তাঁহার মতে বচন-

CENTRAL LIBRARY

আনন্তর্য্যক্রমে) ১২। সপত্নীপুত্র ১৩। সপত্নীপৌত্র ১৫। সপত্নী-প্রপৌত্র ১৬। সপত্নীদৌহিত্র ১৭। শ্বশুর ১৮। স্বামীর ভ্রাতা ১৯। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্রাদি (সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে)।

অযৌতক-ধন

ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত

যথা—

১। কুমারীধন ২। পিতৃদত্তধন ৩। মাতৃদত্তধন ৪। শুল্কধন ৫। অন্বাধেয়ধন ৬। পুত্রদত্ত, অসম্বন্ধিদত্ত এবং শিল্পাদিদ্বারা স্বার্জ্জিত ধন প্রভৃতি।

কুমারী ধনের

অধিকারীক্রম

১। ভ্রাতা ২। মাতা ৩। পিতা—পিতার অভাবে পরবর্ত্তী অধিকারীর উল্লেখ না থাকায় সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে অধিকারী হইবে।

বোধিত না হইলেও সপিণ্ডানন্তর্য্যক্রমেই অধিকারক্রম হইবে, ইহা "যস্যাং পুনরেতেষামভাবে শ্বশুর-ভ্রাতৃশ্বশুরাদেঃ সপিণ্ডানন্তর্য্যকৃতো ধনাধিকারো বোদ্ধব্যঃ" (দায়ভাগ ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৩৯ স্তবক) এই সন্দর্ভের 'সপিণ্ডানন্তর্য্য' শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ স্থলে 'শ্বশুর' ও 'ভ্রাতৃশ্বশুর' শব্দ দুইটী কেবল প্রদর্শনার্থ। মুখ্য বক্তব্য হইতেছে সপিণ্ডের সন্নিধানক্রমই। কারণ শ্বশুর হইতে প্রপৌত্রের যে উপকারগত প্রধান্য আছে,তাহা "স্বেনভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুংক্তে স্বধাময়ম্। পিতামহী চ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী" এই বচনে প্রপিতামহীর ভোগ্যপিণ্ডদাতৃত্ব ও "লোকানন্ত্যংদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকৈঃ" ইত্যাদি নানা বচনে স্বর্গবিশেষপ্রাপকত্ব প্রতিপাদিত আছে, অধিকন্তু উহা নিজের সন্তান-ধারা হইতেছে। আর সপত্নীপ্রপৌত্রের ভর্ত্তৃগত ঐরূপ উপকারকতার জন্য প্রাধান্য আছে।

এই ধন বাগ্‌দত্তাকে বরপক্ষীয়গণ যাহা দিয়া থাকেন, তাহা "স্বঞ্চ শুল্কং বোঢ়া" এই গৌতমবচন থাকায় বর গ্রহণ করিবে জীমূতবাহন কিন্তু ইহার উল্লেখ করেন নাই। যুক্তি বলে ইহা কল্পিত হইল।

পিতৃদত্ত-মাতৃদত্ত-শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞক স্ত্রীধনে

১। অদত্তাকন্যা ও পুত্র (যুগপৎ অধিকারী, একের অভাবে অন্যতর অধিকারী) [এস্থলে পিতৃদত্তধনে বিশেষ এই যে ১। অদত্তা কন্যা, তাহার অভাবে পুত্র অধিকারী] ২। সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ৩। পৌত্র ৪। সপত্নীপুত্র ৫। দৌহিত্র ৬। সপত্নীপৌত্র ৭। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ইহার পরে অপ্রজ-স্ত্রীধন ৮। ভ্রাতা ৯। মাতা ১০। পিতা ১১। ভর্ত্তা ১২। দেবর ১৩। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র ১৪। ভগিনীপুত্র ১৫। ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয় ১৬। ভাতৃপুত্র ১৭। জামাতা ১৮। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে) ১৯। সপত্নীপ্রপৌত্র ২০। সপত্নীদৌহিত্র ২১। শ্বশুর ২২। ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সপিণ্ড-সকুল্য-সমানোদক প্রভৃতি সান্নিধ্যক্রমে অধিকারী।

CENTRAL LIBRARY

পুত্রদত্ত, অসম্বন্ধি-দত্ত ও শিল্পাদি দ্বারা নিজের অর্জ্জিত ধনে

১। অদত্তা কন্যা ও পুত্র (যুগপৎ অধিকারী, একের অভাবে অন্যতর) ২। সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ৩। পৌত্র ৪। দৌহিত্র ৫। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন। ৬। ভর্ত্তা। ৭। মাতা ৮। ভ্রাতা ৯। পিতা ১০। প্রপৌত্র * (সন্নিহিত সপিণ্ডক্রমে) ১১। সপত্নীপুত্র ১২। সপত্নীপৌত্র ১৩। সপত্নীপ্রপৌত্র ১৪। সপত্নীদৌহিত্র ১৫। শ্বশুর ১৬। স্বামীর ভ্রাতা ১৭। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্রাদি (সন্নিহিত সপিণ্ড-সকুল্য-সমানোদকাদিক্রমে)—

এই পর্য্যন্ত দায়ভাগকার জীমূতবাহন-সম্মত অধিকারিগণের সহিত ক্রমের তালিকা দেখাইলাম।

স্মার্ত্ত প্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্বে

ঐ সকল বচনের অবলম্বনে অধিকারিক্রমের নির্ণয় করিয়াছেন, এইজন্য বহু-স্থানে উভয় মতের সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে জীমূতবাহনের লিখিত ক্রমাদির অতিরিক্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

রঘুনন্দনকৃত দায়তত্ত্ব বা দায়ভাগতত্ত্ব একই গ্রন্থ, কোথাও দায়তত্ত্ব, কোথাও বা দায়ভাগতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে। এস্থলে দায়তত্ত্ব নামই ব্যবহৃত হইল।

রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বে সাধারণ স্ত্রীধনে দৌহিত্রের অধিকারের পরে মৃতা ধনস্বামিনীর ভোগ্য-পিণ্ডদানরূপ-উপকার করে বলিয়া (পুংধনের ন্যায়) প্রপৌত্রের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীমূত-বাহনের মতে বচনে উহার উল্লেখ না থাকায় তাহা হইবে না।

আর পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত অযৌতক অপ্রজানারীর ধনে কেবলমাত্র ভ্রাতার অধিকার বলা আছে। দায়ভাগের ন্যায় ভ্রাতার পরে মাতৃপ্রভৃতির অধিকারের নির্দ্দেশ নাই।

রঘুনন্দন যৌতকধনে দায়ভাগকারের ন্যায় অবাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দত্তা এবং বিবাহিতা কন্যার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের অভাবে যে পুত্রের অধিকারপ্রতিপাদক "দুহিতৃণামভাবে তু ঋক্‌থম্ পুত্রেষু তদ্ ভবেৎ" ইত্যাদি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জীমূত বাহন দায়ভাগে (৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ১৩ স্তবকে) কাত্যায়নের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দায়তত্ত্বে তাহাকে মনুবচন বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। ইহার পরে (যৌতক ধন-প্রকরণেই) তিনি পৌত্রাদির অধিকারবোধক কোন বচনের উল্লেখ না করিয়াই লিখিয়াছেন যে "পুত্রাদ্যভাবে তু ব্রাহ্মাদি-পঞ্চ-বিবাহকালীনং স্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ, আসুরাদিত্রয়বিবাহকালীনন্তু মাতুস্তদ-ভাবে পিতুঃ" ইহার অর্থ-পুত্রাদির অভাব হইলে ব্রাহ্মাদি-পঞ্চ-বিবাহ-কাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে ভর্ত্তার এবং আসুরাদি-বিবাহত্রয়-কাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে অগ্রে মাতার, পরে পিতার অধিকার। রঘুনন্দনের দায়তত্ত্বোক্ত এই সন্দর্ভে 'পুত্রাদির অভাব' ইহা উক্ত থাকায় ঐ 'আদি' শব্দদ্বারা যৌতকধনেও যেন অযৌতকধনে উল্লিখিত পৌত্রপ্রভৃতির অধিকার হইবে, ইহাই তাঁহার মত বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর আরও মতভেদ দেখাইতেছি—

রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ও "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনদ্বয়ের উপন্যাস করিয়া দায়ভাগকারের ন্যায় হেতুপ্রদর্শন করতঃ উক্ত বৃহস্পতিবচনের 'সুত'-পদের ও 'ঔরস'-পদের দায়ভাগকারপ্রদর্শিত অর্থ-গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "প্রাগুক্তানুসারেণ দৌহিত্রপর্য্যন্তানন্তরমেব সপত্নীপুত্র-

তৎপুত্রয়োরধিকারঃ। ন তু প্রাগুক্তভর্ত্রাদিপিতৃপর্য্যন্তাভাবেঽপি" ইহার অর্থ—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে সেই অনুসারে দৌহিত্রপর্য্যন্ত-অধিকারীর পরেই সপত্নীপুত্র এবং তাহার পুত্রের (সপত্নীপৌত্রের) অধিকার হইবে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে যে ভর্ত্রাদিপিতৃপর্য্যন্ত অধিকারীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের অভাব ঘটিলে ঐ সপত্নীপুত্র ও তৎপুত্রের অধিকার হইবে,তাহা নহে।

ইহার দ্বারা দায়ভাগের মতের সহিত রঘুনন্দনকৃতদায়তত্ত্বের মতের প্রভেদ হইল এই যে, দায়ভাগকার জীমূতবাহন দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দায়তত্ত্বে দৌহিত্রের পরে সপত্নীপুত্রের অধিকার বলা হইয়াছে। আর দায়তত্ত্বের উল্লিখিত 'প্রাগুক্তানুসারেণ' এই কথা হইতে অযৌতক-ধনসামান্যেই পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচনবোধিত সপত্নীপুত্রাদির অধিকার-কল্পনা হইতেছে এবং যৌতক প্রকরণে পূর্ব্বপ্রদর্শিত সন্দর্ভের "পুত্রাদ্যভাবে তু" এই বাক্যের 'আদি' শব্দ হইতে বচন না থাকিলেও পৌত্রাদির অধিকার-কল্পনা করায় উহার সহিত যৌতক ধনের তুল্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা তাৎপর্য্যতঃ প্রতীত হইতেছে, সুতরাং রঘুনন্দনের মতে যৌতক ও অযৌতক উভয় প্রকার ধনেই পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচনবোধিত সপত্নীপুত্রাদির অধিকার হইবে। কারণ উক্ত বৃহস্পতিবচন যৌতকধনের বা অযৌতক ধনের অধিকারিনিরূপক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই, তথাপি যদি উহা ধনবিশেষপর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে বচনের অকারণ সঙ্কোচদোষ স্বীকার করিতে হয়। রঘুনন্দনের এই সকল বিভিন্ন মত দায়তত্ত্বোক্ত সন্দর্ভ হইতে বুঝা যায়।

কিন্তু জীমূতবাহন (দায়ভাগের ৪র্থ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ ১৬ স্তবকে) ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যার ও তাদৃশ দৌহিত্রের সপত্নীমাতার পিতৃদত্ত স্ত্রীধনবিশেষে অধিকার দেখিয়া বৃহস্পতিবচনস্থ "সুত" পদ হইতে প্রাপ্ত সপত্নীপুত্রেরও পিতৃদত্ত স্ত্রীধনে অধিকার

CENTRAL LIBRARY

দিয়াছেন। কারণ ব্রাহ্মণী কন্যা স্বপুত্রদ্বারা পিত্রাদির পিণ্ডদান করে বলিয়া অধিকারিণী,তাদৃশ দৌহিত্রও মাতামহাদির পিণ্ডদাতৃত্বনিবন্ধন মাতামহীসপত্নীর পিতৃদত্ত-ধনের অধিকারী, ইহা "স্ত্রিয়াস্তু যৎ" ইত্যাদি মনুবচন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পিণ্ডদাতৃত্ব সপত্নীপুত্রেরও আছে বলিয়া সপত্নীমাতার পিতৃদত্ত-স্ত্রীধনেই অধিকার কল্পনা করা ঋষিবাক্যমাত্র-অবলম্বনে নিবন্ধরচয়িতা জীমূত-বাহনের যুক্তিযুক্তই হইয়াছে এবং একত্রদৃষ্টন্যায়ে পিতৃদত্ত ধনের সাহচর্য্যনিবন্ধন মাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞক ধনেও সপত্নী-পুত্রাদির অধিকার কল্পনা করিয়া ইহাদের অভাবে ভগিনীপুত্রাদির দেবরাদিক্রমে অধিকারের কথা উল্লিখিত হওয়ায় তাহাদের অধিকারও ঐ সকল স্ত্রীধনেই হইবে, অন্যধনে নহে, ইহাই জীমূতবাহনের গূঢ় অভিপ্রায় বলিয়া আমার মনে হয়।

এই স্থলে সহজে অবগতির জন্য ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত করিতেছি এই যে, জীমূতবাহন "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি ও "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনদ্বয়ের পিতৃমাতৃদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞকস্ত্রীধনে অধিকারীর নিয়ামকতা বলিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কুমারীধনভিন্ন যৌতক অযৌতক স্ত্রীধন সামান্যই উক্ত বচনদ্বয়ের বিষয়, ইহা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কার মহোদয়ও সেই পথের অনুবর্ত্তী। আসাম প্রদেশীয় পণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কুমারীধন ও যৌতকধন ভিন্ন স্ত্রীধন সামান্যে উক্ত বচনদ্বয়ের অধিকারজ্ঞাপকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ বচনদ্বয়পর্য্যালোচনা করিলে প্রথমে মনে হয়, কুমারীধন-ভিন্ন অযৌতকধনসামান্যেই উহার বিধায়কত্ব স্বীকার করা উচিত। কারণ ঐ বচনস্থ 'ঔরস'পদ কন্যা পুত্র উভয়েরই বোধক। (ইহা উক্ত সকল নিবন্ধকারগণও স্বীকার করিয়াছেন)। যেহেতু ঔরস-শব্দ পুংলিঙ্গ, অতএব উহা হইতে প্রথমে পুত্রের প্রতীতি হইতেছে, পরে অন্য বচনের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন পুত্রের ন্যায় কন্যারও

CENTRAL LIBRARY

শুক্রশোণিতসম্বন্ধ তুল্য হওয়ায় ঐ 'ঔরস' পদ হইতে কন্যার উপস্থিতি হইতেছে। তাহা হইলে এক 'ঔরস' পদ হইতে যৌগপদ্যে উভয়ের উপস্থিতি হওয়ায় উভয়ের অধিকারও যুগপৎ হইবে, ইহা জানা যাইতেছে। অথবা ঔরসপদে পুংলিঙ্গের উল্লেখ থাকায় প্রথমে পুত্রের উপস্থিতি, পরে শুক্রশোণিত সম্বন্ধের তুল্যতা-নিবন্ধন কল্পনাবলে কন্যার উপস্থিতি হওয়ায়—যেমন পিতামাতার অধিকারস্থলে 'পিত্রোঃ' এই পদের পিতৃপ্রাতিপদিক হইতে প্রথমে পিতার উপস্থিতি, আর একক পিতাতে দ্বিবচনের উপপত্তি হয় না বলিয়া পরে মাতার উপস্থিতি হওয়ায় প্রথমে পিতার পরে মাতার অধিকারের কথা বলা আছে, সেইরূপ প্রথমে পুত্রের অধিকার, পরে কন্যার অধিকার হইবে, এইরূপ ক্রমাধিকারের জ্ঞাপক বলিলেও উক্ত বচনদ্বয় অযৌতকধনেই অধিকারবোধক, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কারণ ঐ ধনেই অদত্তা কন্যার ও পুত্রের যুগপৎ অধিকার আছে। আর পক্ষান্তর-স্বীকারেও ঐধনেই পুত্রের অভাবে দত্তা কন্যার অধিকার প্রমাণদ্বারা সকল নিবন্ধকারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ঔরসপদদ্বারা কন্যার উপস্থিতি হইলেও উহাতে পুংলিঙ্গ থাকায় প্রথমে কন্যার উপস্থিতি—স্বীকার করিয়া প্রথমেই তাহার অধিকারের কথা বলা যায় না। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে ধনে ঐ পুত্রকন্যাদিরূপ অধিকারীর অভাব ঘটিলে 'স্বস্রীয়াদ্যাঃ' এই শব্দদ্বারা ভগিনীপুত্রাদির অধিকারিতা বলা আছে, সেই ধনেই উহাদের অধিকার হইবে, অন্যধনে নহে, ইহা "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব অযৌতকধনেই ভগিনীপুত্রাদির অধিকার বলা উচিত।

আর "সুত"পদের সার্থক্যরক্ষার জন্য সপত্নীপুত্ররূপ অর্থ উক্ত সকল নিবন্ধকারেরাই করিয়াছেন। এইজন্য অযৌতকধনে সপত্নী-পুত্রেরও অধিকার উক্ত বৃহস্পতিবচন হইতে পাওয়া যাইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

এইজন্য মনে হয়, পীতাম্বরসিদ্ধান্তবাগীশ ঐ বচন দ্বারা অযৌতক-ধনেই সপত্নীপুত্রাদির ও তাহাদের অভাবে ভগিনীপুত্রাদির অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে জীমূতবাহন যে "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ ভবেদ্ বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন" ইত্যাদিবচনভিন্ন সপত্নীমাতার ধনে অধিকারজ্ঞাপক অন্য কোন বচন না দেখিয়া এবং ঐ বচনে পিতৃদত্তধনে ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যার ও তাদৃশ সপত্নীদৌহিত্রের অধিকার দেখিয়া পিতৃদত্তধনেই সপত্নীপুত্রের উক্ত-সপত্নীদৌহিত্রের ন্যায় পিণ্ডদাতৃত্বাদি থাকায় পরন্তু জন্মদ্বারা সপত্নীমাতার অলোকতা-পরিহারক বলিয়া অধিক উপকারক হওয়ায় সপত্নীমাতার পিতৃদত্ত-ধনে এবং তাহার সাহচর্য্যনিবন্ধন মাতৃদত্ত শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞক ধনে তাহার অধিকার দিয়াছেন, তাহাই পরিশেষে ভাল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অতএব জীমূতবাহনের এই কল্পনাই মীমাংসকের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক এবং সেই সেই ধনেই তাহাদের অভাবে ভগিনীপুত্রাদির অধিকারনির্দ্দেশ আর্ষাভিপ্রায়সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

আরও বক্তব্য এই যে দায়তত্ত্বে স্ত্রীধনাধিকারিনিরূপণের প্রথমেই যে অযৌতকধনে কন্যাপুত্রের অধিকারবোধক "সামান্যং পুত্রকন্যানাম্ মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ। অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা" এই দেবলবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই বচনের শেষার্দ্ধকে যৌতক ও অযৌতক উভয়ধনে পূর্ব্বোক্ত "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা তৎ সুতো বা" ইত্যাদি বৃহস্পতি-বচনোক্ত সমুচ্চয়ার্থক 'বা' শব্দদ্বারা উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ "অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা" এই অংশ-দ্বারা ভর্ত্রাদি পিতৃপর্য্যন্ত অধিকারীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে দায়ভাগকারের যৌতক ও অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে যে অধিকারিভেদ আছে, রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য সেই অধিকারিভেদ-

CENTRAL LIBRARY

ত্যাগ করিয়া উভয় ধনেই একপ্রকার অধিকারী বলিয়াছেন। ইহার ফলে অযৌতকধনের অপ্রজাবস্থার অধিকারীর ন্যায় ব্রাহ্মাদি-পঞ্চবিবাহকাললব্ধ-(যৌতক)-ধনেও অপ্রজাবস্থায় ভর্ত্তার অগ্রে অধিকার বচনান্তর হইতে নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহার পরবর্ত্তী অধিকারীর ক্রম ঐ দেবলবচনার্দ্ধদ্বারা মাতা ভ্রাতা ও পিতা এই ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু আসুরাদি বিবাহকাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে অপ্রজাবস্থায় ভর্ত্তার অধিকার বচনান্তর হইতে প্রাপ্ত না হওয়ায় ঐ ভর্ত্রাদির অধিকারবোধক দেবলবচন হইতে অধিকারিনিরূপণ করিতে না পারায় সেইস্থলে মাতা ও পিতার অধিকারের পর রঘুনন্দন ভট্টচার্য্য কোন অধিকারীর নির্দ্দেশ করেন নাই। আর পিতৃমাতৃদত্ত অপ্রজস্ত্রীর অযৌতক ধনে বৃদ্ধকাত্যায়নবচনদ্বারা কেবল মাত্র ভ্রাতার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে ভ্রাতার পরে কোন অধিকারীর উল্লেখ করা নাই।

আরও দেখা যায় যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জীমূতবাহনের উল্লিখিত শুল্ক ও অন্বাধেয়সংজ্ঞক স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল "প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্‌বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ। ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্" এই সাধারণ স্ত্রীধননির্ণায়ক বাক্যদ্বারা সামান্যতঃ স্ত্রীধনের নির্ণয় করিয়া অধিকারিনিরূপণ করিয়াছেন, কোন সংজ্ঞাবিশেষের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে ঐ দুইটী ধনেও সাধারণ স্ত্রীধনের অধিকারীর ক্রম হইবে, ইহাও তাঁহার মত বলিয়া মনে হয়।

আর দায়ভাগে ব্যভিচারিণী নারীর ধনের কোন কথাই উক্ত নাই; কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্বে "অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী। ব্যভিচাররতা যা চ স্ত্রীধনং ন চ সার্হতি" এই প্রমাণের উল্লেখ করিয়া ব্যভিচারিণী নারীর স্ত্রীধনে স্বত্ব থাকে না, ইহা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন; ইহাও দায়ভাগ হইতে বিশেষ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত দায়তত্ত্বোক্ত স্ত্রীধন দুই ভাগে বিভক্ত

১। যৌতক ২। অযৌতক

যৌতকধনের অধিকারিক্রম ১। অবাগ্‌দত্তা কন্যা ২। বাগ্‌-দত্তাকন্যা ৩। বিবাহিতা কন্যা ৪। পুত্র ৫। পৌত্র ৬। দৌহিত্র ৭। সপত্নীপুত্র ৮। সপত্নীপৌত্র ৯। প্রপৌত্র (নিজের)

[ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন]

ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে উক্ত প্রপৌত্র পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে ১০। ভর্ত্তা ১১। মাতা ১২। ভ্রাতা ১৩। পিতা।

আসুরাদি বিবাহত্রয়কাললব্ধ যৌতকধনে ১০। মাতা ১১। পিতা

পূর্ব্বোক্ত অযৌতকধন চারিভাগে বিভক্ত—কুমারীধন, পিতৃদত্ত-ধন, মাতৃদত্তধন এবং পূর্ব্বোক্তভিন্ন সাধারণ ধন। ইহাদের প্রত্যেকের অধিকারিক্রম নিম্নে লিখিত হইল।

অযৌতক কুমারীধনের অধিকারিক্রম—পূর্ব্বে জীমূতবাহনের নিজের মত বলিয়া যে অধিকারীর তালিকা দেখান হইয়াছে, তাহার তুল্য। অর্থাৎ ভ্রাতা, মাতা, পিতা ইহারা মাত্র ক্রমে অধিকারী হইবেন।

অযৌতক পিতৃদত্তধনের অধিকারিক্রম ১। অদত্তাকন্যা ২। পুত্র ৩। সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা (যুগপদধিকারিণী) ৪। পৌত্র ৫। দৌহিত্র ৬। সপত্নীপুত্র ৭। সপত্নীপৌত্র ৮। প্রপৌত্র (নিজের) ৯। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (নিজের) [ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন] ১০। ভ্রাতা ইহার পরে অন্য কোন অধিকারীর উল্লেখ করেন নাই।

অযৌতক মাতৃদত্তধনের অধিকারিক্রম ১। অদত্তা কন্যা ও পুত্র (যুগপদধিকারী) ইহার পরে পৌত্র, দৌহিত্রাদিক্রমে অধিকারী পূর্ব্বোক্ত পিতৃদত্তধনের অধিকারিক্রমের তুল্য।

CENTRAL LIBRARY

কুমারীধন, পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্তধনভিন্ন সাধারণ অযৌতকধনের অধিকারিক্রম ১। অদত্তাকন্যা ও পুত্র (ইহাদের যুগপদধিকার, একের অভাবে অন্যতরের) ২। সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা (ইহাদের যুগপদধিকার, একের অভাবে অন্যতরার) ৩। পৌত্র ৪। দৌহিত্র ৫। সপত্নী পুত্র ৬। সপত্নীপৌত্র [রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ দৌহিত্রের পরে প্রপৌত্রের অধিকার হইবে বলিয়া পরে "দৌহিত্রানন্তরমেব সপত্নীপুত্রতৎপুত্রয়োরধিকারঃ" ইহা বলিয়াছেন। এই সন্দর্ভের 'এব'কার দ্বারা দৌহিত্রের অব্যবহিত পরেই সপত্নী-পুত্র ও সপত্নীপৌত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করাই তাঁহার মত বুঝিয়া এই ক্রম লিখিত হইল] ৭। প্রপৌত্র ৮। বন্ধ্যা ও অপুত্রা-বিধবা কন্যা (ইহাদের যুগপদধিকার, একের অভাবে অন্যতরার) (ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন) ৯। ভর্ত্তা ১০। মাতা ১১। ভ্রাতা ১২। পিতা, ইহার পরে বৃহস্পতিবচনানুসারে দেবরাদির অধিকার দায়ভাগোক্ত যুক্তির বলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিশেষ বিশেষ স্ত্রীধনে বিশেষভাবে যে সকল অধিকারিক্রমের যে পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিলাম। ইহার পরবর্ত্তী অধিকারিক্রম ঐ ধনের স্ত্রীধনত্ব থাকায় দায়ভাগের অধিকারিক্রম-নির্দ্দেশকালে যে যুক্তির বলে উহার পারম্পর্য্য-কল্পনার কথা লিখিয়াছি এস্থলেও সেই যুক্তির অবলম্বনে অধিকারিক্রম কল্পনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয়, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের যে টীকা করিয়াছেন, তাহা দায়ভাগের প্রচলিত সকল টীকার শেষে রচিত হইয়াছে। ইনিও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ন্যায় স্ত্রীধনের সংজ্ঞা-ভেদে অধিকারিভেদের ব্যবস্থা করেন নাই। তর্কালঙ্কার মহোদয়ের "দায়ক্রমসংগ্রহ" পুস্তিকায় দৃষ্ট হয় যে, তিনি যৌতক ও অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধনসামান্যেই ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহে বিবাহিতস্ত্রীভেদে ও আসুরাদিবিবাহত্রয়বিবাহিতস্ত্রীভেদে অধিকারিনিরূপণ করিয়াছেন

CENTRAL LIBRARY

এবং যৌতক সপ্রজস্ত্রীধনে ও অযৌতক পিতৃদত্ত সপ্রজস্ত্রীধনে একরূপ এবং পিতৃদত্ত-ভিন্ন অযৌতক সপ্রজস্ত্রীধনে অন্যরূপ অধিকারিনির্ণয় করিয়াছেন। পিতৃদত্তধন অযৌতক হইলেও উহার অধিকারিক্রম যৌতকের তুল্য বলায় দায়ভাগোক্ত ক্রম ও দায়-তত্ত্বোক্ত ক্রম হইতে ইহার ক্রম ভিন্ন হইয়াছে।

তর্কালঙ্কার মহোদয়, "মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি এবং "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বৃহস্পতিবচনদ্বয়ে যৌতক বা অযৌতক ধনবিশেষের উল্লেখ না থাকায় রঘুনন্দনপ্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিয়া উক্ত বৃহস্পতিবচনদ্বারা যৌতক ও অযৌতক উভয়প্রকার অপ্রজস্ত্রীধরণেরই অধিকারিনিরূপণ করিয়াছেন এবং তিনি সকল স্ত্রীধনেই রঘুনন্দনের ন্যায় প্রপৌত্র ও সপত্নী-পুত্র ও পৌত্রের অধিকার বলিয়া সপত্নী-পৌত্রের অভাবে সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকার, এই অতিরিক্ত কল্পনা করিয়াছেন।

আরও তিনি পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিব্যবস্থা যৌতক ধনের ন্যায় হইবে ইহা বলিয়া দায়ভাগকারের ও রঘুনন্দনের মতের পিতৃদত্ত অযৌতকধনের অধিকারিনিরূপণের ব্যবস্থা হইতে অধিকারিগত বহু ভেদ ঘটাইয়াছেন। রঘুনন্দনকৃত দায়তত্ত্বে দৌহিত্রের পরেই সপত্নী পুত্র ও সপত্নী-পৌত্রের অধিকার যাহা নির্দ্দেশ করা আছে, তর্কালঙ্কার মহোদয় তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া কন্যা-পুত্রের বাধ্যবাধকতা অনুসারে তাহাদের পুত্রে (দৌহিত্রে ও পৌত্রে) বাধ্যবাধকতামূলক কল্পিত যুক্তির বলে পুত্রের পরেই যৌতক সপ্রজস্ত্রীধনে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পৌত্র ও প্রপৌত্র এবং সপত্নী-পুত্রাদির ক্রমে অধিকার বলিয়াছেন।

আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষ কথা এই যে তর্কালঙ্কার মহোদয় অপ্রজস্ত্রীধনসামান্যের অধিকারিক্রমনির্ণয়বিষয়ে দায়-ভাগকার জীমূতবাহনের মতের বা রঘুনন্দনের মতের অনুবর্ত্তী না

হইয়া ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা ও পিতার এবং আসুরাদিবিবাহত্রয়কাললব্ধ-(যৌতক)-ধনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভর্ত্তার ক্রমে অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন এবং "বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব চ" ইত্যাদি ও "ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণাম্" ইত্যাদি ও "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনাম্" ইত্যাদি বচন বন্ধুদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় ঐ সকল ধনবিশেষের অধিকারিজ্ঞাপক হইলেও ঐ বচনোক্ত ধনবিশেষের অধিকারি-বোধকতাকে উপেক্ষা করিয়া ঐ সকল বচনকেই যৌতক অপ্রজ-স্ত্রীধনের অধিকারিনির্ণয়ে প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন।

আরও দেখাইতেছি যে, জীমূতবাহনকৃতদায়ভাগে স্ত্রীধনাধি-কারিনিরূপণের প্রথমেই "সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াম্। অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা" এই দেবলবচনের দ্বারা পুত্র ও কন্যার যুগপৎ অধিকার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পরে অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণস্থলে উক্ত দেবলবচনের উল্লেখ না থাকিলেও যৌতকধন, কুমারীধন, পিতৃ-মাতৃদত্তধন, শুল্কধন ও অন্বাধেয়-সংজ্ঞক বিশেষধনের অধিকারি-নিরূপণ করা থাকায় ফলবলে ঐ দেবলবচনের শেষার্দ্ধদ্বারা উক্ত বিশেষ ধন ভিন্ন অপ্রজা নারীর ধনে অধিকারিজ্ঞাপন প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহোদয় তৎকৃত "দায়ক্রমসংগ্রহে"র অযৌতকধনে কন্যা পুত্রের যুগপৎ অধিকারের সাধকরূপে ঐ দেবল-বচনটী উপন্যস্ত করিয়াও অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিনিরূপণস্থলে ঐ দেবলবচনের পরার্দ্ধ হইতে প্রাপ্ত ক্রমের কোন সমাধানও করেন নাই বা উহার উল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই। ইহাতে তর্কালঙ্কার মহোদয়ের আলোচনার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে।

আরও "ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত বচনে কালবোধক সপ্তমীবিভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মাদি ও আসুরাদি-পদ

CENTRAL LIBRARY

হইতে ব্রাহ্মাদি ও আসুরাদি-বিবাহকালে লব্ধ-(যৌতক)-ধনের ব্রাহ্মাদি ও আসুরাদি বিবাহে বিবাহিতা নারীর ধনরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া যৌতক ও অযৌতক উভয়প্রকার স্ত্রীধনের অপ্রজা-অবস্থায় অধিকারি-ব্যবস্থা একরূপ করায় দায়ভাগকারের ও রঘুনন্দনের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত লিখিয়াছেন। ইহার দ্বারা দায়ভাগকার মিতাক্ষরাধৃত যে বিরুদ্ধমত যুক্তিযুক্তভাবে খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে রঘুনন্দনও দায়ভাগকারমতের সহিত একমত, সেই প্রমাণসিদ্ধ জীমূতবাহনের ও রঘুনন্দনের মতের বিরুদ্ধমতই প্রমাণ বা যুক্তি না দেখাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে তর্কালঙ্কারকৃত 'দায়ক্রমসংগ্রহ' পুস্তিকা আলোচনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাই উপরে লিখিত হইল। এক্ষণে তাঁহার কৃত দায়ভাগের টীকায় উক্ত "দায়ক্রমসংগ্রহ" পুস্তিকা হইতে যেটুকু বিশেষ মত পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিতেছি।

তর্কালঙ্কার দায়ভাগের টীকায় অধিকারিক্রমতালিকায় পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম দেখাইবার সময় জীমূতবাহনের ন্যায় কেবল অদত্তা কন্যা ও পুত্রের ক্রমে অধিকার, (যুগপৎ অধিকার নহে) ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'দায়ক্রমসংগ্রহে' ঐ স্থলে সর্ব্ববিধ কন্যার পরে পুত্রাদির অধিকার যৌতকধনের তুল্য বলা আছে, এইরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

কুমারী ধনে অধিকারী সকলের তুল্য হওয়ায় পৃথক উল্লেখ করিলাম না। তবে বাগ্‌দান করার পরে বরদত্ত ধনে বর অধিকারী, এবং অনেককে বাগ্‌দান করিলে অনেকেই যদি কন্যাকে অর্থাদি দেয়, পরে একের সহিত বিবাহ হইলে অন্যবরেরা তাহাদের দত্ত ধন ফিরিয়া লইবে, ইহা দায়ভাগ হইতে অধিক লেখা থাকায় ইহাও বিশেষ হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকৃত দায়ক্রমসংগ্রহোক্ত স্ত্রীধনের অধিকারি-নির্ণয়।

তর্কালঙ্কারমতে স্ত্রীধন তিনভাগে বিভক্ত

যথা,

১। যৌতক ২। পিতৃদত্ত অযৌতক ৩। পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতক।

তর্কালঙ্কার মহোদয় পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া দায়ক্রমসংগ্রহে লিখিয়াছেন—"বিবাহকালে তৎপূর্ব্বাপরকালে (ক) বা স্ত্রিয়ৈ যদ্‌ধনং পিত্রা দত্তং তত্র প্রথমং কুমারী, তদভাবে উঢ়া পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রা চ অনন্তরং বন্ধ্যাবিধবয়োঃ, সর্ব্বদুহিত্রভাবে পুত্রাদের্যৌতকধনবৎ" এই সন্দর্ভ-দ্বারা পিতৃদত্ত অযৌতকধনের অধিকারিনির্ণয় যৌতকধনের তুল্য হইবে, ইহা বলায় যৌতক ও পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারি-ক্রম তাঁহার মতে একই, সুতরাং এস্থলে ঐ দুই প্রকার ধনের অধিকারিক্রম এক সঙ্গে লিখিত হইল। যথা—

যৌতকধন ও পিতৃদত্ত অযৌতকধনের অধিকারিক্রম

১। অবাগ্‌দত্তা কুমারী ২। বাগ্‌দত্তা কুমারী। ৩। বিবাহিতা কন্যা (পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ৪। বন্ধ্যা ও অপুত্রাবিধবাকন্যা (যুগপৎ-

---

(ক) এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বক্তব্য বিবেচনায় বলিতেছি। গোলাপশাস্ত্রীর "হিন্দুল" গ্রন্থে যে, বিবাহের-উৎসব আরম্ভ হইতে ঐ উৎসব সমাপন কাল পর্য্যন্ত কন্যা যে ধন লাভ করে তাহাই যৌতক ধন হইবে, এই পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় তাহা লিখিত আছে। আমার মনে হয়, তর্কালঙ্কার মহোদয়ের "বিবাহ কালে তৎপূর্ব্বাপরকালে বা" এই সন্দর্ভ হইতেই উহা কল্পিত হইয়াছে। উক্তসন্দর্ভের ঐরূপ অর্থ করিলে ঋষিবাক্যের সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য হয়।

CENTRAL LIBRARY

অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা)। ৫। পুত্র ৬। দৌহিত্র ৭। পৌত্র ৮। প্রপৌত্র ৯। সপত্নীপুত্র ১০। সপত্নীপৌত্র ১১। সপত্নী-প্রপৌত্র

[ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন]।

এই অপ্রজস্ত্রীধন বিষয়ে ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ ধনে এবং অযৌতক-স্থলে উক্ত-বিবাহে বিবাহিতার ধনে ১২। ভর্ত্তা ১৩। ভ্রাতা ১৪। মাতা ১৫। পিতা, ইহার পরে দেবর প্রভৃতি অধিকারী।

আসুরাদি বিবাহত্রয়কাললব্ধধনে এবং অযৌতকস্থলে উক্ত-বিবাহে বিবাহিতার ধনে ১২। মাতা ১৩। পিতা ১৪। ভ্রাতা ১৫। ভর্ত্তা, ইহার পরে দেবর প্রভৃতি অধিকারী।

পিতৃদত্ত ভিন্ন অযৌতকধনের অধিকারিক্রম

১। অদত্তাকন্যা ও পুত্র (যুগপৎ অধিকারী, একের অভাবে অন্যতর) ২। বিবাহিতা কন্যা (পুত্রবতী কন্যা ও সম্ভাবিত-পুত্রা কন্যার অধিকার, একের অভাবে অন্যতরার) ৩। পৌত্র ৪। দৌহিত্র ৫। প্রপৌত্র ৬। সপত্নীপুত্র ৭। সপত্নীপৌত্র ৮। সপত্নীপ্রপৌত্র ৯। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) [ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন হইতেছে। এই অপ্রজস্ত্রীধনের অধিকারিক্রম পূর্ব্বোক্ত যৌতকধনের অধিকারিক্রমের তুল্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতার ধনে ভর্ত্তা প্রভৃতির ও আসুরাদি বিবাহে বিবাহিতার ধনে মাতা প্রভৃতির অধিকার।]

দায়ভাগের টীকায় তর্কালঙ্কার মহোদয় উল্লিখিত পিতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রমের কিছু ভেদ দেখাইয়াছেন। তাহা এই যে প্রথমে ১। অদত্তা কন্যা, পরে ২। পুত্র। এই পুত্রের

CENTRAL LIBRARY

পরে ৩। বিবাহিতা কন্যা, পরে ৪। পৌত্র। তাহার পরে অযৌতকধনের অধিকারিক্রমের তুল্য।

আসাম প্রদেশীয় পণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় তাঁহার রচিত "দায়কৌমুদী" নামক গ্রন্থে স্ত্রীধননিরূপণস্থলে দায়ভাগকার জীমূতবাহনের ন্যায় অন্বাধেয়,শুল্ক প্রভৃতি বিশেষসংজ্ঞক স্ত্রীধনেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকারিনিরূপণের সময় তাঁহার ন্যায় সেই সেই সংজ্ঞাবিশেষের সার্থকতা (অধিকারিক্রমের কোনরূপ পার্থক্য) দেখান নাই।

'দায়কৌমুদী' গ্রন্থে অধিকারিনিরূপণস্থলে অযৌতক ও যৌতক এই দুই প্রকার স্ত্রীধনের অধিকারী বলিবার সময়ে অযৌতক ধনের অধিকারিবিশেষের ভেদপ্রদর্শন দ্বারা ঐ ধনের তিন প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন। যথা—

১। পিতৃমাতৃদত্তরূপ অযৌতক ২। কুমারী— ধনরূপ অযৌতক ৩। উক্ত প্রকার ভিন্ন অযৌতক।

আর তিনি দায়ভাগকার জীমূতবাহনের ন্যায় "মাতৃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি এবং "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ"ইত্যাদি বৃহস্পতি-বচনদ্বয়ে যৌতকধনের উল্লেখ না থাকায় উহাকে কুমারীধনভিন্ন সাধারণ অযৌতক ধনের অধিকারিনিরূপক বলিয়া তদনুসারে অধিকারিক্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত বৃহস্পতি-বচনদ্বয় অনুসারে কুমারীধনের অধিকারিনিরূপণ সম্ভব হয় না, সেই জন্য তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। এই অসম্ভবের কারণ দেখাইতেছি উক্ত বচনদ্বয়ে ঐ ধনস্বামিনীর (ঔরস) অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা, (সুত) অর্থাৎ সপত্নীপুত্র এবং (তৎসুত) অর্থাৎ নিজের পৌত্র ও সপত্নীপৌত্র এই সকল অধিকারী না থাকিলে মাতৃস্বসার (মাসীর) ধনে ভগিনীর পুত্র ও মাতুলানীর ধনে ভর্ত্তৃভাগিনেয় প্রভৃতির অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঔরসাদি বিবাহিতা ভিন্ন অবিবাহিতার অর্থাৎ কুমারীর সম্ভব হয় না, এজন্য ঐ বচনদ্বয়

CENTRAL LIBRARY

কেবল বিবাহিতারই ধনের অধিকারিনির্ণায়ক। তবে উক্ত বৃহস্পতিবচনদ্বয়ের মধ্যে প্রথমবচনে যে ভ্রাতৃপুত্রের ও ভগিনীপুত্রের অধিকারের কথা বলা আছে, কেবলমাত্র ঐ অধিকারী অবিবাহিতার (কুমারীর) পক্ষে সম্ভব হইলেও ঐ বচনে অন্যান্য (ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয়াদি) যে সকল অধিকারীর কথা উল্লিখিত আছে, তাহাদের অধিকার অবিবাহিতার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় এবং তাহাদের সহিতই উক্ত ভগিনীপুত্রাদির উল্লেখ থাকায় ঐ বচনোক্ত সকলের অধিকার বিবাহিতার ধনেই হইবে। অতএব কেবলমাত্র ভগিনী-পুত্রের ও ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার কুমারীর ধনে হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, মনে হয় এজন্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় কুমারীধনের অধিকারি-নির্ণয়ে পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতিবচনদ্বয়কে প্রমাণরূপে গণ্য করেন নাই।

আর তিনি এই যৌতক ধনের অধিকারিনিরূপণের সময়ে অদত্তা কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকারের কথা বলিয়া উক্ত অদত্তা কন্যা ও পুত্রের বিভাগের সময় বিবাহিতা কন্যাকে তাহার সম্মানের জন্য এবং মৃতা ধনস্বামিনীর দৌহিত্রীদিগকেও প্রীতিপূর্ব্বক কিছু দেওয়া উচিত, ইহা বলিয়াছেন। এই অংশটুকু দায়ভাগে নাই, ইহা মিতাক্ষরাকারের মতের সহিত তুল্য।

আরও দেখা যায় যে তিনি "অপ্রজায়াং হরেদ্‌ভর্ত্তা ভ্রাতা মাতা পিতাপি বা" এইরূপ দেবলবচনের পাঠের উল্লেখ করিয়া পিতৃমাতৃ-দত্ত ভিন্ন অপ্রজস্ত্রীর অযৌতক ধনে ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা ও পিতা এই ক্রমে জীমূতবাহনের ন্যায় সামান্য অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধনে অধিকারিনিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দেবলবচনের জীমূতবাহন-কৃত 'দায়ভাগ' ধৃতপাঠ "অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা"। ইহার দ্বারা ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা ও পিতার অধিকারগত ক্রম উক্ত আছে। অর্থাৎ মাতার পূর্ব্বে ভ্রাতার অধিকার পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশধৃতপাঠে হইতেছে। আর জীমূতবাহনধৃত পাঠের ক্রম-অনুসারে মাতার পরে ভ্রাতার অধিকার হইতেছে।

CENTRAL LIBRARY

আরও একটী উল্লেখ্য বিষয় এই যে সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় পিতৃমাতৃদত্তধনে "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং" ইত্যাদি বৃদ্ধকাত্যায়নবচন ও "বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনাং" ইত্যাদি কাত্যায়ন বচন উল্লেখ করিয়া অধিকারিনির্ণয় করিয়াছেন এবং দায়ভাগকার যেমন পিতৃদত্ত অযৌতক ধনে অগ্রে কন্যার, তাহার অভাবে পুত্রের অধিকার হইবে বলিয়াছেন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় সেইরূপ ঐ পিতৃদত্ত ধনের অধিকারিনির্ণয় করেন নাই। ইহার দ্বারা তাঁহার পিতৃদত্তধনেও কন্যা ও পুত্রের যুগপৎ অধিকারই সম্মত বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাই বিশেষ।

এই যে জীমূতবাহনের মত হইতে বিশেষ বলিয়া দেখাইলাম, উহা দায়ভাগ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দায়গভাগকারের ও ঐ মত বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তম্" এই বচনদ্বারা পিতৃদত্তধনে প্রথমে কন্যার, পরে পুত্রের অধিকার বলিয়া কন্যার বিশেষণ ব্রাহ্মণীপদের অনুবাদ দোষ দেখাইয়াছেন। (যেহেতু সকল বর্ণের কন্যাই পিতৃদত্ত ধনে পুত্রের পূর্ব্বে অধিকারিণী হইতেছে) এই দোষ দেখাইয়াই ঋষিবাক্যস্থ "ব্রাহ্মণী" পদের অবিবক্ষা উচিত নহে মনে করিয়া পক্ষান্তর স্বীকার করিয়াছেন। যথা "যদ্বা ব্রাহ্মণীপদস্য চানর্থক্যভয়াৎ ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রীণামনপত্যানাং পিতৃদত্তং ধনং সপত্নীদুহিতা ব্রাহ্মণী কন্যা হরেৎ। ন পুনরপ্রজ-স্ত্রীধনং ভর্ত্তুরিতি বচনাবকাশঃ"। ইহার অর্থ অথবা (ঐরূপ বলিলে) ব্রাহ্মণীপদের আনর্থক্য হয়, সেইজন্য ঐবচন চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিবাহস্থলে যে সকল ক্ষত্রিয়াদিভার্য্যা আছে, তাহারা অপ্রজা হইলে তাহাদের পিতৃদত্তধন ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যাই গ্রহণ করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মাদিবিবাহকাললব্ধধনে (যৌতকে) নারী অপ্রজা হইলে ভর্ত্তাদির অধিকারবিধায়ক "অপ্রজস্ত্রীধনং" ইত্যাদি বচনের বিষয় হইবে না। ইহা হইতে প্রথম কল্পিত অর্থে (পিতৃদত্তধনে অদত্তা কন্যার পুত্রের পূর্ব্বে অধিকার এইরূপ সিদ্ধান্তে) ব্রাহ্মণী পদের আনর্থক্যরূপ দোষ

থাকায় ঐ পূর্ব্বকল্প পরিত্যাগ করিয়া "যদ্বা" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্বারা পরকল্প-স্বীকার করিয়াছেন, ইহা জানা যাইতেছে। এইজন্য পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ দায়ভাগকারের মতই যে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। এবং যদ্বা বলিয়া পক্ষান্তরকল্পনায় যে ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রীর অনপত্যতা ঘটিলে তাহার পিতৃদত্তধনে ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যার অধিকার দায়ভাগে উক্ত আছে, পিতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কিন্তু তাহার উল্লেখ করেন নাই। কারণ "কন্যানামসবর্ণানাম্ বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ"। এই আদিত্যপুরাণের বচনে এখন (কলিতে) অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ দেখিয়া ঐরূপ কন্যা সম্ভাবনা না থাকায় অকারণ গ্রন্থ বিস্তারের ভয় করিয়াছেন, এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বকল্পগ্রহণ করিয়া পরকল্পে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। দায়ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় নবম স্তবকে "ভূর্য্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যম্ পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের যেমন নিজের কৃত অর্থ এবং "অয়ম্বা ধারেশ্বরপুরস্কৃতো বচনার্থঃ", এই দুই প্রকার অর্থের গ্রহণ হইতেছে, সেইরূপ ঐ দুই প্রকার অর্থের গ্রহণ হইবে, ইহা বলা চলে না। কারণ "ভূর্য্যা" ইত্যাদি বচনের পূর্ব্বকল্পীয় অর্থে কোন দোষ দেখা যায় না, এবং পর অর্থও উক্ত বচন লভ্য হওয়ায় উভয়ার্থের গ্রাহ্যতা হইয়াছে। এইস্থলে পূর্ব্ব অর্থগ্রহণে ব্রাহ্মণীপদের নিরর্থক অনুবাদ দোষ থাকায় তাহা ত্যাজ্য হইতেছে। তবে যে পূর্ব্বে পিতৃদত্ত ধনে অধিকারক্রমের বিশেষ বলা আছে, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপদেশ ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের এবং শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছি। বস্তুতঃ "অপ্রজস্ত্রীধনম্ ভর্ত্তুঃ" এই বচনবোধিত অধিকারীর অধিকারনিবর্ত্তকরূপে বলায় হীনবর্ণা বিমাতার পিতৃদত্ত যৌতকধনেই ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যার অধিকার অবগত হওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

ইহা সুপরিস্ফুটভাবে দেখাইতেছি। জীমূতবাহন স্ত্রীধনে অধিকারীর নির্ণয় করিতে বসিয়া প্রথমে কন্যা পুত্রের যুগপৎ অধিকার বলিলেন, পরে কন্যার প্রথমে অধিকারবোধক বচন উদ্ধৃত করিয়া যৌতকসংজ্ঞক স্ত্রীধন বিষয়ে ঐরূপ হইবে বলিয়া ঐ বিরোধ সমাধান করিয়াছেন। পরে "স্ত্রিয়াস্তু যদ্ ভবেদ্ বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন" এই বচনে যৌতকপদের উল্লেখ নাই অথচ পুত্রের পূর্ব্বে কন্যার অধিকার রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া পূর্ব্বদর্শিত কন্যা পুত্রের যৌগপদ্যে অধিকারবোধক বচনের সহিত বিরোধ থাকায় তাহার পরিহারের জন্য পিতৃদত্তধনে কন্যার অধিকার হইবে, এইরূপ আর একটি বিধি স্বীকার করিয়া সমাধান করিলেন; ইহাতে "বিবাহ-সময়াদন্যত্রাপি" লিখিয়া যৌতকত্ব বা অযৌতকত্ব—নিবন্ধন কোন বিশেষত্ব রাখিলেন না। কিন্তু ইহাতে সকল বর্ণের পিতৃদত্ত স্ত্রীধন-সামান্যে প্রথমে কন্যার অধিকার প্রতিপাদিত হওয়ায় "স্ত্রিয়াস্তু" ইত্যাদি ঋষিবচনের "ব্রাহ্মণী" পদ নিরর্থক হইল, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং যৌতকাতিরিক্ত পিতৃদত্ত ধনে কন্যার অধিকার প্রথমে হইবে, এইরূপ বিধ্যন্তর স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া ঐ দোষ পূর্ব্ব-কল্পে দেখাইয়া "যদ্বা" ইত্যাদি কল্পান্তরস্বীকারে ক্ষত্রিয়াদি ভার্য্যার পিতৃদত্ত যৌতক ধনে ব্রাহ্মণী সপত্নীকন্যার অধিকার দিয়াছেন। কন্যার বিশেষণ 'ব্রাহ্মণী' পদ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ভার্য্যার লাভ হইয়াছে; অতএব "ব্রাহ্মণী" পদ সার্থক হইল। এবং কন্যার প্রথমে অধিকার যৌতক ধনে ছিল, এখানেও "সর্ব্বাঃ পিতৃপত্ন্যো মাতরঃ" এই সুমন্তুবচন হইতে বিমাতার মাতৃত্ব ও "ভগিন্যশ্চ সনাভয়" এই মনুবাক্যস্থ "সনাভি"শব্দের সার্থক্য হইতে সপত্নীদুহিতার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় সপত্নীকন্যার ঐধনে অধিকার আসিলেও "সিদ্ধে সত্যারম্ভো নিয়মায়" এই নিয়মানুসারে উক্ত প্রকার সপত্নীকন্যার কেবল হীনবর্ণা বিমাতার পিতৃদত্ত যৌতকধনেই অধিকার হইবে, ইহা জানাইয়াছেন। ইহা "পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্ দত্তং" ইত্যাদি বৃদ্ধকাত্যায়ন বচন হইতে

CENTRAL LIBRARY

ভ্রাতার পিতৃদত্ত অথবা স্ত্রীধনে সহজলভ্য অধিকারের বাধের অনুল্লেখ হইতেও ব্রাহ্মাদিবিবাহকাললব্ধ অপ্রজস্ত্রীধনে ভর্ত্তার অধিকার-জ্ঞাপক বচনের বাধ হইতে লাভ হইতেছে। এবং ঐ ধনেই উক্ত সপত্নীকন্যার অধিকার—বিধানদ্বারা অন্য কোন ধনে সপত্নীকন্যার অধিকার হইবে না, ইহাও ফলবলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্যই অপ্রজস্ত্রীধনাধিকার প্রকরণে "যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা" এই বচনস্থ ঔরসপদের লিঙ্গ বিবক্ষা না করিয়া পুত্র ও কন্যার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু "সুত" শব্দে সপত্নীপুত্র মাত্র লইয়াছেন, লিঙ্গের অবিবক্ষা দ্বারা সপত্নীপুত্র-কন্যার গ্রহণ করেন নাই। এবং তাদৃশ সপত্নীদৌহিত্রেরও ঐ বচনের "তদপত্যস্য বা" এই অংশদ্বারা ঐ ধনেই অধিকারবিধান দেখিয়া সবর্ণ সপত্নীদৌহিত্রের দেবরাদি হইতে অধিক উপকারকতা থাকিলেও সবর্ণা মাতামহীসপত্নীর ধনে অধিকার বলেন নাই।

তবে পিতৃদত্ত ধন সামান্যভাবে বচনে উল্লিখিত থাকায় এবং জীমূতবাহন ভর্ত্রাদির অধিকারনিবৃত্তির জন্য যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনাধিকারিজ্ঞাপক "অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ" এই বচনের উপস্থাপন করায় টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহোদয় যৌতক-অযৌতক পিতৃদত্ত সপত্নীমাতার ধনসামান্যেই সপত্নীকন্যার অধিকার বলিয়াছেন। এই স্থলে এই সকল আলোচনা অনুপযোগী হইলেও প্রসঙ্গাধীন বলিলাম।

আর যৌতকধনে অধিকারিনির্ণয় জীমূতবাহনের ন্যায় করিয়াছেন। এবং দায়ভাগকার যেরূপ পিণ্ডদাতৃত্বাদিরূপ উপকারকতার তারতম্য-অনুসারে দেবরাদির অধিকারবিষয়ে ক্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। এই আসামপ্রদেশীয় নিবন্ধের অধিকারিক্রমাদি দায়ভাগসম্মত অধিকারি-ক্রমের সকল স্থলে তুল্য নহে বলিয়া এখনকার ধর্ম্মাধিকরণে আদৃত নহে, এজন্য সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত হইল।

CENTRAL LIBRARY

আসামপ্রদেশের পণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত "দায়কৌমুদী"গ্রন্থোক্ত স্ত্রীধন দুইভাগে বিভক্ত

যৌতক ও অযৌতক

ইহার মধ্যে যৌতক ধনের অধিকারিক্রম

১। অবাগ্‌দত্তা কন্যা। ২। বাগ্‌দত্তাকন্যা ৩। বিবাহিতা কন্যা (এস্থলে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী, বন্ধ্যা এবং অপুত্রাবিধবা কন্যার যুগপৎ অধিকার হইবে। অযৌতকধনে যেমন সম্ভাবিতপুত্রা বা পুত্রবতীর সহিত বন্ধ্যা ও অপুত্রাবিধবা কন্যার অধিকারের ক্রমগত ভেদ আছে, এস্থলে তাহা হইবেনা) ৪। পুত্র। এই পুত্র পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাব ঘটিলে ঐ ধন অপ্রজস্ত্রীধন হইবে।

এই যৌতক অপ্রজস্ত্রীধন ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধ ও আসুরাদিবিবাহত্রয়কাললব্ধরূপে দুইভাগে বিভক্ত।

তন্মধ্যে

ব্রাহ্মাদিপঞ্চবিবাহকাললব্ধধনের অধিকারিক্রম

৫। ভর্ত্তা

[ভর্ত্তার অধিকারের পরে যৌতকত্ব-রূপে ঋষিবচনে অধিকারীর উল্লেখ না থাকায় সাধারণ স্ত্রীধন বলিয়া পরিগণিত হইবে। যৌতকধনের অধিকারী থাকিল না বলিয়া যৌতকত্বনিবন্ধন বিশেষত্ব লোপ পাইলেও ঐ ধনের স্ত্রীধনত্ব নষ্ট হইল না। এজন্য বিবাহকালে পিতৃমাতৃদত্ত ও তদিতরদত্তরূপে এই ধনের অধিকারিক্রম হইবে] যথা (ভর্ত্তার অধিকারের পরে) উক্তরূপ বিবাহকাললব্ধ পিতৃমাতৃদত্ত ও তদিতরদত্তধনে ৬। পৌত্র ৭। দৌহিত্র ৮। সপত্নীপুত্র ৯। সপত্নীপৌত্র [ইহার পর সাধারণ অপ্রজস্ত্রীধন] ১০। ভ্রাতা ১১। মাতা ১২। পিতা ১৩। দেবর ১৪। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র ১৫। ভগিনীপুত্র ১৬। স্বামীর ভাগিনেয়

CENTRAL LIBRARY

১৭। ভ্রাতৃপুত্র ১৮। জামাতা ১৯। প্রপৌত্র ২০। সপত্নীপ্রপৌত্র ২১। শ্বশুর ২২। ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সন্নিহিত সপিণ্ডগণ ও সকুল্য, সমানোদক সান্নিধ্যক্রমে অধিকারী।

আর পূর্ব্বোক্ত যৌতক অপ্রজস্ত্রীধনের অন্তর্গত

আসুরাদিবিবাহত্রয়কাললব্ধধনের অধিকারিক্রম

৫। মাতা ৬। পিতা [পিতার পরে যৌতকত্ব—নিবন্ধন অধিকারি-বিধায়ক বচন না থাকায় পিতৃমাতৃদত্তধনের অধিকারিগণই অধিকারী হইবেন। যথা ৭। পৌত্র ৮। দৌহিত্র ৯। সপত্নীপুত্র ১০। সপত্নীপৌত্র ১১। ভ্রাতা ১২। ভর্ত্তা ১৩। দেবর ১৪। স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র ১৫। ভগিনীপুত্র ১৬। স্বামীর ভাগিনেয় ১৭। ভ্রাতৃপুত্র ১৮। জামাতা ১৯। প্রপৌত্র ২০। সপত্নী-প্রপৌত্র ২১। শ্বশুর ২২। ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সন্নিহিত সপিণ্ডগণ ও সকুল্য-সমানোদকগণ সান্নিধ্যক্রমে অধিকারী।

এই স্থলে পিতৃমাতৃভিন্নব্যক্তিদত্তধনে কেবলমাত্র ভ্রাতার পূর্ব্বে ভর্ত্তা অধিকারী হইবে, এই মাত্র বিশেষ।

পূর্ব্বোক্ত অযৌতকধন তিনভাগে বিভক্ত

কুমারীধন, পিতৃ-মাত্রাদিদত্তধন এবং উক্তপ্রকারদ্বয়ভিন্ন সামান্য অযৌতকধন।

এই অযৌতক কুমারীধনের অধিকারিক্রম

১। সহোদর-ভ্রাতা ২। মাতা ৩। পিতা (সাধারণ যুক্তির বলে এই কুমারীধনেও ঐ পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে সন্নিহিত সপিণ্ডাদিক্রমে অধিকারী হইবে)

উক্ত পিতৃমাত্রাদিদত্ত অযৌতকধনের অধিকারিক্রম

১। অদত্তাকন্যা ও পুত্র (যুগপৎ অধিকারী একের অভাবে অন্যের অধিকার) ২। সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী, একের অভাবে অন্যতরা) ৩। পৌত্র ৪। দৌহিত্র ৫। সপত্নীপুত্র

CENTRAL LIBRARY

৬। সপত্নীপৌত্র ৭। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (যুগপৎ অধিকারিণী একের অভাবে অন্যতরা) [ইহার পরে অপ্রজস্ত্রীধন] ৮। ভ্রাতা ৯। মাতা ১০। পিতা ১১। ভর্ত্তা ১২। দেবর ১৩। স্বামীর ভ্রাতৃ-পুত্র ১৪। ভগিনীপুত্র ১৫। স্বামীর ভাগিনেয় ১৬। ভ্রাতৃপুত্র ১৭। জামাতা ১৮। প্রপৌত্র ১৯। সপত্নীপ্রপৌত্র ২০। শ্বশুর ২১। ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সন্নিহিত সপিণ্ডগণ ও সকুল্য-সমানোদকগণ সান্নিধ্যক্রমে অধিকারী।

উক্ত অযৌতক কুমারী ধন ও পিতা মাতাও সম্বন্ধি-ভিন্ন-ব্যক্তিদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রম পূর্ব্বোক্ত পিতৃমাতৃদত্ত অযৌতক ধনের অধিকারিক্রমের তুল্য, কেবলমাত্র ভ্রাতার পূর্ব্বে ভর্ত্তার এবং মাতার পরে ভ্রাতার অধিকার, ইহাই বিশেষ।

ব্যভিচারিণী নারীর ধনে অধিকারিক্রম

পূর্ব্বে স্ত্রীধননির্ণয়স্থলে বলিয়াছি যে, নারী যদি স্বামীর বশ-বর্ত্তিনী না হইয়া সদ্ বা অসদ্ বৃত্তি দ্বারা যে ধন অর্জ্জন করে, সেই ধনও স্ত্রীধন হইবে। এক্ষণে সেই ধনে অধিকারি-নির্ণায়ক কোন ঋষিবচন না থাকায় ক্ষেত্রজপুত্র বিষয়ে অধিকারজ্ঞাপক ঋষিবচন-মূলক যুক্তি-অনুসারে যেরূপ অধিকারিনির্ণয় হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

এই কলঙ্কিতা স্ত্রীর ধনবিভাগের কথা এবং তাহাতে অধিকারি-নির্দ্দেশ কোন নিবন্ধ গ্রন্থেই দেখা যায় না, নিবন্ধকারেরা ইহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছুক হন নাই বলিয়াই বোধ হয় উহার আলোচনা করেন নাই। কিন্তু ঋষিগণ যুগভেদে ক্ষেত্রজাদি সন্তানের ধনবিভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উহা ব্যভিচার বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী থাকিলেও তাহার ধনে অধিকারী যদিও ঋষি বচন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি ঐ নারীর ধনে কেহ না কেহ উত্তরাধিকারী

CENTRAL LIBRARY

অবশ্যই হইবে। এইজন্য ঐ ধনের বিভাগাদির কথা বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী ও এই প্রবন্ধের অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এই বিবেচনায় ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে স্ত্রীধননির্ণয় প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্ বিত্তং" ইত্যাদি বচন এবং "ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্" এই মনুবচন প্রভৃতি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিবাহিতা ব্যভিচারিণী নারী শিল্পাদিদ্বারা নিজে যে ধন অর্জ্জন করে তাহা, কিংবা সে অন্যের নিকট হইতে প্রীতিবশতঃ যে ধন লাভ করে তাহা, অথবা অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা (বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা) যাহা অর্জ্জন করে তৎসমুদয়ই তাহার স্ত্রীধন হইবে।

ঐ ব্যভিচারিণী নারীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীধনের যাঁহারা অধিকারী হইবেন, তাঁহাদের নির্দ্দেশ ক্রমশঃ করিতেছি।

উক্ত নারী ব্যভিচারিণী হইবার পূর্ব্বে তাহার স্বামীর দ্বারা উৎপাদিত সন্তান থাকিলে তাহাদিগকে শুদ্ধ সন্তান বলিয়া অভিহিত করিলাম। সেই শুদ্ধ সন্তান—(পুত্র ও কন্যা) অযৌতক স্ত্রীধনাধিকারিক্রমে সর্ব্বাগ্রে ধনাধিকারী হইবে। কারণ ঐ নারীর যৌতক ধনের সম্ভাবনা নাই। আর ব্যভিচারিণী অবস্থায় উৎপন্ন (জারজ) সন্তানগণকে অশুদ্ধ সন্তান বলিয়া অভিহিত করিলাম। বলা বাহুল্য এরূপ অশুদ্ধ সন্তান থাকিলেও অগ্রে উক্ত শুদ্ধসন্তানগণ অধিকারী হইবে। ইহার কারণ ঋষিগণ বলিয়াছেন "দত্তভুক্তফলংধনম্" অর্থাৎ ধনের ফল হইতেছে দান বা ভোগ। তবে মৃতব্যক্তি ঐ ধনের দান বা ভোগ করিতে পারে না। এইজন্য মৃতের ধনদ্বারা তাহার পারলৌকিকহিতকর কার্য্য করিলে সেই ধন তাহার ভোগের উপযোগী হইতেছে। ঐ শুদ্ধ সন্তানগণ ব্যভিচারিণী মাতার ব্যভিচার জনিত দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবার অধিকারী হয়, সেই জন্য তাহারাই এস্থলে মৃতার

CENTRAL LIBRARY

পরলোকে ভোগ্য পিণ্ড দান করে বলিয়া এবং তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দুঃখনিবৃত্তির কারণ হয় বলিয়া উপকারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অশুদ্ধ সন্তানগণ কোন সময়েই ঐরূপ উপকারক হয় না। কারণ শাস্ত্রকার তাহাদের ঐসকল কর্ম্মে অধিকার দেন নাই।

উক্তরূপ শুদ্ধ পুত্র ও অদত্তা কন্যা থাকিলে অযৌতক ধন বলিয়া উভয়ের যুগপৎ অধিকার হইবে। পরে শুদ্ধা বন্ধ্যা কন্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা পর্য্যন্ত অধিকারিগণের ক্রম অযৌতক স্ত্রীধনের অধিকারিক্রমের তুল্য হইবে। ক্রম যথা—

ব্যভিচারিণী নারীর স্ত্রীধনে

প্রথমেই* ১। (শুদ্ধ) পুত্র ও (শুদ্ধা) অদত্তা কন্যা } যুগপৎ অধিকারী. একের অভাবে অন্যতর

২। বিবাহিতা কন্যার মধ্যে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী (শুদ্ধা) } ঐ

৩। পৌত্র (শুদ্ধপুত্রের পুত্র)

৪। দৌহিত্র (শুদ্ধকন্যার পুত্র)

৫। বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা (শুদ্ধা) } যুগপৎ অধিকারিণী

---

* এইস্থলে বক্তব্য এই যে ঐ ব্যভিচারিণী নারীর ব্যভিচারের পূর্ব্বে উৎপন্ন কোন পুত্র বা কন্যা একত্র বসবাসাদিরূপ সংসর্গ করে। সেই পুত্রের বা কন্যার প্রায়শ্চিত্ত হইলে মৃতার পিণ্ডদাতা হইবার যোগ্যতা থাকায় তাহারাও. শুদ্ধ সন্তানমধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত প্রথম দফায় বর্ণিত শুদ্ধপুত্র ও অদত্তা কন্যাগণের (যাহারা ব্যভিচারিণী মাতার সহিত সংসর্গ করে নাই তাহাদের) সহিত ইহাদেরও সমানাংশে অধিকার হইবে।

CENTRAL LIBRARY

তর্কালঙ্কার মহোদয়ের মতে দৌহিত্রের পরে প্রপৌত্র, সপত্নী পুত্র, সপত্নী পৌত্র, সপত্নীপ্রপৌত্রের ক্রমে অধিকার হইবে।

উক্ত বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার অভাবে

৬। অশুদ্ধ পুত্র ও কন্যা

মৃতার অঙ্গজাত বলিয়া ইহাদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল। যদিও ঐরূপ শুদ্ধ কন্যাগণের নারীত্ব নিবন্ধন অশুদ্ধ পুত্রাদির ন্যায় পার্ব্বণাধিকার নাই তথাপি শুদ্ধ কন্যাগণের মৃতা ব্যভিচারিণী মাতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে যোগ্যতা আছে বলিয়া (অশুদ্ধ পুত্রাদির তাহা মোটেই নাই এজন্য), অশুদ্ধ সন্তানের অধিকার উক্ত বন্ধ্যা ও অপুত্রাবিধবা কন্যার পরে নির্দ্দেশ করা হইল।

এই অশুদ্ধ (জারজ) সন্তানের অধিকারনির্ণয়প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, উক্ত অশুদ্ধ সন্তানের জনক অর্থাৎ মৃতার উপপতি তাহার সন্তানগণের জন্য যদি মৃতার হস্তে কিছু ধন অর্পণ করে, তাহা হইলে সেই ধনে কেবলমাত্র সেই উপপতির সন্তানগণেরই অধিকার হইবে। কারণ ধনদাতার ইচ্ছানুসারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বত্ব হইয়া থাকে। এইরূপে বহু উপপতি থাকিলে তাহারা যে যে ধন পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে ব্যভিচারিণীর হস্তে দিবে, তৎসমুদয়ই সেই সেই উপপতির সন্তানগণই পাইবে, এমন কি উক্ত ব্যভিচারিণী নারীকে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্যও যে ধন যে উপপতি দান করিবে, সেই ধন সেই উপপতিরই সন্তান পাইবে, উহা অন্যের সহিত বিভাজ্য নহে (ক)। তবে কোন্ উপপতির কোন্ সন্তান,

---

(ক) প্রমাণ "দ্বৌ সুতৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ স তদ্ গৃহ্নীত নেতরঃ" ॥

এই নারদ বচন ক্ষেত্রজসন্তানের অধিকারপ্রকরণে উক্ত হইলেও প্রকরণ হইতে বাক্যের বলবত্তানিবন্ধন এই স্থলেও ঐ বচনের নির্দ্দেশানুসারে ব্যবস্থা হইল।

CENTRAL LIBRARY

ইহা স্থির না থাকিলেও উক্ত নারীর সন্তোষের জন্য কেবল অর্পিত হইলে পূর্ব্বে ব্যভিচারিণীস্ত্রীর ধনে যে অধিকারিক্রম দেখাইয়াছি, সেইক্রমে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা ও উক্ত অশুদ্ধ সন্তানগণ পর্য্যন্ত অধিকারীর অভাবে গ্রহণ করিবে।

ঐরূপ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সকল প্রকার সন্তান না থাকিলে

৭। ভর্ত্তা অধিকারী

ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, ব্যভিচারিণী নারীর ত্যাজ্যতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইলেও তাহার ভর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। প্রমাণ "ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে" (মনুঃ) এই ঋষিবচন এবং "ধনহীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ব্বতী পুণ্যাপুণ্যফলসমত্বেন ভর্ত্তারমপি পাতয়তি," এই জীমূতবাহনের সন্দর্ভ হইতে জানা যাইতেছে যে, নারী অকার্য্য করিলেও পতির পতনের হেতু হয়। অতএব পতির সহিত সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয় না।

আরও এক কথা এই যে, যদিও পূর্ব্বোক্তরূপ অশুদ্ধ সন্তানগণের শ্রাদ্ধাধিকার না থাকায় মৃতা ধনস্বামিনীর উপকারকত্ব নাই এবং ভর্ত্তার শ্রাদ্ধাধিকার থাকায় উপকারকত্ব আছে তথাপি "অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা" এই বচনবলেই উহাদের (জারজ সন্তানগণের) অধিকার ভর্ত্তার পূর্ব্বেই হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেহেতু অধিকারিক্রমবোধক স্পষ্ট বচন থাকিলে স্ত্রীধনে উপকারকতাদি লক্ষ্যের বিষয় হয় না। যেমন যৌতক স্ত্রীধনে মৃতা ধনস্বামিনীর পুত্রপৌত্রাদি থাকিতে অপুত্রা বিধবা কন্যার (কোনরূপ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের নিত্যাধিকার না থাকিলেও) বচনবলেই পুত্রাদির পূর্ব্বে অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। কারণ উক্ত ভর্ত্তার অধিকারবোধক বচন হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, ধনস্বামিনী অপ্রজা (নিঃসন্তানা) হইলেই আসুরাদিবিবাহেতরকালে লব্ধ স্ত্রীর ঐ ধনে ভর্ত্তার অধিকার হইবে; সুতরাং অশুদ্ধ

CENTRAL LIBRARY

পুত্রাদি থাকিতেও অপ্রজা না হওয়ায় ভর্ত্তার অধিকারের কথাই উত্থিত হইতে পারে না।

ভর্ত্তার অভাবে

৮। মাতা
|
৯। ভ্রাতা
|
১০। পিতা

ইত্যাদিরূপে অযৌতক অপ্রজস্ত্রীধন বিষয়ে অধিকারিক্রম-বিধায়ক "সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াম্। অপ্রজায়াং হরেদ্ ভর্ত্তা" ইত্যাদি দেবলবচন এইস্থলে অধিকারিগণের ক্রমনির্ণায়ক হইবে।

পূর্ব্বে শাস্ত্রবলে ভার্য্যাত্বসম্বন্ধ নষ্ট হয় না বলিয়া যেরূপ ভর্ত্তার অধিকার দেখান হইয়াছে, সেইরূপ জন্মের কারণ যে শুক্র-শোণিতসম্বন্ধ, তাহাও শরীর থাকিতে বিচ্ছিন্ন হয় না। এই জন্য ব্যভিচারিণী নারীর ভর্ত্তার অভাবে মাতা, ভ্রাতা ও পিতার অধিকার বলা হইল। তবে নারী অকার্য্যে রত থাকিলেও স্নেহাদির জন্য যদি পিতা, মাতা বা অন্য সম্বন্ধী হইতে (মাতুলাদি) ধন পায় কিম্বা শুল্ক ধন লাভ করে, সেই সকল ধনও স্ত্রীধন হইবে। স্ত্রীধন নিরূপণ প্রকরণে যে কয়েক প্রকার শুল্ক ধনের কথা বলা আছে, তাহার মধ্যে নারীর ব্যভিচার-অবস্থাতেও প্রথম প্রকার শুল্কধনের (ক) সম্ভাবনা থাকায় অপ্রজাবস্থায় ঐ নারীর মৃত্যু হইলে সেই সকল ধনে প্রথমে ভ্রাতা পরে মাতা পিতা (খ) ভর্ত্তার অধিকার ক্রমে হইবে। (গ) এবং উহাদের অভাবে সেই ধনেই দেবরাদির অধিকার

(ক) "গৃহোপস্করবাহ্যানাং দোহ্যাভরণকর্ম্মিণাং। মূল্যং লব্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ শুল্কং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্"। (কাত্যায়নঃ) ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(খ) "ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পিতুশ্চ পূর্ব্বঞ্চৈকে"। (গৌতমঃ)

(গ) ভর্ত্তার অধিকারের প্রমাণ দায়ভাগের স্ত্রীধনপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

হইবে, ("মাতুঃস্বসা মাতুলানী" ইত্যাদি বৃহস্পতির বচনই উহাতে প্রমাণ) এবং পৌত্রের পরে ও দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার, আর দৌহিত্রের পরে সপত্নীপৌত্রের অধিকার হইবে ; অর্থাৎ পিতৃমাতৃদত্ত শুল্ক অন্বাধেয় স্ত্রীধনের অধিকারিক্রম কল্পনীয়।

অতঃপর অবিবাহিতা ব্যভিচারিণীর বা বেশ্যার ধনে অবিবাহিতা কন্যার ধনের অধিকারিক্রম কল্পনীয় হইলেও চরিত্র-হীনার সন্তান হইতে পারে, এই জন্য অবিবাহিতা অবস্থায় ব্যভিচারিণীর অথবা বেশ্যার অবিবাহিতা কন্যার (সৎ বা অসৎ যে কোন উপায় দ্বারা) অর্জ্জিত অর্থে (তাহার মৃত্যুর পরে) প্রথমে তাহার (জারজ) সন্তানগণ পূর্ব্ব-প্রদর্শিতক্রমে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যা পর্য্যন্ত অধিকারী হইবে। (ইতঃপূর্ব্বে বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর জারজ সন্তানগণের অধিকার প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, এই অবিবাহিতা ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার—সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য হইবে)।

ঐ প্রকার সন্তান না হইলে বা না থাকিলে তাহার ভ্রাতা, পরে মাতা, তৎপরে পিতা ইত্যাদি ক্রমে কুমারীধনের অধিকারিক্রম হইবে। কুমারীধনের অধিকারিক্রম পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই যে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা ব্যভিচারিণীর ধনে অধিকারিনির্দ্দেশ করিলাম, ঐ অধিকারীর অভাব ঘটিলে উক্ত উভয় প্রকার ব্যভিচারিণীর ধনে রাজা অধিকারী হইবেন। ইহার প্রমাণ "ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরেন্নৃপঃ" এই মনুবচন, ইহার অর্থ ব্রাহ্মণব্যতিরিক্ত অন্য সকলের ধনেই যথোক্ত অধি-কারীর অভাব ঘটিলে রাজা অধিকারী হইবেন। কারণ রাজা সকল প্রজারই হিতকারক। তিনি ঐ ধন গ্রহণ করতঃ তাহার দ্বারা সাধারণের হিতকর পূর্ত্তাদি কার্য্য সাধন করেন। মৃতা ব্যভি-চারিণীর ঐসকল ধন উক্ত প্রকার ধর্ম্ম্যকৃত্যে নিয়োজিত হয় বলিয়া তাহারই পারলৌকিক হিতকারক হয়। এইজন্য রাজার অধিকার

CENTRAL LIBRARY

হইবে। যাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে ধন প্রাপ্ত হইলে মৃত ধন স্বামীর উপকারে আসিতে পারে, তাহারাই (বিশেষ বচন না থাকিলে) অধিকারী হইয়া থাকে। ইহা পত্নীর ভর্ত্তৃধনাধিকারস্থলে জীমূত-বাহন নানা ঋষিবচন হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা "তদ্ধনং পূর্ব্বস্বাম্যর্থমেব ভবতীতি যুক্তং পত্ন্যাঃ স্বাম্যম্" (দায়ভাগ ১১ অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, ৪৪ স্তবক)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ক্ষেত্রজবিধি এখন সমাজে ব্যভিচার বলিয়া গৃহীত, তাহা কিন্তু সামাজিকগণের স্বেচ্ছায় কল্পিত নহে ; কারণ কলিবর্জ্জ্যপ্রকরণীয় "দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা এখন ক্ষেত্রজবিধি নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং ঐ পুত্রেরও পুত্রতা হয় না, ইহাও উক্তপ্রকরণীয় "দত্তৌরসেতরেষান্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ" এই বচনদ্বারা ঋষিগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে হীনচরিত্রা নারীর অঙ্গজাত বলিয়া বৈধ সন্তানের অভাবে অশুদ্ধ সন্তানের অধিকার কল্পিত হইল। এই যে অধিকারিক্রম দেখাইলাম, তাহা কেবলমাত্র দায়ভাগের ক্রম অনুসারে। বঙ্গ আসাম নেপালের কিয়দংশভিন্ন স্থানে পূর্ব্বপ্রদর্শিত মিতাক্ষরাদির ক্রম পাঠকগণ কল্পনা করিয়া লইবেন। সেই সমস্ত ক্রম লিখিলে অকারণ গ্রন্থবিস্তার হয়। এই জন্য একটি মাত্র নিবন্ধকারের প্রদর্শিত ক্রম দেখাইলাম।

এই স্থলে অধিক বিশেষ বক্তব্য এই যে, ঐ সকল পাপচারিণী নারীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে পাপ হয় ; কিন্তু উত্তরাধি-কারসূত্রেঐ ধন প্রাপ্ত হইলে প্রত্যবায়ী হইতে হয় না ; যে হেতু উত্তরারিকারপ্রাপ্ত ধন দায়পদবাচ্য হওয়ায় অসৎ নহে। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর মনু বচনের উল্লেখ করিয়া ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, যথা—

"যদাতু লৌকিকং স্বত্বং তদা অসৎপ্রতিগ্রহাদিলব্ধস্যাপি স্বত্বাৎ তৎপুত্রাণাং তদ্ বিভাজ্যমেব, তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তীতি

CENTRAL LIBRARY

প্রায়শ্চিত্তমর্জ্জয়িতুরেব। তৎপুত্রাণান্তু দায়ত্বেন স্বত্বমিতি ন তেষাং দোষসম্বন্ধঃ।

সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।

প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ। ইতি মনুস্মরণাৎ"।

[বর্দ্ধমান রাজবাটী মুদ্রিত মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায়ের দায়ভাগ প্রকরণীয় প্রথম বচনের টীকা ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

এই হইল নারীর যথেচ্ছব্যবহারযোগ্য ঋষিবচনদ্বারা স্ত্রীধন নামে অভিহিত নারীর স্বত্বাশ্রয়ধনে অধিকারী ও তাহার ক্রম।

উত্তরাধিকারসূত্রে নারীর স্বত্বাশ্রয় ধনে অধিকারী ও তাহার ক্রম

ইহা আমি সংক্ষিপ্তভাবে দেখাইতেছি, এই সংক্ষিপ্তক্রমকথন বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নারী যে ধন স্বাতন্ত্র্যে ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে অধিকারিক্রম বিহার, কাশী, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে যে যে নিবন্ধকারের মত প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এখন উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগত ধনের অধিকারিক্রম দেখাইলেও দেশভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহা দেখাইলাম না। ইহার কারণ বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিয়দংশভিন্ন যে দেশে যে অধিকারিক্রমের প্রচলন আছে, তাহা মিতাক্ষরামতের উপর স্থাপিত, প্রায়শঃই ঐ ক্রম একপ্রকার, যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও উহা মিতাক্ষরা-ক্রমই বলা চলে, এইজন্য প্রধান বলিয়া মিতাক্ষরার সম্মত অধিকারক্রম উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগত ধনে বলিতেছি এবং বঙ্গদেশ,আসাম ও নেপালের কিয়দংশে প্রধানতঃ দায়ভাগসম্মত ক্রম প্রচলিত থাকায় এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারপ্রভৃতি নিবন্ধকারেরা দায়ভাগকার জীমূত-বাহনের অনুসরণে কিয়ন্মাত্রায় অধিকারিক্রমের পরিবর্ত্তন করিয়া

CENTRAL LIBRARY

নিবন্ধ প্রণয়ন করায় ঐ সকল অধিকারিক্রম না দেখাইয়া দায়ভাগের অধিকারিক্রমই দেখাইব।

এখন পত্নীপ্রভৃতি নারীগণের উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন হয়, তাহাতে ঐ রমণীগণের বাস্তব স্বত্ব হয় কিনা, ইহা ঋষিবচন হইতে প্রথমে দেখান উচিত মনে করিয়া উক্ত নিবন্ধকারগণ ধৃত আর্ষ-বাক্য হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল, যথা—

"অস্থতস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্‌ভাগহারিণী" এই বৃহস্পতিবচন, "অপুত্রস্য ধনং পত্ন্যভিগামি" এই বিষ্ণুবচন, "পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎ পিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেত চ" এই বৃদ্ধমনুবচন মৃতব্যক্তির ধন পুত্রাদির অভাবে তাহার পত্নী পাইয়া থাকে, ইহা জানাইতেছে। আর "ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা" এই কাত্যায়নবচন, "স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন" এই দান ধর্ম্মের বচন নারীর স্বামিধনে শরীরধারণোপযোগী ব্যয়ের মাত্র অধিকার দিয়াছেন, ভোগাদির জন্য ব্যয়ে অধিকার দেন নাই। "ক্ষান্তা" ক্ষমু সহনে, এইজন্য উহার অর্থ সহনশীলা, দ্বন্দ্ব—(শীতোষ্ণাদি জন্য দুঃখ)—সহিষ্ণুঃ অর্থাৎ ভোগে অনাসক্তা, এই অর্থ হইতে বা তর্কালঙ্কারকৃত "পরিমিতাহারেণ ক্ষীণা" এই অর্থ হইতে এবং "নাপহারং" এই অপহারশব্দের অর্থ চৌর্য্য, নারী পতিধন চুরি করিবে না, অর্থাৎ পর ধন যদি অপরে অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে তাহাকেই অপহরণ বলে, তাহা হইলে স্বামীর ধন বিহিত স্বামিকার্য্যে ব্যয় না করিয়া আত্মভোগে ব্যয় করিলে নারীর ঐ ধন অপহরণ করা হইবে, এই তাৎপর্য্যার্থ হইতে ভোগাত্মক আহারাদির নিমিত্ত ব্যয়ে বা অন্য প্রকার যথেচ্ছ ব্যয়ে অনধিকার অবগত হওয়ায় উত্তরাধিকারসূত্রে ধন নারীগামী হইলেও ঐ ধনে যে তাহার স্বত্ব হয় তাহা বলা যায় না। গচ্ছিত ধনের ন্যায় উহা প্রতীত হওয়ায় ঐ ধনে নারীর স্বত্বই

CENTRAL LIBRARY

হয় না, ইহা বলা চলে। কারণ যথেচ্ছ ব্যবহাররূপ ফল হইতেই দ্রব্যগত স্বত্বের অনুমান হয়, যখন যথেচ্ছ ব্যবহারের যোগ্যতা থাকিতেছে না, তখন স্বত্ব আছে, ইহা কিরূপে বলা যাইবে। এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে, ঐ ধনে যথেচ্ছ ব্যবহারের যোগ্যতা না থাকিলেও ঐ ধনে যে নারীর স্বত্ব থাকে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ "তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ। হিংস্যুর্ধনানি তান্ রাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ" বৃহস্পতির এই বচনে তাহার অধিকারের বিরোধীকে বা তাহার অননুমতিতে ধনক্ষয়কারীকে চৌরের ন্যায় দণ্ডার্হ উক্ত থাকায় পূর্ব্বদর্শিত বিষ্ণু, বৃদ্ধমনু-প্রভৃতির বাক্যে স্বামীর সকল ধনে অধিকার বিহিত হওয়ায় এবং "যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি। জীবত্যর্দ্ধশরীরেঽর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ" বৃহস্পতির এই বাক্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকর্ষের প্রতীতি হওয়ায় ও "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনম্" এই বচনানুসারে দাম্পত্য-সম্বন্ধ জন্য পত্নীর পূর্ব্বসিদ্ধ যে স্বত্ব ছিল, তাহা স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার ধনে ঐ নারীর উক্ত স্বত্বনাশের কারণ উপস্থিত না হওয়ায় এবং "দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ" এই কাত্যায়ন বচনস্থ উর্দ্ধপদ হইতে পত্নীর স্বত্বনাশের পর উত্তরাধিকারিগণের ধনগ্রহণের অধিকার বলায় স্বামীর ধনে তাহার স্বত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

আর কেবলমাত্র যথেচ্ছ ব্যবহারই যে স্বত্বের অনুমাপক তাহা নহে, অপরের স্বত্বের প্রতিবন্ধক হইয়া নিজের ভোগাধিকারও তাহার স্বত্বের অনুমাপক হইতেছে। কারণ অপরের ধনে অন্যে স্বত্ববান্ বলিয়া প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের দান বিক্রয়াদিও করিতে পারায় নারীর স্বত্ব অনুমিত হইতেছে। আরও বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বধন-স্বামীর মরণকালে উহার পরবর্ত্তী যে অধিকারী অর্থাৎ ঐ নারী না থাকিলে যে ব্যক্তিরা অধিকারী হইতেন, তিনি ঐ নারীর জীবিত-

CENTRAL LIBRARY

কাল মধ্যে মৃত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীরা অনেক স্থলে আর সেই ধন প্রাপ্ত হন না। যেমন পিতামাতার ধনে পুত্রবতী কন্যা অধিকারিণী হইলে তাহার অভাবে তাহার পুত্রেরা উক্ত মাতামহ ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু মাতা (উক্ত কন্যা) জীবিত থাকিতে যদি ঐ কন্যার পুত্রেরা মারা যায়, তাহাদের সন্তানেরা উক্ত (কন্যারূপ) পিতামহীর উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ পিতৃধনে অধিকারী হয় না। এবং মাতুলের মৃত্যুকালে ভাগিনেয় থাকিলে ও তৎকালে মাতুলানী জীবিত থাকায় উক্ত স্বামীর ধনে পত্নী অধিকারিণী হইয়া ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের অধিকার বিষয়ে বাধকরূপে থাকিলে, ঐ সময়ে (মাতুলানীর জীবিতকালে) ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার পুত্রেরা (ভর্ত্তৃভাগিনেয়েরপুত্রেরা) আর অধিকারী হয় না। ইহা হইতে নারীর যে স্বত্ব আছে, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এখন নারীর ঐরূপ ধনে অধিকারী ও তাহার ক্রম দেখাইতেছি।

উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগতধনে মিতাক্ষরাকারসম্মত অধিকারিক্রম

মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর পুত্র হইতে অবিভক্ত বা সংসৃষ্ট ভ্রাতৃপর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নীর ভর্ত্তৃধনে অধিকার দিয়াছেন, তাহার অভাবে ঐ ধনে অনূঢ়া কন্যার অধিকার "তদভাবে তু দুহিতা যদ্যনূঢ়া ভবেৎ তদা" এই কাত্যায়নবচনদ্বারা বলিয়া উহার সাধকরূপে "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা নৃণাম্। তস্মাৎ পিতৃধনং হন্যঃ কথং গৃহ্নীত মানবঃ" এই বৃহস্পতির বচনকে দেখাইয়াছেন এবং "পিতৃধনম্" এই পিতৃপদে একশেষ করিয়া পিতার ও মাতার ধন লইয়াছেন। অবিবাহিতা না থাকিলে "স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ" এই গৌতম বচন দেখাইয়া অনূঢ়ার অভাবে উঢ়া কন্যার ও অপ্রতিষ্ঠিতা প্রতিষ্ঠিতা ভেদে কন্যাগত

CENTRAL LIBRARY

(স্ত্রীধনের ন্যায়) অধিকারের ক্রম কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে অনপত্যার অধিকার পুত্রবতীর পূর্ব্বে হইতেছে। তবে স্ত্রীধন শব্দ যৌগিক, যোগার্থ (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগলভ্য অর্থ) দ্বারা উপপত্তি হইলে পরিভাষা স্বীকার উচিত নহে বলিয়াও ঐ ধনে ঐ সকল কন্যার অভাবে দৌহিত্রীর অধিকার না দিয়া দৌহিত্রেরও অধিকার দিয়াছেন, তাহার অভাবে মাতা পরে পিতাকে অধিকারী করিয়া একশেষনিষ্পন্ন "পিত্রোঃ" এই পদের একশেষসম্বন্ধীয় ব্যাসবাক্যে মাতৃশব্দের পূর্ব্বনিপাত থাকে বলিয়া এবং একশেষ না করিলে "মাতাপিতরৌ" অর্থাৎ পূর্ব্বে মাতৃশব্দ পরে পিতৃশব্দ হয় বলিয়া তাহাদের অধিকার ঐরূপ করিয়াছেন। উহাদের অভাবে পিতার সন্তানগণ। তাহারা না থাকিলে পিতামহী পরে পিতামহ ও তাহার সন্তানগণ। তাহাদের অভাবে এইরূপে প্রপিতামহী প্রপিতামহ তাহার সন্তানগণ ক্রমে অধিকারী হইবে, এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাই মিতাক্ষরার সংক্ষিপ্ত নারীর উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ধনে স্বত্ব ও অধিকারিক্রম।

উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগতধনে দায়ভাগকার সম্মত অধিকারিক্রম

দায়ভাগকার জীমূতবাহন প্রপৌত্রপর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নীর পতিধনে স্বত্ব হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ঋষি-বাক্যানুসারে বিধবার পক্ষে শরীর ধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ও বিহিত ধর্ম্মকৃত্যের জন্য যে ব্যয় করিতে অধিকার দিয়াছেন এবং তাহার অধিক ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে (৪৭ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। তাহার অভাবে অদত্তাকন্যা অবাগ্‌দত্তা ও বাগদত্তা নির্ব্বিশেষে সগোত্রা বলিয়া অধিকারিণী হইবে। এইস্থলে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা বলিয়া বা পুত্রদ্বারা পিণ্ডদাতৃত্বাদিনিবন্ধন তৎকালে উপকারিণী বলিয়া নিয়ামকতা থাকিবে না। ঐপ্রকার কন্যার

CENTRAL LIBRARY

অভাবে দত্তা কন্যা সম্ভাবিতপুত্রা বা পুত্রবতী হইলে অধিকারিণী হইবে। এই কন্যার ভোগোপযোগী স্বত্ব হয় বলিয়া একের অভাবে অপর কন্যার অধিকার হয়, তাহার পুত্র থাকিলেও তাহার অধিকার হয় না। এবং বন্ধ্যা বা পুত্ররহিতা বিধবার অধিকার হয় না, কারণ ঐ কন্যা নিজে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকারিণী নহে, এবং পুত্র না থাকায় তাহার দ্বারাও পার্ব্বণ পিণ্ডদান করে না।

এইস্থলে বক্তব্য, যদিও পত্নীভিন্ন অন্য কোন নারীর ভোগমাত্রফলক অধিকারের উল্লেখ ঋষিবচনে পাওয়া যায় না, তথাপি ইহার কল্পনা পত্নীর অধিকার হইতে আসিয়াছে। কারণ "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" ইত্যাদি, "তারয়ত্যুভয়ং নারী" ইত্যাদি ঋষিবচন হইতে পত্নীর যেরূপ ধনাধিকারের হেতু সান্নিধ্য ও উপকারকতা পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোন নারীর নাই। তবে ঋষি বচনে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের অধিকার পত্নীর পূর্ব্বে বচনে উক্ত থাকায় উহারা পত্নীর স্বত্বনাশক বলিয়া দায়ভাগে উক্ত আছে। (দায়ভাগে ১১ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ২৭ স্তবকে) তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যদি ঐরূপ নারীর (পত্নীর) কেবল ভোগে অধিকার হয়, তখন অন্য নারীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনে যথেচ্ছ ব্যবহারযোগ্য স্বত্ব হয়, এই কল্পনাও হইতে পারে না। তবে পত্নীস্বত্বসদৃশ ভোগমাত্রফলক স্বত্ব হয়, ইহা বলিতে হইয়াছে। (এবং পুত্রদ্বারা উপকার হয় বলিয়া পুত্ররহিতা কন্যা ঐ ধনে অধিকারিণী হয় না) এইরূপে নারীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হয় না বলিয়া ঐ সকল কন্যার মধ্যে এক একটী করিয়া মারা যাইলে তাহাদের পুত্রেরা মাতামহাদির ধন মাতার অধিকারে আসিলেও ঐ ধন পায় না। মাতার জীবিতা অপর ভগিনী পাইয়া থাকেন এবং ঐ কন্যার মধ্যে কেহ জীবিতা থাকিতে যদি তাহার বা তাহার ভগিনীর পুত্রেরা মারা যায় তাহার পুত্রেরা অর্থাৎ নিজের বা ভগিনীর পৌত্রেরা

CENTRAL LIBRARY

অধিকারী হয় না এবং সকল কন্যার মৃত্যু হইলে, শেষে যে কন্যার মৃত্যু হইতেছে, তাহার মরণ সময়ে নিজের বা ভগিনীদিগের যে যে পুত্র জীবিত থাকিবে, তাহারা সমভাগে গ্রহণ করিবে। পিতার প্রাপ্য ধনের অংশের ন্যায় মাতার প্রাপ্য অংশ পাইবে না। আরও বক্তব্য এই, স্বত্ব যেরূপই হউক না কেন, একবার হইলে তাহার নাশক মরণাদি না হইলে উহা নষ্ট হয়না, উদাহরণদ্বারা ইহা দেখাইতেছি। যে স্থলে পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা থাকিতে অদত্তা বলিয়া কনিষ্ঠা কন্যার অধিকার হয়, পরে তাহার বিবাহ হইলে পূর্ব্ব-বিবাহিতা ভগিনীরা তাহার জীবিতকালে সেই ধন পাইবে না, কারণ তখন কনিষ্ঠার স্বত্বনাশের কারণ নাই। ইহা হইতে আর একটী বিষয় পাওয়া যাইল যে, ঐ কন্যা পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে বিধবা হইলেও সেই ধন তাহার জীবনকালে অপর কন্যার অধিকারে আসিবে না। তাহা হইলে ইহা বুঝা যাইল, সম্ভাবিতপুত্রা বা পুত্রবতী বলিয়া নারী উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন পাইয়াছে, তাহার পরে বন্ধ্যা বলিয়া নির্ণয় হইলে বা পুত্র মারা যাওয়ায় অপুত্রা হইলে তাহারও জীবন-কালমধ্যে পূর্ব্বোৎপন্ন স্বত্ব নষ্ট হইবে না। ইহা নারীর উত্তরাধি-কারাগত দ্রব্যে স্বত্বের নিয়ম। ঐ সকলপ্রকার কন্যা না থাকিলে দৌহিত্র অধিকারী হইবে। দৌহিত্র অধিকারী হইলে পুংধনের অধিকারিক্রমে পরে পরে অধিকার হইবে। আর ঐ নারীর মৃত্যু কালে সে জীবিত না থাকিলে ভর্ত্তৃসম্বন্ধবশতঃ যে ধন আসিয়াছে, তাহাতে ভর্ত্তার পিতা অধিকারী হইবে। আর সম্ভাবিত-পুত্রা বা পুত্রবতী বলিয়া কন্যা পিতার বা মাতার যে ধন পাইয়াছে, পরে পুত্র না থাকিলে সেই ধনে তাহার পিতৃকুলের-সান্নিধ্য ক্রমে এবং মাতৃধনে মাতার স্ত্রীধনাধিকারিক্রমে অধিকারী হইবে। ইহা নারীসামান্যের অধিকারে বিশেষ। ভর্ত্তার পিতা না থাকিলে তাঁহার মাতা এবং তাহার অভাবে

CENTRAL LIBRARY

তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী হইবে, এই ধনে পিতামহাদিধনের ন্যায় পিতৃ-পিতামহ-প্রাপ্য অংশ লইয়া অধিকার হইবে না। ঐ নারীর মৃত্যুকালে যে তাঁহাদের সন্নিহিত থাকিবে, তাহার অধিকার হইবে। তবে ভর্ত্তার পিতৃদৌহিত্র তাঁহার প্রপৌত্রের অভাবে অধিকারী হইবে, নিজের কন্যার ন্যায় ভর্ত্তার ভগিনী ভর্ত্তার পিতার কন্যা বলিয়া অধিকারিণী হইবে না। কারণ তাহার অধিকার বচনে অভিহিত নাই। ভর্ত্তার পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে তাহার পিতার (ভর্ত্তার পিতামহের) অধিকার, তাহার অভাবে ভর্ত্তার পিতামহী, তাহার অভাবে তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র (কন্যা নহে) ক্রমে অধিকারী হইবে। এইরূপ ভর্ত্তার প্রপিতামহের ও তাঁহার পত্নীর ও তাঁহার সন্তানগণের অধিকার হইবে। এইরূপে পুংধনাধিকারীরা সপিণ্ড সকুল্য সমানোদকগণ সন্নিহিত ক্রমে অধিকারী হইবে। ইহাতে সংক্ষেপে এই কথা শেষে বক্তব্য পত্নী, কন্যা, ভর্ত্তার মাতা, ভর্ত্তার পিতামহী ও প্রপিতামহী এই কয়েকটি স্ত্রীলোক কেবল পরম্পরাগতধনে অধিকারিণী হন, ইহা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারসূত্রে ধনলাভ হয় না, এই হইল নারীর ধন ও তাহাতে অধিকারবিষয়ে শেষ বক্তব্য ইতি—শম্।

দাক্ষায়ণীসহচরস্য গুরোঃ প্রসাদাদ্
বীরেশ্বরস্য ধিষণাধ্বগতাং গতং যৎ।
তৎ স্ত্রীধনং সহ বিভাগিভিরুক্তমস্মিন্
নারায়ণেন বিদুষাং মুদমাদধাতু ॥

ভট্টপল্লীনিবাসি-বশিষ্ঠকুলশেখর—স্মার্ত্তপ্রবর—
বীরেশ্বরভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আত্মজ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত নারীর ধন ও অধিকার—

প্রবন্ধ সমাপ্ত ॥

নির্ঘণ্ট

ঋষিনামের সূচী

(সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্কসূচক)

বিষয় পৃষ্ঠা

আপস্তম্ব ৮

ঋগ্বেদ ৮

কাত্যায়ন ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৬৯, ৮০, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৬, ১০০, ১০১, ১১৪, ১২৮, ১৫৫, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৮, ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১০

কাশ্যপ ১৩

গোভিল ১২

গৌতম ৩৫, ৬২, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৮৯, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১১১, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১৩৪, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৬, ২০৪, ২১০

দেবল ২৫, ৪১, ৪২, ৭১, ১৫৩, ১৫৫, ১৮৩, ১৮৭, ১৯২

নারদ ১৪, ৩৯, ৮৯, ১০৭, ১৪০, ১৫৪, ১৫৫, ২০২

পারস্কর ১২

পৈঠীনসি ১০৫

প্রচেতাঃ ১৫

বহ্বৃচব্রাহ্মণ ১১

বৃহস্পতি ১০, ১৩, ৪৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৬, ১১৬, ১২০, ১২১, ১২৩, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ২০৮, ২০৯, ২১০

বৌধায়ন ১৫, ৭৩, ১০৬, ১১১, ১২৮, ১৪১, ১৪২, ১৫৮, ১৫৯

বৃদ্ধ কাত্যায়ন ১৪৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৮৩, ১৯৫

বৃদ্ধ মনু ২০৮, ২০৯

মনু ৪, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৪৪, ৪৬, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৮২, ৮৩, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৭, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২৩, ১২৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬২, ১৭৮, ১৮০, ১৯৫, ২০০, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৭

মার্কণ্ডেয় ৭

যাজ্ঞবল্ক্য ৪, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ২৪, ৪৪, ৪৬, ৬৯, ৭৪, ৯০, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১১৭, ১১৮, ১৪১, ১৪৩, ১৪৯, ১৫৫, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বশিষ্ঠ	৪, ১১২, ১৫৬	সম্বর্ত্ত	৭
বিষ্ণু	১২, ২৫, ৪৭, ২০৮, ২০৯	সুমন্তু	১৯৫
ব্যাস	৯, ৩৪, ৪৪, ৪৮	স্মৃতি	৭, ১১৯
শঙ্খ	২১, ৭৭	হারীত	৮
শঙ্খলিখিত	১০৫		

পুরাণ নামের সূচী

আদিত্য পুরাণ	১৯৪	বামনপুরাণ	৬
দানধর্ম্ম	৪৮, ৪৯	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর	৯, ১০
মহাভারত	২৪, ১১৫		

টীকা ও নিবন্ধের সূচী

অপরার্ক ৫৭, ৯৭

উদ্বাহতত্ত্ব ১১৩

কৃত্যচিন্তামণি ২১

দায়কৌমুদী ১৯১, ১৯৭

দায়ক্রমসংগ্রহ ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯

দায়তত্ত্ব ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪

দায়ভাগ ২৪, ২৫, ৪৫, ৪৮, ৫০, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৭৫, ১৭৭, ১৯৪, ২০৪, ২১২

পরাশরমাধব ৬০, ৬১, ৭৯, ৮২

মদনপারিজাত ৬৪, ৭৮, ৮৭

মিতাক্ষরা ২৪, ৪৬, ৪৭, ৬৪, ৭০,

মিতাক্ষরা ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১১১, ১১৬, ১১৭, ১৫২, ১৬৪, ১৬৫, ২০৬, ২০৭

বিদ্যাধরীবিলাস ২১

বিবাদচিন্তামণি ২৯, ৮০

বিবাদতাণ্ডব ৬১, ৬৪, ৭৫, ৮১

বিবাদরত্নাকর ৬৪, ১০১, ১০২

বীরমিত্রোদয় ২৫, ৩০, ৮৭, ৯৬, ৯৭ ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবহারময়ূখ	২৫, ৩০, ৩৩, ৬৪, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৮
শুদ্ধিতত্ত্ব	১১৩
শ্রাদ্ধবিবেকটীকা	৪৮
সরস্বতীবিলাস	৩৫, ৯৩, ৯৪
স্মৃতিচন্দ্রিকা	৪১, ৬০, ৬১, ৬৩, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৯

টীকাকার ও নিবন্ধকারের সূচী

অচ্যুতানন্দ	১০৯, ১২০, ১৩৭
অপরাদিত্য	১০৩
অসহায়	৫৭
আচার্য্য	৫৮
কমলাকরভট্ট	৫৭, ৭৫, ৯৩
কল্পতরুকার	২৯, ৯৭
কুল্লূকভট্ট	৫৪, ১০৩
গোবিন্দরাজ	৬৫
চণ্ডেশ্বর	১০১, ১০২
জিতেন্দ্রিয়	৬৫
জীমূতবাহন	৯, ৫৪, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২১১
দীক্ষিত	৬৫
দেবণভট্ট	৮৮, ৮৯
ধারেশ্বর	৫৮
নীলকণ্ঠ	৩০, ৬৩, ৮২, ১০৪
পীতাম্বর	৭২, ১১০, ১৮০, ১৮২, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৭, ২০৭
প্রতাপরুদ্র	৯৩
ভোজদেব	৫৭, ৬৫
ভোজরাজ	৬৫
মহেশ্বর	১০৯, ১২০
মাধবাচার্য্য	১৪, ৫৭, ৭৯
মিত্রমিশ্র	৫৭, ৬৪, ৯৩, ৯৬
মেধাতিথি	৫৪, ১০৩
রঘুনন্দন	১২, ১৩, ১৫, ৫৬, ৬৬, ৬৭, ৭০, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৮, ১৩৫ ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৪, ২০৭
রামভদ্র	৫৬, ১০৯, ১২২, ১২৩
বাচস্পতিমিশ্র	৮০
বালক	৬৫

বিষয় পৃষ্ঠা
বিজ্ঞানেশ্বর ৫৭, ৭২, ৭৩, ১০৩, ১৫২, ১৬৪, ২০৬
বিশ্বরূপ ৫৭, ৬৫
বিশ্বেশ্বরভট্ট ৫৭, ৬৪, ৭৮
শ্রীকর ৫৭, ৫৮
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ৪৮, ৫৬, ৬৮, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৭১, ১৭২, ১৮০, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ১৯৬, ২০২, ২০৭
হলায়ুধ ১০৩

অন্যান্য গ্রন্থের সূচী

অমরসিংহ ৩৭
আপোদেবকৃত ন্যায়প্রকাশ ২৩
কাণের ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস (History of Dharmasastra Vol. I) ॥/০, ৬০
কোলব্রুক ডিজেষ্ট ৪০
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ॥৶০, ৵০
গোলাপ শাস্ত্রিকৃত হিন্দু ল গ্রন্থ ২৯, ১৮৯
মেনের হিন্দু ল ৪৫, ৫২
মোল্লার হিন্দু ল (D. F. Mulla's Hindu Law 6th edition.) ৩৯, ৪৫, ৫২, ৭৪, ৭৭, ৮৩, ৮৪, ৮৮, ১২৬, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
ম্যারেজ এণ্ড স্ত্রীধন ৪০, ৫২
হিন্দু উইডো রি-ম্যারেজ অ্যাক্ট ৫৩

অকারাদি ক্রমে শ্লোকসূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ	
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি	১২২, ২১০
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি	১৩৯
অতঃপরং সমাবৃত্তঃ	৬
অতাতায়ামপ্রজসি	১০০
অথচেৎ স দ্বিভার্য্যঃ স্যাৎ	৪২
অদায়াশ্চ স্ত্রিয়োমতা	১২৩
অদায়াদকং রাজাহরেৎ	৮০
অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দেয়ম্	৩৫
অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকম্	২৪, ২৫
অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্ যঃ	১৩২
অনেকপিতৃকাণান্তু	১১৭
অন্যোহন্যাপহৃতং দ্রব্যম্	৬৯
অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তম্	৮২, ৯৬
অপকারক্রিয়াযুক্তা	৪৪, ১৮৩
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি	১০
অপুত্রস্য ধনং পত্ন্যভিগামি	২০৮
অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ	৩৯
অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুঃ	৭৫, ১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা	১৯২, ২০৩
অপ্রত্তাচেৎ সমূঢ়া তু	১৩৭
অর্থস্য সংগ্রহেচৈনাম্	২১
অস্তুতস্য প্রমীতস্য	২০৮
অস্থিভিরস্থীনি	২৮
অহার্য্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যম্	১৩২
আ	
আচ্ছাদ্যচার্চ্চয়িত্বাচ	১২, ১৭
আয়েব্যয়েহন্নসংস্কারে	২১
আরম্ভো বরণং যজ্ঞে	১২
আর্ষে গোমিথুনং শুল্কম্	১৮
আসুরাদিভ্যোযল্লব্ধম্	৯১
ই	
ইচ্ছয়ান্যোহন্যসংযোগঃ	১৮
ইতরেষান্তু বর্ণানাম্	২০৫
ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মম্	১৮
উ	
উৎপত্ত্যৈবার্থং স্বামিত্বাল্লভেত	৬২
ঊ	
ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপি	৩৬
ঊর্দ্ধং লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ	২৬
ঋ	
ঋক্থভাজ ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ	৭৪
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ	১০
ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি	১০
ঋণেধনে চ সর্ব্বস্মিন্	৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
এ	
একং গোমিথুনং দ্বেবা	১৮
একা শতাধিকা বালা	২৪
ক	
কন্যানামসবর্ণানাম্	১৯৪
কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ	২০
কুর্য্যাচ্চানুদিনম্	২৪
গ	
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব	১৪
গোত্ররিক্থে জনয়িতু	১০৭
গৃহোপস্কর বাহ্যানাম্	৩৩, ২০৪
চ	
চতুরোব্রাহ্মণস্যাদ্যান্	১৪
চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতা	৬
চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্	১৪
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ	১০৭
জ	
জঙ্গমং স্থাবরং	৪৯
জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু	৭৪, ৮২, ১৩৬, ১৩৮, ১৫২
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা	১৯, ৩৪
জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ	১০৫
ত	
তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা	৪৯, ২০৯
তদভাবেতু দুহিতা	২১০
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যম্	৪৮
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যাঃ	৪৪
তারয়েত্তূভয়ং নারী	২১২
তেষাং চত্বারঃ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণস্য	১৫
ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে	১৬
দ	
দত্তভুক্তফলং ধনং	২০০
দত্তৌরসেতরেষান্তু	২০৬
দম্পত্যোর্ম্মধ্যগং ধনম্	১০৪, ১০৫, ২০৯
দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো	৪৮
দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ	২০৯
দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে চ	৪১
দুহিতৃণামভাবে তু	৯০, ১৫৫, ১৭৮
দুহিতৃণাং প্রসূতা চেৎ	৭৪
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ	২০৬
দেবানামনৃণো জন্তুঃ	১০
দেবানাঞ্চপিতৃণাঞ্চ	৯
দৌহিত্রোঽপিহ্যমুত্রৈনম্	১৫৪
দ্বিসহস্রপরোদায়ঃ	২৫
দ্বৌ সুতৌ বিবদেয়াতাম্	২০২
ন	
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ	৭
ন দায়ং নিরিন্দ্রিয়াঃ	১০৬
ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাম্	২০৩
ন ভর্ত্তা নৈবচ সুতো	৪১
ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ	৪
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ	৪৯
নোদকেন ন বাচা বা	১২

বিষয় পৃষ্ঠা

প

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য ৮
পতির্জায়াং প্রবিশতি ১১
পতির্জায়াং সম্প্রবিশ্য ১১
পত্নী দুহিতরশ্চৈব ১২৩
পত্নোব দদ্যাত্তৎপিণ্ডম্ ২০৮
পাণিগ্রহণং নাম স্ত্রীণাম্ ২১
পাণিগ্রহণাদ্ধি জায়াপত্যোঃ সহত্বম্ ৮
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ ১২
পানং দুর্জনসংসর্গ ২১
পিণ্ডদোহংশহরশ্চৈষাম্ ১০৫
পিতাপিতামহশ্চৈব ১০, ৯৩
পিতারক্ষতি কৌমারে ২২
পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তম্ ১৪৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৩, ১৯৫
পিতৃব্যোগুরুদৌহিত্রান্ ৪৯
পিতৃমাতৃ পতিভ্রাতৃ ২৪, ২৫
পুত্রাভাবেতু দুহিতা ১৩৯
পুত্রার্ত্তিহরণে বাপি ৪১
পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ১০
পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে ৭৩, ১০৬
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি ১১৬, ১১৮
পৈশাচোঽসংস্কৃতজাতানাম্ ১৫
প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গ ১১৭
প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তম্ ৩৬, ১৮৩, ২০০
প্রীত্যাদত্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ ২৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ব

বন্ধুদত্তন্তু বন্ধূনাম্ ৮৭, ৯১, ১০১, ১৬৫, ১৬৬, ১২৮, ১৮৭, ১৯৩
বন্ধুদত্তং তথাশুল্কম্ ॥/০, ১৪৮, ১৫১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭
বন্ধুনাপহৃতংদ্রব্যম্ ৬৯
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ ৭
বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিম্ ৫৪
বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যোদীয়তে ২৬
বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ ২৯. ৪৩
বিবাহাৎ পরতো যত্তু ২৬
বিভক্তব্যং পিতুর্দ্রব্যম্ ৬১
বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোঃ ৯০, ৯৭
বৃত্তিরাভরণং শুল্কম্ ২৫, ৪২
বৈবাহিকবিধিঃ স্ত্রীণাম্ ২০
ব্যাধিতং ব্যসনস্থঞ্চ ৪২
ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি ১৫
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু ১৭
ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্ব ১৫, ৯১, ১২৮, ১৪১, ১৪৯, ১৫৮, ১৮৭
ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষ ১৩
ব্রাহ্মোবিবাহ আহূয় ১৭

ভ

ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যানামূর্দ্ধম্ ১০০, ১৬৪, ১৬৫, ১৮৭, ২০৪
ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ ১৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভগিন্যো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধম্	৮০, ৮৩, ৮৯, ৯৬
ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্ দত্তম্	৩৯
ভর্ত্তুরভাবে তৎ কুলে	৮৬
ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাম্	৪
ভর্ত্রা প্রতিশ্রুতং যৎ স্যাৎ	৯৭
ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ	৫৩, ৭১, ২০০
ভ্রাতৃ-ভর্ত্তৃ-পিতৃ-জ্ঞাতি	৪৪
ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা	২০৮
ভূর্য্যাপিতামহোপাত্তা	১১৭, ১৯৪
ম	
মন্বর্থবিপরীতা যা	১৩
মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াম্	১২৩
মাতারিক্থ-হরীজ্ঞেয়া	১২৩
মাতুরগ্রেঽধিজননম্	২০
মাতুর্দুহিতরঃ শেষম্	১৫৫
মাতুর্দুহিতরোঽভাবে	৭৪, ৮৯, ৯৭, ১৫৫
মাতুশ্চ যৌতকং যৎস্যাৎ	৩১, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১২২, ১৩৪
মাতুঃ পারিণায্যম্	২৭, ৩১, ১১২
মাতুঃস্বসা মাতুলানী	৭৯, ৯২, ১৩০, ১৩৮, ১৬৬, ১৬৯, ১৭৮, ১৮০, ১৮৬, ১৯১, ২০৫
মৃতে ভর্ত্তরি স্বাধ্বী স্ত্রী	৪৮
য	
যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈবঃ	১৭
যজ্ঞেতু বিততে সম্যক্	১৭
যত্তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তম্	১২৮, ১৪২, ১৫৮
যত্তু সোপধিকং দত্তম্	৩২
যৎ পুনর্লভতে নারী	২৬
যদানেতুং ভর্ত্তৃগৃহে	৩৪
যদাসামৌরসোনস্যাৎ	৮৪, ১১৯, ১২০, ১৩৮, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৯১, ১৯৬
যদি কুর্য্যাৎ সমানংশান্	৪৬
যদিহৈকতর স্তেষাম্	৪১
যদেতদ্ হৃদয়ং তব	৮
যস্য নোপরতা ভার্য্যা	২০৯
যস্মিন্ দেশে য আচারো	৪
যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরঃ	৪৬, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১৩৭
যাবত্তু কন্যামৃতবঃ	১১৩
র	
রিক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়াঃ	৭৩, ১২৮, ১৪২, ১৫৮
ল	
লালনীয়া সদা ভার্য্যা	২১
লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ	১১, ১১৬, ১১৮, ১৭৫
লোকান্তরস্থং ভর্ত্তার	৪৮, ৯
শ	
শরীরার্দ্ধং স্মৃতাজায়া	২১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষ	
ষোড়শর্ত্তুর্নিশাঃ স্ত্রীণাম্	১০
স	
সৎসঙ্গজেষু	১৪১
সপাপিষ্ঠো বিবাহানাম্	১৫
সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা	১৩
সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা	২০৭
সর্ব্বাসামেকপত্নীনাম্	১১৯
সর্ব্বাঃ পিতৃপত্ন্যো মাতরঃ	১৯৫
সহ গোমিথুনেন চ	১৮
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মম্	১৮
সাধারণং সমাশ্রিত্য	৬৭
সামান্যং পুত্রকন্যানাম্	১৫৩, ১৫৫, ১৮২, ১৮৭
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা	১৯
সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাম্	৩৯
স্বঞ্চ শুল্কং বোঢ়া	১৭৬
স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধম্	১২০, ১৭৫
স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু	৯৪
স্ত্রিয়াস্তুযদ্ভবেদ্বিত্তম্	৭৫, ৯৩, ১০০, ১৩৩, ১৩৪ ১৬২, ১৮০, ১৮২, ১৯৩, ১৯৫
স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু	২২, ৪৮, ৪৯, ২০৮
স্ত্রীধনং তদপত্যানাম্	৮০, ১৩৬, ১৪১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫
স্ত্রীধনং দুহিতৃণাম্	৩০, ৮৯, ১৩৪, ১৫৫, ১৬৩, ২১০
স্ত্রীধনং স্যাদপত্যানাম্	৪৬, ৮২, ৮৯, ৯৬
হ	
হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ	১৯

অশুদ্ধ শোধন সূচী

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	১৬	উত্তরাধিকারীক্রমে	উত্তরাধিকারিক্রমে
৵০	১৭	উত্তরাধিকারী সূত্রে	উত্তরাধিকার-সূত্রে
।০	৩	D. F. Mullah	D. F. Mulla
॥/০	১	উপর্য্যুক্ত স্থলতঃ	উপর্য্যুক্ত স্থলতঃ
॥/০	৭	অপরার্ক	অপরাদিত্য
॥৶০	২	করিয়া প্রবন্ধের	করিয়া পরে উত্তরাধিকার-সূত্রে নারীগত ধনের অধিকারি-প্রদর্শনে প্রবন্ধের
৸০	৬	পত্নী সত্বেও	পত্নীসত্বেও
৫	৪	ভরণকারীরূপ	ভরণকারিরূপ
৭	১৮	আত্ম্যা	আত্মা
১০	১১	যোড়শর্ত্তু-নিশা	যোড়শর্ত্তু-নিশা
১৫	২৭	ব্রাহ্মদৈবর্ষি	ব্রাহ্মদৈবার্ষ
১৬	২৬	অনিন্দ্যনীয়	অনিন্দনীয়
১৮	৫	মিথুনেন	মিথুনেন
২০	৫	ত্রিভিবর্ণৈ	ত্রিভির্ব্বর্ণৈ
৩৩	২	দায়াদি	দায়াদাদি
৪৪	৩	স্বার্থকতা	সার্থকতা
৪৮	১৩	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্যে
৪৯	২১	স্বশ্রীয়	স্বস্রীয়
৭৩	২৫	দুহিতৃণাম্	দুহিতৃণাম
৮১	১০	বিবাদ তাণ্ড	বিবাদ তাণ্ডব মতে
৯৭	২৩	মাতুদুহিতরো	মাতু-দুর্হিতরো
১০১	২৬	বন্ধনাম্	বন্ধূনাম্
১০৬	২১	ধনধিকার	ধনাধিকার

CENTRAL LIBRARY

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৭	৮	মন বচনে	মনুবচনে
১১০	৭	শেযে	শেষে
১২৮	২০	তদ্‌ভাবে	তদভাবে
১২৮	৩২	বন্ধনা	বন্ধূনা
১৩১	১০	বক্তি	ব্যক্তি
১৩৬	১৭	অঁযৌতক	অযৌতক
১৪২	৭	সুপষ্ট	সুস্পষ্ট
১৫১	১৬	সন্দর্ভো	সন্দর্ভে
১৬৪	২৫	ভত্রাদির	ভর্ত্রাদির
১৭০	১৮	ভর্ত্তৃ-রভাবৈ	ভর্ত্তু-রভাবে
১৯৩	১০	দায়ভাগকারের ও	দায়ভাগকরেরও
১৯৪	৬	পিতাম্বর	পীতাম্বর
১৯৫	২২	সনাভয়	সনাভয়ঃ
১৯৬	১	অথবা	অপ্রজ
১৯৬	২	হইতেও	হইতে ও
২০২	১০	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
২০২	২৬	বলবত্বা	বলবত্তা
২০৪	১৬	হইতে (মাতুলাদি)	(মাতুলাদি) হইতে
২০৬	৩	স্থলে	স্থলে